ইলহান ওমরের বাড়িতে এফবিআইয়ের তল্লাশি
পৃষ্ঠা ২২

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 15 October 2026, 10th Year, Issue 500, 40 Pages

জীবনের ক্যানভাসে সাফল্যের সিঁড়ি রিয়েলটর জেমি খান
পৃষ্ঠা ৩৪

বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ৩০ আশ্বিন ১৪৩৩, ৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৫০০, পৃষ্ঠা ৪০

ছিলো প্রত্যাশার পাহাড়, এখন হতাশ নেতাকর্মীরা

প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফর

প্রবাসী নেতাকর্মীদের একটি অংশ নিজেদের উপেক্ষিত মনে করছেন।

মনজুরুল হক

জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফর ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল ব্যাপক উৎসাহ ও প্রত্যাশা। দীর্ঘদিন পর দলের শীর্ষ নেতাকে কাছ থেকে দেখা, প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে গণসংবর্ধনার আয়োজন এবং বছরের পর বছর ধরে ঝুলে থাকা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নতুন কমিটি ঘোষণার আশায় ছিলেন নেতাকর্মীরা। কিন্তু সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে যাওয়ার পর সেই প্রত্যাশা রূপ নিয়েছে হতাশা ও ক্ষোভে। প্রত্যাশিত সংবর্ধনা, সরাসরি সাক্ষাৎ কিংবা সাংগঠনিক ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো ঘোষণা না আসায় প্রবাসী নেতাকর্মীদের একটি অংশ নিজেদের উপেক্ষিত মনে করছেন।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নেতাকর্মীদের কাছে এবারের সফর ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে সাংগঠনিক নেতৃত্বের অনিশ্চয়তা, নতুন কমিটি গঠন নিয়ে আলোচনা এবং প্রবাসে দলের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার প্রত্যাশার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। অনেকের ধারণা ছিল, নিউইয়র্কে অবস্থানকালে তারেক রহমান যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাংগঠনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি খোঁজখবর নেবেন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সুদের হার বাড়ানোর শঙ্কা

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে দেশটিতে বার্ষিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৭ শতাংশে। আগস্টে এটা ছিল ৩.৪ শতাংশ। বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিএলএস) প্রকাশিত ভোক্তা মূল্যসূচকের (সিপিআই) প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। মাসিক হিসাবে সেপ্টেম্বরে পণ্যের দাম বেড়েছে ০.৬ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির এই ঊর্ধ্বগতি এ মাসের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের (ফেড) সুদের হার বাড়ানোর আশঙ্কা জোরালো করেছে। একই সঙ্গে আগামী ৩রা নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে চাপে পড়েছে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানরা। এ খবর দিয়েছে অনলাইন আল জাজিরা।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পাশাপাশি রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে উত্তেজনার প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বাড়ছে। সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রলের দাম বেড়েছে ৯.১ শতাংশ। বিএলএসের তথ্য অনুযায়ী, মাসিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির অর্ধেকেরও বেশি এসেছে পেট্রলের দাম বাড়ার কারণে। এক বছর আগের একই সময়ের তুলনায় পেট্রলের দাম বেড়েছে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সম্ভাব্য নতুন হামলায় ‘মাদার অফ অল বম্বস’

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ

ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে হামলার পরও ইরানের সঙ্গে সমঝোতা না হওয়ায় দ্রুত যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ট্রাম্পের ওপর চাপ বাড়ছে।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পুনরায় শুরুর নির্দেশ দিলে দেশটির জ্বালানি অবকাঠামো ও পারমাণবিক স্থাপনায় হামলায় বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অ-পারমাণবিক বোমা ‘মাদার অব অল বম্বস’ (মোয়াব) ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে কিংবা পরে এসব হামলা চালানো হতে পারে বলে জানিয়েছে মার্কিন কর্মকর্তাদের সূত্র।

সংশ্লিষ্ট একাধিক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সিএনএন এ তথ্য জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রভান্ডারে থাকা সবচেয়ে শক্তিশালী অ-পারমাণবিক বোমা জিবিইউ-৪৩/বি ম্যাসিভ অর্ডন্যান্স এয়ার ব্লাস্ট (এমওএবি) বা মোয়াব ইরানের বিরুদ্ধে চলমান সংঘাতে প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হলে তা যুদ্ধের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে এই বোমা ব্যবহারে ওয়াশিংটনের ঘোষিত সামরিক লক্ষ্য অর্জন কিংবা যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন কতটা সম্ভব, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে জানিয়েছেন সামরিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো।

ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন বোমা হামলার পরও ইরানের সঙ্গে সমঝোতার কোনো স্পষ্ট অগ্রগতি না থাকায় যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য ট্রাম্পের ওপর চাপ বাড়ছে। একই সঙ্গে আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুদ্ধের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

পেন্টাগনের নতুন পরিকল্পনা

- লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী অ-পারমাণবিক বোমা ‘মোয়াব’ ব্যবহার।
- উদ্দেশ্য বড় ধরনের হামলা চালিয়ে বিজয় ঘোষণার পর দ্রুত সেনা প্রত্যাহারের সুযোগ তৈরি করা।

হরমুজে জাহাজডুবি

যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ইরানের

আল-জাজিরা

হরমুজ প্রণালির কাছে ক্ষেপণাস্ত্র বা অন্য কোনো প্রক্ষেপণের আঘাত এবং সমুদ্র মাইনের বিস্ফোরণে দুটি জাহাজ ডুবে গেছে। ক্রমবর্ধমান হামলায় ব্যাহত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথে জাহাজ চলাচল।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্‌ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্‌)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল [illegible] থেকে রাত [illegible]

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS
LAW GROUP
24/7

SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS
CALL NOW
718.997.9797
আমরা বাংলা কথা বলি

CAR ACCIDENTS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
TRUCK ACCIDENTS

Millions of Dollars
RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney

Office Locations:
Forest Hills
Valley Stream

INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?

abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনস্যুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ব্লাড টেস্ট করা হয়
- স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনস্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, অ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

(আমরা বাংলায় কথা বলি)

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আসিফ মুর্তজা

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
"সমৃদ্ধি, কল্যাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিষদ"
কুনু-ফিরোজ
পরিষদ
সিনিয়র সহ সভাপতি
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KUNU, PRESIDENT
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY
মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
A2
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
সভাপতি
ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্‌ক
প্রেসিডেন্ট
স্মার্ট ষ্টাফিং সার্ভিসেস ইন্‌ক
সেক্রেটারী
রোটারী ক্লাব অব বাংলাদেশী আমেরিকান
উপদেষ্টা
কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি
সাবেক সভাপতি
দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
আজীবন সদস্য
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নিউইয়র্ক
প্রতিষ্ঠাতা
বায়তুল মামুর জামে মসজিদ ও রহা হেফজুখানা
আজীবন সদস্য
বাতুল আতিক মুসলিম সেন্টার, উডসাইড
উডসাইড বায়তুল জান্নাত মসজিদ
মসজিদ আবু হুরায়রা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
DULAL BEHEDO
SENIOR VICE PRESIDENT
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ সভাপতি
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
A3
আবুল কালাম ভূঁইয়া
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
মোরশেদ আলম
A13
A14
বি মেহের চৌধুরী
A15
কাজী হাসান
A16
আবুল বাশার ভূঁইয়া
A17
A18
A19
A20
A21
কার্যকরী সদস্য
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE VOTE FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

1st AIDE
HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA
SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi
Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

সম্পাদকীয়

আশ্রয় জালিয়াতির অভিযোগে বাংলাদেশিরা: প্রয়োজন সতর্কতা

যুক্তরাজ্যে আশ্রয় আবেদনের জন্য জাল নথি, সাজানো ছবি ও মনগড়া প্রমাণ তৈরির অভিযোগে বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয় কয়েকজনের নাম সামনে আসা গভীর উদ্বেগের বিষয়। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত ৬ অক্টোবর লন্ডনের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশি সংগীতশিল্পী সাজ্জাদ মিয়াসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ব্রিটিশ অভিবাসন কর্তৃপক্ষ। পরে সাজ্জাদ মিয়া জামিনে মুক্তি পেয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তদন্তের এই পর্যায়ে অভিযোগকে প্রমাণিত অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। তবে ঘটনাটি আশ্রয়প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা, অভিবাসনসেবার নৈতিকতা এবং প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের সুনাম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে।

আশ্রয় মানুষের মৌলিক নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি অধিকার। নিজ দেশে নিপীড়ন, সহিংসতা কিংবা নির্দিষ্ট পরিচয়ের কারণে গুরুতর ঝুঁকির মুখে পড়া মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে পারেন। আন্তর্জাতিক সুরক্ষার এই ব্যবস্থা শুধু আইনি কাঠামো নয়; এটি মানবিক দায়িত্বেরও প্রকাশ। কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা চক্র যদি অর্থের বিনিময়ে জাল প্রত্যয়নপত্র, সাজানো ছবি কিংবা মনগড়া সম্পর্কের প্রমাণ তৈরি করে এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে চায়, তবে তা প্রকৃত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কারণ প্রতারণার ঘটনা সামনে এলে বৈধ আবেদনকারীদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও অযৌক্তিক সন্দেহ তৈরি হতে পারে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তদন্তকারীদের সন্দেহ, পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি এলজিবিটি সংগঠন 'আপনজন'-এর সঙ্গে যুক্ত একটি চক্র অর্থের বিনিময়ে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য জাল প্রমাণ তৈরির কাজে জড়িত ছিল। এ অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণ করবে তদন্ত ও আদালত। কোনো সংগঠনের সঙ্গে কারও সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠলেই সংগঠনটির সব সদস্য বা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষকে দায়ী করা যায় না। একইভাবে, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির জাতীয়তা দিয়ে একটি দেশের মানুষের চরিত্র বিচার করাও অনুচিত।

তবে অভিযোগের গুরুত্ব খাটো করে দেখারও সুযোগ নেই। প্রতিবেদনে মোবাইল ফোন, অলংকার ও কয়েক হাজার পাউন্ড নগদ অর্থ জব্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব জিনিস জব্দ হওয়া নিজে থেকেই অপরাধ প্রমাণ করে না। কিন্তু তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে অর্থের বিনিময়ে পরিকল্পিতভাবে ভুয়া নথি ও মিথ্যা সাক্ষ্য তৈরি করা হয়েছে, তাহলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। আশ্রয়প্রক্রিয়াকে ব্যবসায়িক প্রতারণার মাধ্যমে কাজে লাগানো শুধু অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করে না। এটি ঝুঁকিতে থাকা মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করারও শামিল। এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। এর আগে বিবিসির একটি অনুসন্ধানেও কয়েকজন বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি অভিবাসন পরামর্শদাতার বিরুদ্ধে জাল নথি এবং মনগড়া প্রমাণ ব্যবহার করে আশ্রয় আবেদন সাজানোর অভিযোগ সামনে এসেছিল। বিভিন্ন সময়ে একই ধরনের অভিযোগ প্রকাশিত হলে প্রশ্ন ওঠে। আশ্রয়প্রার্থীদের সহায়তার নামে পরিচালিত পরামর্শসেবাগুলোর ওপর যথেষ্ট নজরদারি রয়েছে কি না। আইন ও নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করে কেউ যদি অর্থ উপার্জনের জন্য মিথ্যা কাহিনি তৈরি করেন। শুধু ব্যক্তিগত অপরাধের বিচার করলেই চলবে না; এমন প্রতারণার সুযোগ তৈরি হওয়া ঠেকাতেও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

আশ্রয়ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষার দায়িত্ব সবার। সত্যনিষ্ঠ আবেদন, পেশাগত সততা, কার্যকর নজরদারি এবং নিরপেক্ষ বিচার—এই চারটি ভিত্তি শক্তিশালী করা গেলে প্রতারণা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। কারও অপরাধের দায় পুরো সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে নয়, বরং অপরাধীকে প্রমাণের ভিত্তিতে শনাক্ত করে এবং প্রকৃত আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকার সুরক্ষিত রেখেই যুক্তরাজ্যের আশ্রয়প্রক্রিয়ায় আস্থা বজায় রাখতে হবে।

বিএনপি'র ভুলের অপেক্ষা রাজনীতিতে

শায়রুল কবির খান

দেশের জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাধারার কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, এগুলোই প্রধান শক্তি। এর বিপরীতে বিকল্প রাজনৈতিক চর্চা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে অতীতের মতো নানাভাবে চেষ্টা হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে নাগরিকদের মনস্তাত্ত্বিক রাজনীতির প্রধান প্রতিনিধি হলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপি। দলটির রাজনৈতিক দর্শন আছে; বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। এর একটি কারণ বিএনপির জন্মই হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে, মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতায়।

অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছে মুসলিম লীগ থেকে; মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ হয়ে আওয়ামী লীগ, তারপর বাকশাল হয়ে পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগ। মনে রাখতে হবে, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে; আবার সেই মুসলিম লীগ থেকে জন্ম হওয়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে। সেদিক থেকে বলা যায়, আওয়ামী লীগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নাম ও কর্মসূচি পরিবর্তন করেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের নাগরিকদের যে জাতিসত্তা প্রয়োজন, সেই কর্মসূচি তারা দিতে পারেনি বা দেওয়ার চেষ্টাও করেনি। বর্তমানে বা আগামী সময়ে দেওয়ার সুযোগ আছে বলেও মনে হয় না।

রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচির প্রশ্নে যদি বিএনপি ও আওয়ামী লীগের তুলনা করি; দুই দলেরই ছিল তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সাংগঠনিক ভিত্তি; এক দল স্বাধীনতা আন্দোলনের সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিয়েছে, আরেক দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরউত্তম স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি দিতে পারেনি। তাহলে এভাবে বলা যায়, বিএনপির রয়েছে তিনটি শক্তি আর তার বিপরীতে আওয়ামী লীগের দুটি।

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক বাস্তবতায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপির রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে জামায়াতে ইসলাম। দলটির ইতিহাসে দেখা গেছে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের যখন যার সঙ্গে যেভাবে চলা দরকার, সেভাবে মিশে গিয়ে চলতে পেরেছে। মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে বিলম্বিত উপলব্ধির মধ্য দিয়ে গঠনতন্ত্রে বা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিবর্তন আনতে চায়নি। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকের 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী: ইটস হিস্ট্রি অ্যান্ড পলিটিক্স' গ্রন্থে।

এই পরিস্থিতিতে বিএনপিসহ অপরাপর রাজনৈতিক দলগুলো জামায়াতে ইসলামীকে কতটা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, তার ওপর নির্ভর করবে আগামীর রাজনীতির গতিপ্রকৃতি। প্রশ্ন হচ্ছে, বিএনপির কি জামায়াতে ইসলামীকে আওয়ামী কৌশলে মোকাবিলা করা উচিত, নাকি ভিন্নভাবে?

> বিএনপি নিশ্চয়ই ইতিহাসের সব সত্য সামনে এনে মুক্তিযুদ্ধের মহত্ত্ব সমুন্নত রাখবে। আওয়ামী লীগ যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা করতে চেয়েছে, সেটা বিএনপি করবে না। কিন্তু একই সঙ্গে অন্যান্য ইস্যুও সামনে আনতে হবে। বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচিতেই রয়েছে তার পথরেখা।

আওয়ামী লীগের মতো একটি সংগঠনকে মূল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পাওয়ার দুর্ভাগ্য বিএনপিকে আজন্ম বয়ে বেড়াতে হয়েছে। বর্তমান বাস্তবতায় বিশেষত আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপি যদি মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিএনপি ধাঁচেরই আরেকটি রাজনৈতিক দলকে সক্রিয় ভূমিকায় পেত, তবে তা সবার জন্যই কল্যাণকর হতো।

যা-ই হোক, এখন বিএনপি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে জামায়াতে ইসলামী ও তাদের জোটসঙ্গী নবীন রাজনৈতিক দল এনসিপিকে রাজনৈতিকভাবে কতটা মোকাবিলা করতে পারছে, চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী দুই বছরে খানিকটা বোঝা গেছে। কাজটি বিএনপি কতটা পারদর্শিতার সঙ্গে করেছে– তা যদি এখনই সঠিকভাবে অনুধাবন করা না যায়, বড় দেরি হয়ে যাবে।

লক্ষণীয়, জামায়াতে ইসলামীকে মোকাবিলার কৌশল হিসেবে বিএনপির প্রধান ইস্যু এখনও মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ ইস্যু জামায়াতে ইসলামীর নাজুক জায়গা, সন্দেহের অবকাশ নেই। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের জাতীয়তাবাদী চেতনা মর্মমূলে গ্রোথিত, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া কি জামায়াতে ইসলামীর আর কোনো নাজুক জায়গা নেই? জামায়াতের রাজনীতি কি এতটাই সরল যে, মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া দলটিকে মোকাবিলার বিকল্প ইস্যু নেই? উত্তর হচ্ছে– অবশ্যই আছে। সর্বদা সুবিধাবাদী ও ভ্রান্ত রাজনৈতিক অবস্থান, গুজব ছড়ানোর কাঁচা কৌশল হলো জামায়াতের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।

জামায়াতে ইসলামী স্বাধীন বাংলাদেশে একাত্তরের দুর্বলতা কাঁধে নিয়েই রাজনীতি করে যাচ্ছে। বিএনপির সঙ্গে জোট করে ক্ষমতার স্বাদও পেয়েছে। পরে আওয়ামী লীগের শাসনামলে জামায়াতকে কঠিন বেকায়দায় পড়তে হলেও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান এসেছিল তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে। এতে করে দলটি যেন ইতিহাসের সবচেয়ে লাভজনক চাবিকাঠি হাতে পেয়ে গেছে। শেখ হাসিনার অপরিণামদর্শী কৌশলের কারণে জামায়াত এখন চারাগাছ থেকে বড় বৃক্ষে পরিণত হতে চাইছে; আগের মতো বোতলবন্দি হয়ে থাকতে আর রাজি নয়।

এই দফায় জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে। জোটসঙ্গী হিসেবে এলডিপি চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীরবিক্রমকে পেয়েছে। আর সরাসরি জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান। এতে করে বোঝা যাচ্ছে, দলটি সামনের দিনে সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে মাঠে নামতে চায়, কেবল বিএনপির ভুলের অপেক্ষা করছে।

বিএনপিকে সেই ভুল করা যাবে না। রাজনীতির নতুন বাস্তবতা মাথায় রাখতে হবে। আওয়ামী লীগ যেমন শুধু মুক্তিযুদ্ধের ইস্যু সামনে নিয়ে জামায়াতে ইসলামীকে মোকাবিলা করতে চেয়েছে, বিএনপি সেই পথে গেলে ভুল করবে।

বিএনপি নিশ্চয়ই ইতিহাসের সব সত্য সামনে এনে মুক্তিযুদ্ধের মহত্ত্ব সমুন্নত রাখবে। আওয়ামী লীগ যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা করতে চেয়েছে, সেটা বিএনপি করবে না। কিন্তু একই সঙ্গে অন্যান্য ইস্যুও সামনে আনতে হবে। বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচিতেই রয়েছে তার পথরেখা।

সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী

বিমানবন্দরে ড. ইউনূসের নীরবতা, আমাদের পরাজয়

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ওপর সাম্প্রতিক যে অসৌজন্যমূলক ও আক্রমণাত্মক আচরণের ঘটনা ঘটেছে, তা কেবল একজন ব্যক্তির অসম্মান নয়; বরং তা আমাদের প্রবাসী রাজনীতির দেউলিয়াত্বের এক নির্মম আয়না। হুইলচেয়ারে বসা ৮৪ বছর বয়সী একজন নোবেল বিজয়ী প্রবীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ্যে ঘিরে ধরে "কিলার" বা "টেরোরিস্ট" বলে চিৎকার করা এবং হেনস্তা করার এই দৃশ্য -আমেরিকার মাটিতে ঘটেছে। প্রশ্ন একটাই, আমরা প্রবাসে নিজেদের কী প্রমাণ করলাম?

এই হামলা শারীরিক ছিল না, ছিল মৌখিক এবং ইমোশনাল। কিন্তু অপমানের তীব্রতায় তা শারীরিক হামলার চেয়ে কম নয়। একজন অসুস্থ, বয়স্ক মানুষকে বিমানবন্দরের মতো একটি আন্তর্জাতিক পাবলিক স্পেসে হেনস্থা করা, এটা সাহস নয়, এটা কাপুরুষতা। যারা এই কাজ করেছে, তারা ড. ইউনূসকে ছোট করতে গিয়ে আসলে নিজেদের এবং পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটিকে ছোট করেছে বিশ্বের কাছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবাসের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অংশ নিজেদের চরম কূপমন্ডূক, অসহিষ্ণু এবং প্রমত্ত হিসেবেই প্রমাণ করেছে। আমরা বিশ্ববাসীর সামনে ফুটিয়ে তুলেছি যে, দেশের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে গেলেও আমাদের ভেতরের রাজনৈতিক হিংস্রতা, হীনম্মন্যতা এবং শিষ্টাচারবর্জিত সংস্কৃতি একটুও বদলায়নি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে বসে যারা এই ধরনের আচরণ করেন, তারা মূলত গণতন্ত্রের লেবাস পরে ফ্যাসিবাদী মানসিকতাকেই লালন করছেন।

অনেকে বলছেন, এটা বাকস্বাধীনতা। আমেরিকায় যে কেউ যে কাউকে কিছু বলতে পারে। এই যুক্তি যারা দিচ্ছেন, তারা বাকস্বাধীনতার অর্থই বোঝেন না।

বাকস্বাধীনতা মানেই কি এমন আচরণ? একেবারেই না।

আমেরিকার সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বাকস্বাধীনতাকে রক্ষা করে, কিন্তু এর মানে এই নয় যে আপনি যা খুশি তাই করবেন। বাকস্বাধীনতার অর্থ হলো রাষ্ট্র আপনার মত প্রকাশের জন্য আপনাকে জেলে দেবে না, আপনাকে গুম করবে না। এর অর্থ এই নয় যে আপনি বিমানবন্দরে একজন যাত্রীকে ঘিরে ধরে হ্যারাসমেন্ট করবেন, গালাগালি করবেন, এবং সেটা বৈধ হয়ে যাবে।

আমেরিকান আইনে বাকস্বাধীনতার সুস্পষ্ট সীমানা আছে। হ্যারাসমেন্ট, টার্গেটেড ইন্টিমিডেশন, হেইট স্পিচ যা সহিংসতাকে উস্কে দেয়, তা বাকস্বাধীনতার আওতায় পড়ে না। জেএফকে একটি ফেডারেল স্থাপনা। সেখানে একজন ব্যক্তিকে টার্গেট করে চিৎকার করা, পথ আটকানো, ভীতি প্রদর্শন করা - এটা ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট নয়, এটা ডিসঅর্ডারলি কন্ডাক্ট। আজ যদি এই একই আচরণ কোনো আমেরিকান নাগরিক অন্য দেশের কোনো প্রেসিডেন্টের সাথে করতো, তাহলে সিক্রেট সার্ভিস বা পোর্ট অথরিটি পুলিশ তাকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দিত।

আমরা যারা আমেরিকায় থাকি, আমরা ভুলে যাই যে বাকস্বাধীনতা একটি দায়িত্ব, কোনো অস্ত্র নয়। আপনি সরকারের সমালোচনা করতে পারেন, আপনি ড. ইউনূসের নীতির সমালোচনা করতে পারেন, আপনি তার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে পারেন প্ল্যাকার্ড নিয়ে, স্লোগান দিয়ে। কিন্তু একজন হুইলচেয়ারে থাকা মানুষকে "টেরোরিস্ট" বলে চিৎকার করা সমালোচনা নয়, এটা ঘৃণা। আর ঘৃণা কখনো বাকস্বাধীনতা ছিল না।

এই ঘটনায় প্রবাসে আমাদের কী পরিচয় দিলাম? আমরা প্রমাণ করলাম যে দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে এসেও আমরা দেশের নোংরা রাজনীতির আবর্জনা বয়ে নিয়ে এসেছি।

আমেরিকা আমাদের কাছে কী আশা করে? আমেরিকা আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, কাজ দিয়েছে, আমাদের সন্তানদের স্কুল দিয়েছে। তারা আশা করে আমরা এখানকার আইন, শিষ্টাচার এবং সহনশীলতাকে সম্মান করবো। তারা আশা করে আমরা ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকানদের মতো ভদ্রভাবে দ্বিমত পোষণ করবো, রাস্তার মাস্তানের মতো নয়।

যখন জেএফকে-তে একজন বাংলাদেশি আরেকজন বাংলাদেশিকে হেনস্থা করে, তখন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমেরিকান, ল্যাটিনো, ভারতীয় বা চাইনিজ যাত্রী কী ভাবে? তারা ভাবে, এই কমিউনিটি এখনো সভ্য হয়নি। তারা ভাবে, এরা নিজের দেশকে নিজেরাই সম্মান করে না। এর ফল ভোগ করতে হয় আমাদের সবাইকে। যখন আমরা সিটি হলে কোনো দাবি নিয়ে যাই, যখন আমরা আমাদের কমিউনিটির জন্য কোনো অধিকার চাই, তখন এই ভিডিওগুলোই আমাদের বিরুদ্ধে যায়। আমাদের বলা হয়, তোমরা তো নিজেরাই নিজেদের নোবেল বিজয়ীকে সম্মান করতে জানো না, তোমাদের আমরা কেন সম্মান করবো?

আমরা প্রবাসে দুই ধরনের বাংলাদেশি পরিচয় তৈরি করেছি। এক ধরনের পরিচয় হলো ড. ইউনূসের পরিচয়। তিনি যখন বিশ্বব্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে দারিদ্র্য নিয়ে কথা বলেন, যখন তিনি অলিম্পিকে যান, যখন তিনি নোবেল মঞ্চে বাংলাদেশের নাম উচ্চারণ করেন, তখন আমেরিকানরা আমাদের সম্মান করে। তারা বলে, ওই যে ছোট দেশ, যেখান থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের আইডিয়া এসেছে। আরেক ধরনের পরিচয় হলো এই বিমানবন্দরের চিৎকার করা দলটির পরিচয়। যারা প্রমাণ করে আমরা এখনো ব্যক্তিগত আক্রমণ, গালাগালি এবং দলবাজির বাইরে বের হতে পারিনি।

সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হলো, এই কাজটি করেছে আওয়ামী লীগের কর্মীরা বলে পরিচয় দেওয়া একটি গোষ্ঠী। একটি দল যে টানা পনেরো বছর ক্ষমতায় ছিল, এখন ক্ষমতা হাত ছাড়া। যে দলটি নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের দল বলে দাবি করে, সেই দলের কর্মীদের কাছ থেকে আমরা এর চেয়ে বেশি পরিণত আচরণ আশা করি। আপনি আপনি ড. ইউনূস সরকারের সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু এর ভাষা কি "কিলার টেরোরিস্ট"?

এই অন্ধকারের মধ্যেও আলোর রেখা হয়ে এসেছেন ড. ইউনূস নিজে। তিনি শান্ত ছিলেন। হুইলচেয়ারে বসে, এই অপমানের মুখেও তিনি কোনো পাল্টা গালি দেননি, তিনি উত্তেজিত হননি, তিনি কারো দিকে আঙুল তোলেননি। তিনি যে পরিচয় দিলেন, তা হলো রাষ্ট্রনায়কের পরিচয়।

তার নীরবতা ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ। তিনি প্রমাণ করলেন, ক্ষমতা চিৎকারে নয়, সংযমে। তিনি প্রমাণ করলেন, কেন তিনি নোবেল বিজয়ী আর রাস্তায় চিৎকার করা মানুষটি কেন শুধুই একজন কর্মী। একজন মানুষের উচ্চতা মাপা হয় তার প্রতিপক্ষ যখন নিচে নামে, তখন তিনি কতটা ওপরে থাকতে পারেন, তা দিয়ে। ড. ইউনূস সেই পরীক্ষায় পাশ করেছেন। শেষ কথা হলো, প্রবাসে আমরা কী হতে চাই? আমরা কি আমেরিকায় থেকেও কাদা ছোড়াছুড়ির রাজনীতি করবো, নাকি আমরা এই দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থেকে কিছু শিখবো?

যদি আমাদের দ্বিমত থাকে, আসুন টাউন হলে যাই, ডিবেট করি, লিফলেট বিলি করি, ভোটের মাধ্যমে জবাব দিই। কিন্তু জেএফকে-র মতো জায়গায় একজন বয়স্ক মানুষকে ঘিরে ধরে অপমান করে আমরা শুধু ড. ইউনূসকে নয়, লাল সবুজ পতাকাটাকেই অপমান করেছি।

এই লজ্জা ড. ইউনূসের নয়, এই লজ্জা আমাদের।

সৌদি-হুতি সংঘাতের নেপথ্যের রাজনীতি

সুলতান মাহমুদ সরকার

লোহিতসাগরের পাড়ে এক শরণার্থীশিবিরে সারি সারি তাঁবু। পানির জার কাঁধে নিয়ে কয়েকজন নারী ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আর দূর থেকে ভেসে আসছে কামানের গর্জন। কয়েক সপ্তাহ ধরে এ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। ২০২২ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির পর যে লড়াই অনেকটা থিতিয়ে এসেছিল, এই গ্রীষ্মে তা আবার জেগে উঠেছে আগের চেয়ে আরও বিপজ্জনকরূপে। কিন্তু এই সংঘাতের উৎস ইয়েমেনের মাটিতে নয়, অনেক দূরের দুই রাজধানীতে সেই নেপথ্যের কারণ লুকিয়ে আছে। ওয়াশিংটন ও তেল আবিবের যুদ্ধনীতিই পুরো অঞ্চলকে ধাপে ধাপে এই বিস্ফোরণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সৌদি-হুতিদের সংঘাত তাই বিচ্ছিন্ন কোনো লড়াই নয়; এটি এক আধিপত্যবাদী প্রকল্পের সর্বশেষ অধ্যায়, যেখানে যুদ্ধ, বাণিজ্যপথ আর ভূরাজনীতির হিসাব একে অপরের সঙ্গে জট পাকিয়ে আছে।

ফেব্রুয়ারির শেষে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে ইরানের ভূখণ্ডে হামলা চালায়। কোনো আন্তর্জাতিক বৈধতা ছাড়া একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর এই হামলায় দেশটির সর্বোচ্চ নেতা নিহত হন। যে বিশ্বব্যবস্থা নিজেকে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে, তার প্রধান রক্ষকরাই সেই নিয়ম ভেঙেছে। এই দ্বিমুখী আচরণই পশ্চিমাদের নৈতিক অবস্থানের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। নিজেদের মিত্রের বেলায় আইন এক রকম, প্রতিপক্ষের বেলায় আরেক রকম। একই কাজ অন্য কোনো দেশ করলে যে ভাষায় নিন্দা হতো, এখানে সেই ভাষা হঠাৎ রুদ্ধ হয়েছে আর জাতিসংঘের প্রস্তাব কাগজেই থেকে গেছে। এই বৈষম্য দেখতে দেখতে বিশ্বের বহু দেশের আস্থা তলানিতে ঠেকেছে। জবাবে ইরান পাল্টা হামলা চালায় এবং হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়, যাকে তেহরান আত্মরক্ষার অন্যতম উপায় হিসেবে দেখছে।

এই প্রেক্ষাপটে হুতিরা মার্চের শেষে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আবার ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া শুরু করে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে গাজা যুদ্ধবিরতির পর তারা হামলা স্থগিত রেখেছিল, লোহিতসাগরেও শান্তি ফিরেছিল। সেই ভঙ্গুর শান্তি ভেঙেছে ফেব্রুয়ারির হামলায়। হুতিদের বক্তব্য হলো, গাজা ও ইরানে আগ্রাসন চলবে আর ইয়েমেন চুপ থাকবে, এটাই বরং অস্বাভাবিক। এখানে হুতিদের অবস্থান ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতির ধারাবাহিকতা।

বছরের পর বছর ধরে অবরোধ আর বোমার নিচে বেড়ে ওঠা একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে কেন সব সময় বাইরের কোনো শক্তির নির্দেশ বলে ধরে নেওয়া হয়? ইয়েমেন বহু বছর ধরে বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ ও নীরব মানবিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গেছে, অথচ তার কণ্ঠ কখনো আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে জায়গা পায়নি। মনে করা হয়, এই অবহেলাই একটি জনগোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত অস্ত্র হাতে নিজের কথা শোনাতে বাধ্য করেছে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সানা বিমানবন্দরে ইরান থেকে আসা একটি বিমান ঠেকাতে ইয়েমেন সরকার হামলা চালালে হুতিরা তার জবাবে সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন হামলা ও লোহিতসাগরে অবরোধ করে। তিন বছরের পুরোনো যুদ্ধবিরতি চূড়ান্তভাবে ভেঙে যায়। ব্যাপারটা এই যে বহিরাগত শক্তির প্ররোচনা ও সমর্থনে ইয়েমেনের ভেতরের বিরোধ নতুন করে উসকে দেওয়া হয়েছে।

এই সংঘাতের কেন্দ্রে কেবল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নেই। আছে গোটা অঞ্চলে স্বাধীন কণ্ঠগুলোকে স্থায়ীভাবে দমন করার ব্যাপক লক্ষ্য। গাজায় হামাসের সামরিক কাঠামো বিধ্বস্ত, লেবাননে হিজবুল্লাহর নেতৃত্ব বিপর্যস্ত, সিরিয়ায় সরকারের পতন, আর এবার সরাসরি যুদ্ধে ইরানের সর্বোচ্চ নেতৃত্বও আক্রান্ত। একের পর এক প্রতিরোধ-স্তম্ভ ভাঙার এই ধারাবাহিকতা কাকতালীয় নয়। ইরান ও তার মিত্রদের কাছে এটা অস্তিত্বের লড়াই। এমন অবস্থায় হুতিদের সক্রিয় থাকা তেহরানের জন্য যেমন কৌশলগত বাস্তবতা, তেমনি অবরুদ্ধ একটি জনগোষ্ঠীর আত্মমর্যাদারও প্রশ্ন।

গত আড়াই মাসে হুতিরা লোহিতসাগরের পশ্চিম উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে কৌশলগত বন্দর মোখাসহ বিশাল এলাকা দখল করেছে, লক্ষ্য বাব এল মান্দেব প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ। সেপ্টেম্বরে সৌদি জ্বালানি স্থাপনায় হামলায় আরামকোর একাধিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, রিয়াদ ও খামিস মুশাইতের দিকেও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে। জুলাই থেকে দেড় লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। মারিবে ভারী লড়াই চলছে, আর হুতিরা সানাসহ দেশের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এই ঘটনাগুলোকে আলাদা করে দেখলে মনে হতে পারে, এক পক্ষ আরেক পক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু কারণ খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হয় সেই মূল প্ররোচনায়, যে আগ্রাসন গোটা অঞ্চলে ডমিনো প্রভাব তৈরি করেছে। একটি পাথর নদীতে পড়লে ঢেউ কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা পাথর যে ছুড়েছে সে ভাবে না, ভাবতে হয় তীরের মানুষকে। অর্থনৈতিক বিষয়ও এই সংঘাতের কারণ। হরমুজ বন্ধ হওয়ার ফলে সৌদি আরব বিকল্প পথ লোহিতসাগর দিয়ে তেল রপ্তানি শুরু করেছে।

আর সৌদি আরবের চারপাশে তৈরি হয়েছে নতুন নিরাপত্তাবলয়। ফ্রান্স ইয়ানবু পাহারায় সেনা পাঠাচ্ছে, রিয়াদ পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে সামরিক আলোচনায় বসেছে, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ হুতিদের হামলার নিন্দা জানিয়েছে। তেহরান বলেছে, আমেরিকা শর্ত মানলে তারা হরমুজ খুলে দেবে। এখানে দায়টা তো ওয়াশিংটনেরই, যে দেশ আগে হামলা চালিয়ে, আলোচনা ভেঙে দিয়ে সংকট বাড়িয়েছে, সমাধানের চাবিও তার হাতেই। এই ফাঁকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে সেই আমেরিকাসহ অস্ত্র-ব্যবসায়ী ও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো, যারা অস্থিরতা বিক্রি করে, ঘাঁটি গড়ে, আর নিরাপত্তা-ছাতার নামে অঞ্চলের ওপর নির্ভরশীলতা চাপিয়ে দেয়। আগুন লাগানো আর পানি বিক্রি করা, এই দুই কাজ একই হাতে হলে সে হাতকে কেউ দমকলকর্মী বলে না।

এই আধিপত্যবাদী কাঠামোর সবচেয়ে বড় শিকার সাধারণ মানুষ: ইয়েমেনের বাস্তুচ্যুত পরিবার, সৌদি সীমান্ত শহরের বাসিন্দা, আর বিশ্বজুড়ে জ্বালানির বাড়তি দামের বোঝা কাঁধে নেওয়া কোটি কোটি ভোক্তা। রাষ্ট্রীয় কৌশলের হিসাব যতই জটিল হোক, তার প্রকৃত মূল্য দেয় সবচেয়ে দুর্বলরাই, যাদের কণ্ঠস্বর কোনো আলোচনার টেবিলে পৌঁছায় না। শরণার্থী শিবিরের শিশুটি জানে না হরমুজ কোথায়, জানে শুধু আজ রাতে খাবার জুটবে কি না?

সৌদি আরবের জন্যও এটি গভীর সংকট। প্রশ্ন হলো, এই অস্থিরতার দায় কার? যে শক্তিগুলো বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি বাড়িয়ে, একপক্ষকে অস্ত্র জুগিয়ে ও অন্য পক্ষকে চাপে রেখে এই বারুদের স্তূপ তৈরি করেছে, ইতিহাসের কাঠগড়ায় তাদেরই দাঁড়াতে হবে। রিয়াদ যতই বিদেশি নিরাপত্তা-অংশীদারত্বের দিকে ঝুঁকছে, ততই দীর্ঘ মেয়াদে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা কমছে। হরমুজ ও বাব এল মান্দেব একসঙ্গে অস্থির থাকা মানে বৈশ্বিক বাণিজ্যের ওপর এক অদৃশ্য লাগাম টানা, যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বহিঃশক্তির প্রভাব আরও পাকাপোক্ত হয়। এই অর্থে সংকটটা যত না সৌদি বনাম হুতির, তার চেয়ে অনেক বেশি এই অঞ্চলের স্বাধীনতা বনাম বাইরের নিয়ন্ত্রণের।

এ থেকে উত্তরণের পথ হতে পারে—কার্যকর যুদ্ধবিরতি। চীনের মধ্যস্থতায় সৌদি-ইরান সম্পর্ক পুনঃস্থাপন দেখা গেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ছায়ার বাইরেও আঞ্চলিক সমঝোতা সম্ভব। সেই পথ ধরেই হরমুজ ও বাব এল মান্দেবের নিরাপত্তা উপকূলীয় দেশগুলোর যৌথ কাঠামোর মধ্যে আনা দরকার। ইসলামি সহযোগিতা সংস্থাকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতির বদলে প্রকৃত মধ্যস্থতাকারী শক্তি হতে হবে, যেখানে পাকিস্তান, তুরস্ক, মিসর, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ সেতুবন্ধনের ভূমিকা নিতে পারে।

বিশ্বশক্তিগুলোরও উচিত অস্ত্র বিক্রি ও সামরিক উপস্থিতির বদলে সংলাপ ও পুনর্গঠনে বিনিয়োগ করা। কারণ, ধ্বংস হওয়া বন্দর, স্কুল আর হাসপাতাল গড়ার খরচ এক বছরের অস্ত্র ক্রয় বাজেটের চেয়ে অনেক কম, অথচ তার প্রভাব বহু গুণ দীর্ঘস্থায়ী।

ইতিহাস মনে রাখবে, যখন একটি অঞ্চলের মানুষ নিজেদের মধ্যে রক্ত ঝরাচ্ছিল, তখনই দূরের রাজধানীতে কেউ কেউ মানচিত্র আর বাণিজ্যপথের নতুন হিসাব কষছিল। প্রশ্ন হলো, এই অঞ্চল কি আরও কিছুকাল অন্যের আঁকা রণাঙ্গনে লড়ে যাবে, নাকি আধিপত্যের এই ছক ভেঙে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা লেখার সাহস দেখাবে? শান্তি কোনো উপহার নয়, এটি এক সচেতন সিদ্ধান্ত, আর সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই নিতে হবে।

সুলতান মাহমুদ সরকার, পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা : পরকালীন জীবনের অনন্য পাথেয়

মুফতি ইমতিয়াজ মাহমুদ

প্রতিযোগিতা মানব স্বভাবের এক সহজাত বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যবসা, পড়াশোনা, পদোন্নতি বা সামাজিক মর্যাদার পেছনে ছুটছে। কিন্তু পার্থিব এই প্রতিযোগিতা দিনশেষে একবুক ক্লান্তি আর শূন্যতা ছাড়া কিছুই দেয় না। অথচ একজন মুমিনের ভাবনার দিগন্ত কেবল এই ক্ষুদ্র দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার অন্তরে লুকিয়ে থাকে অনন্ত আখিরাতের এক বিশাল ক্যানভাস। ইসলাম মানুষের এই সহজাত প্রতিযোগিতার প্রবণতাকে আখিরাতমুখী করতে অনুপ্রাণিত করে। এই নিবন্ধে সেই প্রতিযোগিতার স্বরূপ আলোচনা করা হলো।

নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা বলতে বোঝায় সর্বদা নেক আমলে তৎপর থাকা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো। এটি মূলত নিজের ভেতরের কুপ্রবৃত্তির সাথে এক অবিরাম লড়াই। কুরআন-হাদিসে এই প্রতিযোগিতা বোঝাতে পাঁচটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে মুনাফাসা, মুসাবাকা, মুসারাআহ, ইসতিবাক ও মুবাদারাহ।

প্রথমত, মুনাফাসা অর্থ কোনো বিষয়ের প্রতি গভীর আগ্রহ ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই নেককারগণ জান্নাতে থাকবে, আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত (সূরা মুতাফফিফিন: ২২-২৬)। এই প্রতিযোগিতার সৌন্দর্য হলো এতে কারো প্রতি হিংসা বা ক্ষতিসাধনের স্থান নেই। আইয়ুব সাখতিয়ানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন কাউকে দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে দেখবে, তখন তুমি তার সাথে আখিরাত নিয়ে প্রতিযোগিতা করো।

দ্বিতীয়ত, মুসাবাকা অর্থ ঘোড়দৌড়ের মতো একে অপরকে ছাড়িয়ে ধাবিত হওয়া। আল্লাহ বলেন, তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ-পৃথিবীর ন্যায় (সূরা হাদীদ: ২১)। কুরআনে ঈমানদারদের তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে নিজের উপর অত্যাচারী, মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং কল্যাণকর্মে অগ্রগামী (সূরা ফাতির: ৩২)। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সৎকাজে অগ্রগামী ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, মধ্যপন্থী আল্লাহর রহমতে, আর নিজের উপর অবিচারকারী নবীজির শাফায়াতে জান্নাতে প্রবেশ করবে (তাবারানি: ১১৬৬২)। উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিখ্যাত ঘটনা এই প্রতিযোগিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি নিজের অর্ধেক সম্পদ দান করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সমুদয় সম্পদ দান করে বলেছিলেন, পরিবারের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি (সুনানে আবু দাউদ: ১৬৭৮, তিরমিযি: ৩৬৭৫)।

তৃতীয়ত, মুসারাআহ অর্থ জড়তা ঝেড়ে ফেলে ক্ষিপ্রতার সাথে লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হওয়া। আল্লাহ বলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য (সূরা আলে ইমরান: ১৩৩)। নবী যাকারিয়া আলাইহিস সালামের পরিবার এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্তানহীনতার কষ্টের মাঝেও তারা সৎকর্মে অগ্রণী ছিলেন (সূরা আম্বিয়া: ৮৯-৯০)।

চতুর্থত, ইসতিবাক একটি যৌথ উদ্দীপনাকে নির্দেশ করে, যেখানে প্রত্যেকে নিজ অবস্থান থেকে একটি অভিন্ন লক্ষ্যে ছুটে চলে। আল্লাহ বলেন, তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো, যেখানেই থাকো আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন (সূরা বাকারা: ১৪৮)। আল্লাহ আরও বলেন, আল্লাহ চাইলে তোমাদের একদলভুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি পরীক্ষা নিতে চান, অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো (সূরা মায়েদা: ৪৮)। অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালাবে, গন্তব্য হবে একটাই আল্লাহর সন্তুষ্টি।

পঞ্চমত, মুবাদারাহ অর্থ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আগেই তা অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়া। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে বলেন, অন্ধকার রাতের টুকরোর মতো ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের দিকে অগ্রসর হও, সেই সময় সকালে মুমিন থাকা ব্যক্তি সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে (সহিহ মুসলিম: ১১৮, তিরমিযি: ১৯৫)। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই হাদিসের মর্মার্থ হলো নেক আমল অসম্ভব হয়ে পড়ার আগেই সৎকাজে দ্রুত অগ্রণী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

সংক্ষেপে, নেকীর কাজে প্রতিযোগিতার অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্যে অগ্রগামী থাকা, নেক আমলের সুযোগ পেলেই তা সম্পাদন করা, পাপের পর দ্রুত তওবা করা, আজান শোনামাত্র সালাতের প্রস্তুতি নেওয়া, প্রথম কাতারে সালাত আদায়ের চেষ্টা করা, আগেভাগে সালাম দেওয়া এবং মানুষের সেবায় সবার আগে অগ্রণী হওয়া। এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, বরং পারস্পরিক উৎসাহই মুখ্য বিষয়।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী প্রতিযোগিতার পেছনে ছুটে জীবন ক্ষয় করার চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের এই চিরন্তন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াই একজন মুমিনের প্রকৃত সাফল্যের পথ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে নেকীর কাজে অগ্রগামী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

খতিব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ,
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

জুমআর দিনের মর্যাদা : করণীয় ও বর্জনীয়

আব্দুল্লাহ শোয়াইব

সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুমআর দিন সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দিনটিকে দিবসসমূহের সর্দার এবং মুমিনের সাপ্তাহিক ঈদের দিন হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই দিনের ফযিলত পূর্ণরূপে লাভের জন্য সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ প্রয়োজন। এই নিবন্ধে জুমআর দিনের মর্যাদা, করণীয় ও বর্জনীয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সূর্য উদিত হওয়া দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন জুমআ, এই দিনে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিনেই বের করে দেওয়া হয়েছে, আর কিয়ামতও এই দিনেই সংঘটিত হবে (সহিহ মুসলিম: ৮৫৪)। আরেক হাদিসে বলা হয়েছে, এই দিনে আদম আলাইহিস সালামের রুহ কবজ করা হয়েছে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুৎকারও এই দিনেই হবে, তাই এই দিনে নবীজির প্রতি বেশি বেশি দরুদ পাঠ করতে বলা হয়েছে (সুনানে আবু দাউদ: ১০৪৭)। পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় এই উম্মত জুমআর দিনের সঠিক সন্ধান পেয়েছে, যেখানে ইহুদিদের জন্য শনিবার ও খ্রিষ্টানদের জন্য রবিবার নির্ধারিত হয়েছিল (সহিহ মুসলিম: ৮৫৬)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, জুমআর দিন আল্লাহর কাছে কুরবানির দিন ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়েও সম্মানিত, এতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন বান্দা কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা দান করেন (সুনানে ইবনে মাজাহ: ১০৮৪)।

জুমআর দিনের বহু ফযিলত রয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে প্রথম সময়ে মসজিদে আসে, সে যেন একটি উট কুরবানি করল, আর পরবর্তী প্রতিটি সময়ে আগমনকারীর সওয়াব ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে (সহিহ মুসলিম: ৮৫০)। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনে, তার এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ এবং আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় (সহিহ মুসলিম: ৮৫৭)। জুমআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন সালাতরত অবস্থায় দোয়া করলে তা কবুল হয় (সহিহ বুখারি: ৯৩৫)। এই সময় সম্পর্কে দুটি মত প্রসিদ্ধ— ইমামের মিম্বরে বসা থেকে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত, অথবা আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এছাড়া জুমআর দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণকারী মুসলিমকে আল্লাহ কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করেন (মিশকাত: ১৩৬৭)।

জুমআর দিনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় রয়েছে। প্রথমত, ফজরের সালাত জামাতে আদায় করা, কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম সালাত জুমআর দিনের ফজরের জামাত (সহিহাহ: ১৫৬৬)। দ্বিতীয়ত, গোসল করে সুন্দর পোশাক ও সুগন্ধি ব্যবহার করা— সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে এর ফলে গুনাহ মাফের সুসংবাদ এসেছে (সহিহ বুখারি: ৮৮৩)। তৃতীয়ত, আগেভাগে মসজিদে গমন করা, যাতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও নফল সালাত আদায়ের সুযোগ পাওয়া যায়। চতুর্থত, মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা (সহিহ মুসলিম: ৮৫৭)। পঞ্চমত, অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করা— নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন (বায়হাকি, সুনানে কুবরা)। ষষ্ঠত, সূরা কাহফ তিলাওয়াত করা, যাতে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত নূর চমকাতে থাকে (মিশকাতুল মাসাবিহ: ২১৭৫)।

জুমআর দিনে কিছু কাজ বর্জনীয়ও রয়েছে। প্রথমত, আজানের পর ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা— আল্লাহ বলেন, যখন জুমআর জন্য আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও (সূরা জুমআ: ৯)। দ্বিতীয়ত, মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় না করা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত সালাত না পড়ে যেন না বসে (সহিহ বুখারি: ৪৪৪)। তৃতীয়ত, খুতবা চলাকালীন মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া (সুনানে আবু দাউদ: ১১১৮)। চতুর্থত, খুতবার সময় দুই হাঁটু উঁচু করে বসা (সুনানে আবু দাউদ: ১১১০)।

পঞ্চমত, খুতবার সময় অনর্থক কথা বলা বা মোবাইল স্ক্রল করার মতো কাজ করা— নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খুতবা চলাকালে সাথীকে চুপ থাকতে বললেও তা অনর্থক কাজ হিসেবে গণ্য হবে (সহিহ বুখারি: ৯৩৪, সহিহ মুসলিম: ৮৫১)। ষষ্ঠত, খুতবা চলাকালীন ঘুমিয়ে পড়া— এক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (সুনানে আবু দাউদ: ১১১৯)। সপ্তমত, শুধু জুমআর দিনকে নির্দিষ্ট করে সিয়াম পালন করা— নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে নিষেধ করেছেন, তবে আগে বা পরে একদিন সংযুক্ত করলে তা জায়েজ (সহিহ মুসলিম: ১১৪৪)। অষ্টমত, জুমআর দিনকে নির্দিষ্ট করে কবর যিয়ারতের বিশেষ আয়োজন করা, যার কোনো সহিহ ভিত্তি নেই।

জুমআর দিন কেবল একটি সালাত আদায়ের দিন নয়, বরং এটি মুমিনের আত্মার পুনর্জাগরণ, দোয়া ও তওবার এক সুবর্ণ সুযোগ। দুনিয়াবি ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে আল্লাহর স্মরণে নিবেদিত হওয়া এবং খুতবা ও সালাতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করাই এই দিনের মূল দাবি। তাই করণীয় বিষয়গুলো যথাসম্ভব পালন করে এবং বর্জনীয় কাজগুলো পরিহার করে আমাদের জুমআর দিনকে প্রকৃত অর্থে সাপ্তাহিক ঈদ হিসেবে উদযাপন করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই তাওফিক দান করুন। আমীন।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও বরকত

মুফতি খালিদ কাসেমি

মানবজীবনে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামে সৎ, বৈধ ও হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘হে ইমানদারগণ! আমি তোমাদের যেসব পবিত্র বস্তু রিজিক হিসেবে দিয়েছি, তা থেকে আহার করো এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো—যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকো।’ (সুরা বাকারা: ১৭২)

ইবাদতের পাশাপাশি জীবিকা অন্বেষণকে ইসলাম অন্যতম মৌলিক কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘ফরজ ইবাদতসমূহের পর হালাল উপার্জনের চেষ্টা করাও একটি ফরজ দায়িত্ব।’ (শুআবুল ইমান: ৮৩৬৭)

শরীরের ঘাম ঝরিয়ে ও শ্রম দিয়ে অর্জিত জীবিকাকে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ রিজিক বলে অভিহিত করেছে। প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘নিজ হাতের উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী হজরত দাউদ (আ.) নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।’ (সহিহ বুখারি: ২০৭২)

বর্তমান অর্থকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী সমাজে দ্রুত ধনবান হওয়ার মোহ মানুষকে অন্যায়, সুদ, ঘুষ, ভেজাল ও দুর্নীতির মতো হারাম পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ সামান্য হারাম উপার্জনের কারণে পরকালের অনন্ত জীবন বরবাদ হওয়ার পাশাপাশি দুনিয়ার বরকতও নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অল্প হালাল উপার্জনেই রয়েছে প্রকৃত মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রভূত বরকত।

তাই পার্থিব সাময়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে অন্ধের মতো না ছুটে প্রতিটি মুমিনের উচিত সততা, নিষ্ঠা ও হালাল পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করা। কারণ, হালাল উপার্জন মুমিনের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলতা লাভের অন্যতম চাবিকাঠি।

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B | L1A VISA | EB5 | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৩৪.২ শতাংশ। অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্য সেঞ্চুরি ফাউন্ডেশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ কাইল মুর আল জাজিরাকে বলেন, ইরানে লক্ষ্যহীন যুদ্ধ বিশ্বজুড়ে সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। এর ফলে খাদ্য ও জ্বালানির দাম বাড়ছে। পেট্রলের দাম এখনও ঊর্ধ্বমুখী। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন জ্বালানির দাম পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান আমেরিকান অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের (এএএ) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতি গ্যালন পেট্রলের গড় দাম ৪.৩৩ ডলার। এক মাস আগে এ দাম ছিল ৪.৩১ ডলার। অন্যদিকে ডিজেলের দাম প্রতি গ্যালন ৬.২৯ ডলারে পৌঁছেছে, যা এক মাস আগে ছিল ৬.২৩ ডলার।

জ্বালানি বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান গ্যাসবাডির পেট্রোলিয়াম বিশ্লেষণ বিভাগের প্রধান প্যাট্রিক ডিহান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ২০২৬ সালে এখন পর্যন্ত গ্যালনপ্রতি পেট্রলের গড় দাম ৪ ডলারের ওপরে থাকার দিনসংখ্যা আগের যেকোনো বছরের চেয়ে বেশি হয়েছে- ১৫৮ দিন। জ্বালানির পাশাপাশি আবাসন ব্যয়ও মূল্যস্ফীতিতে ভূমিকা রেখেছে। আগস্টে আবাসন ব্যয় ০.৩ শতাংশ বাড়লেও সেপ্টেম্বরে তা বেড়েছে ০.৪ শতাংশ। তবে খাদ্যপণ্যের দাম সামগ্রিকভাবে অপরিবর্তিত থাকায় প্রতিবেদনে কিছুটা স্বস্তির চিত্র দেখা গেছে। রেস্তোরাঁয় খাওয়াসহ বাড়ির বাইরে খাবারের দাম বেড়েছে ০.২ শতাংশ। তবে বাড়িতে খাওয়ার জন্য কেনা খাদ্যপণ্যের দাম ০.১ শতাংশ কমায় এ বৃদ্ধি পুষিয়ে গেছে।

মুদি দোকানে মুরগির মাংসের দাম বেড়েছে ০.৭ শতাংশ, ফল ও সবজির দাম ০.৫ শতাংশ এবং জুসের দাম ১.১ শতাংশ। বিপরীতে দুধের দাম কমেছে ২.১ শতাংশ এবং গরুর মাংসের দাম কমেছে ০.৯ শতাংশ। এদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই অবকাঠামোয় ব্যাপক বিনিয়োগের প্রভাব পড়েছে কম্পিউটার সফটওয়্যার ও আনুষঙ্গিক পণ্যের বাজারেও। এক বছর আগের তুলনায় এসব পণ্যের দাম বেড়েছে ২৮ শতাংশ। বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান প্যারাবেলাম ইনভেস্টমেন্টের প্রধান রামি ক্যাসিস বলেন, এআইয়ের উত্থান এখানে বড় ভূমিকা রাখছে। ডাটা সেন্টার, এআই প্রতিষ্ঠান ও মডেল তৈরিতে শত শত বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের খবর আমরা সবাই পড়েছি।

মূল্যস্ফীতির নতুন তথ্য এমন সময়ে প্রকাশিত হলো, যখন এ মাসের শেষ দিকে সুদের হার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে ফেডারেল রিজার্ভ। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৩.৭৫ থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে নির্ধারণ করে। তিন বছরের মধ্যে এটি ছিল প্রথম সুদের হার বৃদ্ধি। এবারও সুদের হার বাড়ানো হবে, নাকি বর্তমান অবস্থায় রাখা হবে- এ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সুদের হার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান সিএমই ফেডওয়াচের হিসাব অনুযায়ী, সুদের হার ৩.৭৫ থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা ৫২.৯ শতাংশ। অন্যদিকে আরও ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৪ থেকে ৪.২৫ শতাংশে নেওয়ার সম্ভাবনা ৪৭.১ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির এই খবর মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে রিপাবলিকানদের ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়িয়েছে।

সম্ভাব্য নতুন হামলায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিরূপ প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন রিপাবলিকান শিবির।

পারমাণবিক স্থাপনাও হামলার লক্ষ্য

সামরিক সূত্রের বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছে, ইরানের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলার জন্য অতিরিক্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাম্প। এসব পরিকল্পনায় ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর ব্যাপক হামলা এবং মোয়াব ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সামরিক কমান্ডের দায়িত্বাধীন এলাকা থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের আগে এসব হামলা চালানোর বিষয়টি পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বড় ধরনের হামলা চালিয়ে বিজয় ঘোষণার পর দ্রুত সেনা প্রত্যাহারের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

এ ছাড়া ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলার পরিকল্পনাতেও মোয়াব ব্যবহারের কথা রয়েছে। এসব স্থাপনার মধ্যে পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ধারণা, সেখানে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর আগে একাধিকবার পিকঅ্যাক্স মাউন্টেনে হামলার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, ইরান যাতে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না পারে, তা নিশ্চিত করাই যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য।

মোয়াব কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সংশয়

মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সম্ভাব্য হামলার পরিকল্পনা তৈরির সময় সামরিক বাহিনী নীতিনির্ধারকদের সামনে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প তুলে ধরে। মাটির গভীরে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তু ধ্বংসের ক্ষেত্রে সাধারণত অধিক শক্তিশালী বোমার প্রয়োজন হয়। তবে সবচেয়ে বড় অ-পারমাণবিক বোমা মোয়াবও ইরানের গভীর ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ধ্বংস করতে পারবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

জিপিএস-নির্দেশিত এই বোমাটি প্রায় নয়টি শহুরে ব্লকের সমপরিমাণ এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সক্ষম। তবে এটি মাটির গভীরে প্রবেশ করে লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার জন্য তৈরি নয়। পিকঅ্যাক্স মাউন্টেনের সম্ভাব্য স্থাপনাগুলো গ্রানাইটের একাধিক স্তর দিয়ে সুরক্ষিত বলে ধারণা করা হয়। ফলে এসব স্থাপনা ধ্বংসে মোয়াব কতটা কার্যকর হবে, তা অনিশ্চিত।

সামরিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটি সূত্রের ভাষ্য, মোয়াব বিশাল এলাকাজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সক্ষম হলেও গভীর ভূগর্ভস্থ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার জন্য এটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়নি।

বোমাটি ব্যবহার করা হলে বিস্ফোরণস্থলের আশপাশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে জনবসতির কাছাকাছি অবস্থিত জ্বালানি অবকাঠামো কিংবা অন্যান্য স্থাপনায় হামলা চালানো হলে বেসামরিক মানুষের প্রাণহানির ঝুঁকি বাড়বে।

মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরির কৌশল?

সামরিক কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় থাকলেও ইরানের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে মোয়াব ব্যবহারের কথা বিবেচনা করতে পারেন ট্রাম্প। মার্কিন কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, এই বোমা ব্যবহার করলেই ইরানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা বা যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত বিজয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। তবে পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযান পুনরায় শুরু না করেও যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনার একটি বিকল্প হিসেবে এটি ব্যবহার করা হতে পারে।

প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, ট্রাম্পের উপদেষ্টা ও সামরিক পরিকল্পনাকারীরা কয়েক সপ্তাহ ধরে এমন একটি পথ খুঁজছেন, যার মাধ্যমে তিনি অন্তত প্রতীকী বিজয় দাবি করে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার মতো কোনো কূটনৈতিক সমঝোতার সম্ভাবনাও ধরে রাখতে চান তাঁরা।

একটি সূত্রের ভাষায়, সম্ভাব্য হামলার কিছু পরিকল্পনা অনেকটা ‘আতশবাজির প্রদর্শনী’র মতো—যার উদ্দেশ্য যুদ্ধ শুরুর ঘোষিত লক্ষ্যগুলো পুরোপুরি অর্জিত না হলেও ট্রাম্পকে সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেওয়া।

স্থলযুদ্ধে যেতে চায় না ওয়াশিংটন

ইরানকে নির্ণায়কভাবে পরাজিত করতে হলে বড় ধরনের স্থল অভিযান প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে করেন মার্কিন প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা ও বাইরের বিশ্লেষকেরা। তবে এমন অভিযানে হাজার হাজার মার্কিন সেনার প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। পেন্টাগন বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য পরিকল্পনা তৈরি করলেও বর্তমানে প্রশাসনের ভেতরে কেউ এমন বড় ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন বলে জানা যায়নি।

ট্রাম্পও ইরানে মার্কিন স্থলসেনা পাঠানোর বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। তবে দ্রুত যুদ্ধের অবসান ঘটানোর আকাঙ্ক্ষা এবং কূটনৈতিক সমঝোতা অর্জনে ব্যর্থতা তাঁকে রাজনৈতিক সংকটে ফেলেছে।

অন্যদিকে, মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে নতুন করে হামলা চালাবেন না বলে সম্প্রতি ঘোষণা দিলেও ট্রাম্পের সেই অবস্থান চূড়ান্ত কি না, তা নিয়ে প্রশাসনের ভেতরেও অনিশ্চয়তা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কয়েকজন উপদেষ্টা।

মার্কিন সামরিক বাহিনী ইতিমধ্যে সম্ভাব্য ইরানি পাল্টা হামলার পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতিও নিচ্ছে। এ ছাড়া আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করা মার্কিন সেনাদের নিয়মিত পরিবর্তনের কথা রয়েছে। তবে দায়িত্ব শেষে ফিরে যাওয়া কিছু সেনার জায়গায় নতুন সেনা পাঠানো নাও হতে পারে বলে জানিয়েছেন এক মার্কিন কর্মকর্তা।

মোয়াবের উৎপত্তি ও আগের ব্যবহার

ইরাক যুদ্ধের সময় তৈরি করা মোয়াব একটি আকাশে বিস্ফোরিত হওয়া বোমা। এটি মাটিতে আঘাত করার আগেই বিস্ফোরিত হয়ে চারদিকে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক চাপ সৃষ্টি করে।

২০০৩ সালে পরীক্ষামূলক ব্যবহারের শেষ পর্যায়ে মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, অস্ত্রটি মূলত মনস্তাত্ত্বিক অভিযানের কথা বিবেচনায় রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। এর বিশাল বিস্ফোরণের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের সেনাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা কিংবা যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার পরিকল্পনা ছিল।

প্রাথমিকভাবে বড় সেনাদল, সামরিক সরঞ্জাম এবং মাটির ওপরের শক্তিশালী বাংকার লক্ষ্য করে বোমাটি ব্যবহারের কথা ভাবা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে গুহা ও সুড়ঙ্গের মতো তুলনামূলক নরম ভূস্তরের নিচে থাকা লক্ষ্যবস্তুতে হামলার ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার বিবেচনা করা হয়।

২০১৭ সালে নিজের প্রথম মেয়াদে আফগানিস্তানে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) অবস্থানে এই বোমা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেটিই ছিল কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের মোয়াব ব্যবহারের প্রথম ঘটনা।

আফগান কর্মকর্তাদের সে সময়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই হামলায় আইএসের ৩৬ যোদ্ধা নিহত হন। ধ্বংস হয় তিনটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ। মার্কিন ও আফগান কর্মকর্তারা তখন জানিয়েছিলেন, ওই হামলায় কোনো বেসামরিক মানুষ নিহত হননি।

মোয়াবের ওজন প্রায় ২১ হাজার ৬০০ পাউন্ড বা ৯ হাজার ৮০০ কেজি। বিশাল এলাকাজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সক্ষমতার কারণে এটি ‘সব বোমার মা’ নামে পরিচিত।

এদিকে, ইরানবিষয়ক সামরিক পরিকল্পনা নিয়ে জানতে চাইলে হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বলেন, সংবেদনশীল সামরিক পরিকল্পনা রয়েছে কি না, সে বিষয়ে তারা মন্তব্য করেন না। তবে ইরান যাতে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে ট্রাম্প সব বিকল্প খোলা রেখেছেন।

পেন্টাগনের এক কর্মকর্তা বলেন, প্রেসিডেন্ট ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়ন এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে সামরিক অভিযানের সাফল্য নিশ্চিত করতে প্রতিরক্ষা বিভাগ বিভিন্ন ধরনের অভিযানগত পরিকল্পনা তৈরি করে থাকে।

ছিলো প্রত্যাশার পাহাড়, এখন হতাশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং দীর্ঘদিনের কমিটি সংকট নিরসনে কার্যকর কোনো নির্দেশনা দেবেন। তবে সফরকালে এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো ঘোষণা না আসায় নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশা আরও বেড়েছে বলে জানা গেছে।

প্রবাসী বিএনপির নেতাকর্মীদের অভিযোগ, দলের দুঃসময়ে যুক্তরাষ্ট্রে আন্দোলন, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সমাবেশ ও আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের নানা কর্মসূচিতে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বছরের পর বছর রাজপথে থেকেছেন অনেকে। সেই নেতাকর্মীদের একটি বড় অংশ আশা করেছিলেন, সরকারপ্রধান হিসেবে নিউইয়র্কে এসে তাঁদের সঙ্গে অন্তত একবার মতবিনিময় করবেন। এতে যেমন দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক দূরত্ব কমত, তেমনি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও নতুন দিকনির্দেশনা পাওয়া যেত।

নিউইয়র্ক সফরকালে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে গণসংবর্ধনার আয়োজন না হওয়াও নেতাকর্মীদের আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে। অতীতে বাংলাদেশ থেকে আসা বিভিন্ন সরকারপ্রধানের সম্মানে নিউইয়র্কে প্রবাসীদের উদ্যোগে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে প্রবাসী রাজনৈতিক নেতাকর্মী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার বাংলাদেশিরা অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এবারও তেমন একটি আয়োজনের প্রত্যাশা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি দেখা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে মনে করছেন অনেক প্রবাসী।

এদিকে সফরকালে নিউইয়র্কে কর্মরত বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন না হওয়ার বিষয়টিও প্রবাসী মহলে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অতীতে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে আসা বাংলাদেশের সরকারপ্রধানদের অনেকেই স্থানীয় বাংলা সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় বা সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। এসব আয়োজনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রবাসীদের সমস্যা, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছেন সাংবাদিকেরা।

সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সফরের সঙ্গে তুলনা টেনে প্রবাসী সাংবাদিকদের একটি অংশ বলছেন, সরকারপ্রধানের সফরে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ না থাকলে প্রবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশ্নই অনুত্তরিত থেকে যায়। বিশেষ করে প্রবাসীদের অধিকার, বিনিয়োগ, দূতাবাসের সেবার মান, ভোটাধিকার এবং বাংলাদেশের সঙ্গে প্রবাসীদের সম্পর্ক জোরদারের মতো বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান সরাসরি জানার সুযোগ তৈরি হতে পারত।

তবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নেতাকর্মীদের সরাসরি সাক্ষাৎ না হওয়ার পেছনে ভিন্ন একটি কারণের কথাও সামনে এসেছে। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, নিউইয়র্কে অবস্থানকালে তারেক রহমানের প্রবাসী নেতাকর্মীদের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ ছিল। কিন্তু হোটেলের লবিতে তাঁকে ঘিরে ছবি তোলার প্রতিযোগিতা, বিশৃঙ্খল চলাফেরা এবং একে অপরকে ধাক্কাধাক্কির মতো পরিস্থিতি দেখে তিনি শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। তবে এ দাবির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বা তাঁর সফরসঙ্গীদের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ফলে সাক্ষাৎ বাতিলের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

নেতাকর্মীদের একাংশের মতে, প্রধানমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা ও নির্ধারিত কর্মসূচির বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে ছবি তোলার জন্য অতিরিক্ত ভিড় তৈরি করা ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। বিশেষ করে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে আসা সরকারপ্রধানের হোটেলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের জন্যও তা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক নেতার প্রতি ভালোবাসা ও আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা এবং দায়িত্বশীল আচরণ বজায় রাখা জরুরি।

অন্যদিকে নেতাকর্মীদের আরেকটি অংশ মনে করছেন, বিচ্ছিন্ন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের কারণে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়া দুঃখজনক। তাঁদের যুক্তি, পূর্বনির্ধারিত স্থান, নির্দিষ্ট সময় এবং সাংগঠনিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সীমিত পরিসরেও একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা যেত। এতে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রেখেই দীর্ঘদিনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হতো।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠন নিয়ে অনিশ্চয়তাও এ সফরের পর নতুন করে আলোচনায় এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে দলটির যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতৃত্ব নিয়ে প্রত্যাশা ও প্রতিযোগিতা রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা সাংগঠনিক দায়িত্ব পাওয়ার আশায় সক্রিয় থাকলেও নতুন নেতৃত্বের বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না আসায় তাঁদের অপেক্ষা দীর্ঘ হচ্ছে। অনেকের ধারণা ছিল, তারেক রহমানের সফরের মধ্য দিয়ে এ অনিশ্চয়তার অবসান ঘটবে। কিন্তু সফর শেষেও কমিটি নিয়ে কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি না হওয়ায় বিষয়টি আবারও অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঝুলে গেল বলে মনে করছেন তাঁরা।

তবে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেবল প্রবাসী নেতাকর্মীদের প্রত্যাশা পূরণের নিরিখে মূল্যায়ন করতে নারাজ অনেকে। তাঁদের মতে, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ ছিল একটি রাষ্ট্রীয় সফর। সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কূটনৈতিক সহযোগিতাই প্রধান অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা।

উল্লেখ্য, গত ২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য দেন তিনি। সফরকালে বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকসহ প্রায় ৩০টি আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে অংশ নেন। ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে নিউইয়র্ক ত্যাগ করে ২৭ সেপ্টেম্বর দেশে ফেরেন তিনি।

যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ইরানের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অনির্দিষ্টকালের যুদ্ধ কিংবা দীর্ঘমেয়াদি আলোচনা চালিয়ে যেতে চায় না তেহরান। তবে ওয়াশিংটন ইরানের দাবিগুলো মেনে না নেওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে দেশটি।

এদিকে, হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ঘটনা বেড়েই চলেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এই নৌপথে জাহাজে হামলার সংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, হরমুজ প্রণালিতে নজরদারি জোরদার করতে নতুন নৌ ইউনিট মোতায়েন করেছে দেশটির নৌবাহিনী। এর মাধ্যমে হরমুজ প্রণালি, ওমান সাগর ও আরব সাগরে ‘শত্রুপক্ষের তৎপরতা এবং সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের ওপর তাৎক্ষণিক নজরদারি’ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে ইরানের নৌবাহিনী।

সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান কেপলারের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত হরমুজ প্রণালিতে ১০টি ট্যাংকারে হামলা চালানো হয়। এরপর ৫ অক্টোবর আরও একটি জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটে।

অন্যদিকে, যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস (ইউকেএমটিও) কেন্দ্র জানিয়েছে, ৬ থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে আরও ১৫টি হামলার ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে গত চার দিনেই ঘটেছে ১১টি হামলা।

এসব হামলার কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথ দিয়ে তেল পরিবহন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কেপলারের তথ্য বলছে, গত ১১ অক্টোবর হরমুজ প্রণালি দিয়ে মাত্র ২৯ লাখ ব্যারেল তেল পরিবহন করা হয়েছে। অথচ ৮ অক্টোবর এই পরিমাণ ছিল প্রায় ২ কোটি ৮ লাখ ব্যারেল।

ইরানের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং ইরানি বন্দরগুলোতে ওয়াশিংটনের অবরোধের জবাব হিসেবেই হরমুজ প্রণালিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের দাবি, মার্কিন বাহিনী ও আঞ্চলিক অংশীদাররা এই প্রণালির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি দাবি ও সামরিক তৎপরতায় উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। যুদ্ধ শুরুর আগে বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই নৌপথ দিয়ে পরিবহন করা হতো।

এ পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালিতে নিরাপত্তা সংকট আরও বাড়লে বিশ্ববাজারে জ্বালানি সরবরাহ ও তেলের দামের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ELECTION COMMISSION 2026
BANGLADESH SOCIETY INC.
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 646-247-2657
commissioner@bangladeshsocietyinc.com • https://commission.bangladeshsocietyinc.com

A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1975 * Tax ID: 80-0508683

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাহী কমিটির ২০২৭-২৯ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী ও ৫টি কেন্দ্রের নির্ধারিত জিপকোড অনুযায়ী ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

POLLING CENTERS WITH ZIP CODE

- **WOODSIDE: 58 Manor, 58-02 37th Ave., Woodside, NY 11377**

10035,11552,11372,11377,10029,10027,10037,11105,11369,11370,11101,11102,11104,11379,11106,11373,11103,10002,11727,10009,11374,11703,11358,10030,11367,11355,10038,10013,10019,11368,11354,11371,10044,10069,11357,11378,10005,11758,11717,10026,10036,11106,11419,11577,11050,11473,11030,11514,10023,11021,10025,11369,11743,11793,11492,10003,11366,10023,12209,11579,11518,14225,11732,10010,10036,10011,11356,11362,10018,10550,11722,11507,10016,10040,02453,11787,11360,11377,11563,11469,10229,11376,11476,11028,11570,11312,10028,11477,11077,10024,11782,11026,11725,10001,11109,11757,11016,11612,10128,11363,11337,10039,11754,11023,10014,11443,11797,11726,11370,11041,11102,11609,09120,10280,20155

- **OZONE PARK: Majestic Marquise, 88-03 101st Ave., Ozone Park, NY 11416**

11208,11416,11419,11417,11414,11421,11420,11418,11692,11385,11415,11416,11239,11420,11417,11419

- **BROOKLYN: Kalam's Hall, 96 Chrch Ave., Brooklyn, NY 11218**

11234,11221,11210,11219,11218,11204,11207,11216,11203,11201,11236,10303,11230,11226,11226,11215,10314,11206,11232,11220,11229,11233,11224,10302,11228,11213,11209,11205,11238,11212,10304,11223,11214,11235,10301,11249,10312,12218,10305,11237,11225,11231,11217,11691,10310,11234,11693,11258,11221,11211,11218,11246,11216,11288,11255,11372

- **BRONX: Golden Palace Banquet Hall, 1451 Unionport Rd, Bronx, NY 10462**

10462,10472,10461,10467,10451,10456,10473,19111,10469,10468,10460,10453,7508,10708,10465,08817,10458,10426,7666,19115,11467,46222,7522,10464,07666,10457,19152,10552,10454,7502,10459,48091,07522,6040,07603,1735,10601,7604,06607,14211,10472,12542,10463,14226,10466,12205,21043,13205,11472,10705,10562,6902,10474,10603,06854,8401,12309,10452,39206,14215,21042,07407,10455,10913,06484,10704,10605,07512,6042,07067,12208,08091,12206,8406,08078,19149,6605,14416,07047,10416,10710,10523,06906,10701,10470,10421,19026,14125,17406,10703,07106,11803,7470,6461,10801,14417,13088,10476,12203,08205,10950,08046,13346,10439,07660,19082,7072,10962,06850,12533,10965,12189,12110,12550,18102,6759,20164,10201,08724,10805,06604,08872,14221,7501,07212,18452,07032,10409,34103,12586,10475,12601,7424,10471,07652,08863,10443,06905,19135,06516,10522,48212,07644,14043,07105,11452,12180,6095,70502,14850,07035,19027,22192,10595,30017,12603,10954,07055,6897,06109,06605,06033,10583,14220,10485,10707,7013

- **JAMAICA: Angan Party Hall, 89-16 175th St, Suite# CF2, Jamaica, NY 11432**

11432,11423,11429,11040,11580,11435,11433,11001,11427,11412,11554,11375,11413,11428,11590,11361,11434,11436,11756,11729,11720,11010,11364,11426,11801,11004,11003,11411,11581,11520,11422,11738,11779,11706,11714,11731,11710,11433,11565,11424,11746,11365,11741,11342,11510,11784,11432,11572,11550,11798,11776,11545,11423,11596,11542,11791,11430,11501,11704,11507,11412,11994,11735,11767,11901,11437,11788,11343,11575,11967,11425,11763,11431,11451,11345,11368,11598,11753,11175,11553,11566,11576,11747,11153,11568,11790

1. No voter will be allowed to cast his or her vote without photo ID. The following forms of identification may be accepted: Driver's License, State ID, NYC ID, Green Card, Work Authorization Card and Passport.
2. Campaigning, placement of posters, banners or distribution of flyers etc. are prohibited within 200 ft. of the polling area. Commission will remove poster/banner within this area and may back charge to the related candidate(s).
3. No radio speaker or any noise-making devices will be allowed in the vicinity of the polling area.
4. In the event of any unauthorized and unlawful conduct by any candidate or any other person in the election center on the Election Day, the local law enforcement agency will be notified immediately.
5. Only Disabled with wheelchair voter may nominate one assistant to cast his/her vote.
6. No candidate will enter to the center without Commission's permission. Candidate may check the center one time for a period of max.10 minutes. If malfunction of voting machine is detected the candidate will be allowed to check.
7. Life members may get access to voting center directly by showing LM CARD to cast their vote.
8. Voters of one center cannot cast vote in another center (including candidates/life members/polling agent). Only presiding officer, polling officer will be allowed to cast their votes at their working center.
9. Each Voter's Name & Year of Birth on the Photo ID must match with the Name & Year of Birth on the voter list.
10. The Election Commission shall decide any matter that is undefined, unclear and contradict in either part of the election by-laws or the constitution. Commission reserves all rights to make any necessary modifications to these clauses and add additional clauses if necessary.

নির্বাচনের তারিখ: ২৫শে অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা)

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে

Election Commission 2026/ নির্বাচন কমিশন ২০২৬

Abu Nasher	Badrul H. Khan	Mohammed Shamsuddin Azad	Mohammed Ruhul Amin Sarker	Ahbab Chowdhury	Mithu Hamid	Mia Mohammad Dulal
Chief Election Commissioner	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*	*Election Commissioner*
646-247-2657	*(646) 824-4814*	*(917) 335-4184*	*(718) 705-2228*	*(917) 969-1991*	*(347) 891-9905*	*(718) 974-2933*

For more information visit : https://commission.bangladeshsocietyinc.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Tax Preparation**
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority**
- **Accounting**
  Payroll, Sales Tax, etc.
- **Immigration**
  (No Legal Advice)
- **New Business Setup & more...**

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

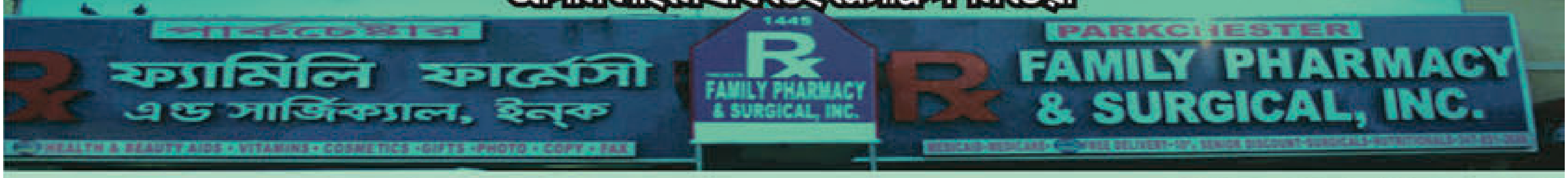

এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration
Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
IRS e-file
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড
এপ্লিকেশন প্রসেসিং
সার্ভিসেস
Job Help & Application Processing Services
917-500-3937
আমাদের সার্ভিসসমূহ
• পোস্টাল জব
• ফেডারেল জব
• স্টেট জব
• এম.টি.এ জব
• সিটি জব
• রেজুমী তৈরি
• কাভার লেটার
• সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
• নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
• ডুয়েল সিটিজেনশীপ
• ফুড স্ট্যাম্প
• ডিজএবিলিটি (SSI)
• স্যোসাল সিকিউরিটি (SS)
• রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড
Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh
বিশ্বাসযোগ্যতা
দক্ষতা
সেবাই আমাদের
প্রতিশ্রুতি
148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত, বিসমিল্লাহ,
জমজম ড্রাগস ও
আস-সালাম
ফার্মেসি
JANNAT
Rx
PHARMACY
সম্পূর্ণ
বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান
জ্যাকসন হাইটস
জান্নাত ফার্মেসি
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.)
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041
Fax: 718-732-4287
Email: jannatpharmacy@gmail.com
উডসাইড
বিসমিল্লাহ ফার্মেসি
6409 Broadway,
Woodside NY 11377
Phone: 718-685-2017
জ্যামাইকা
আস-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন বুলেবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে
এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩৫
Phone: 718-291-0717
ব্রঙ্কস
জমজম ড্রাগস ফার্মেসি
3105 Bainbridge Ave Bronx,
NY 10467
Phone: (347) 899-8930
আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT,
Food Stamp & OTC Card
Sim Activation
Bill Pay & Flexiload
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
বাংলায় ঔষধ সেবনের নির্দেশনা
Free Delivery
10% Senior Discount
Halal Vitamin & Supplements
5c Copy $1 Fax
Phone Card & Flexiload
Huge 99c Sections
Open: Monday-Saturday, 10:00 am to 8:00

Akash
Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

শফিকুর রহমান

ড. ইউনূসের সঙ্গে সন্ত্রাসীরা যে অপকর্ম করেছে, তার দায় শেখ হাসিনার

বললেন জামায়াত আমির

ঢাকা ডেস্ক

সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হেনস্তার ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দায়ী করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

মঙ্গলবার বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ অভিযোগ করেন তিনি।

পোস্টে শফিকুর রহমান লেখেন, ‘পরাজিত ও পলাতক ফ্যাসিস্ট তার সন্ত্রাসীদেরকে সুদূর যুক্তরাষ্ট্রেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য উসকানি দিয়ে যাচ্ছে। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে তার লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীরা যে অপকর্ম করেছে, তার দায় ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনারই।’

এ ঘটনায় বাংলাদেশ সরকারকে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান জামায়াতের আমির।

পোস্টে তিনি আরও লেখেন, ‘এরা যে ফ্যাসিস্ট, দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েও তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রমাণ অব্যাহত রেখে তা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিচ্ছে।’

পোস্টের শেষে ইংরেজিতে ‘শেইম’ (লজ্জা) লেখেন শফিকুর রহমান।

নিউইয়র্কে ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পক্ষে গণসমর্থন ও মতবিনিময় সভা

জলি আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অভিভাবক সংগঠন 'বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক' এর আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা। আগামী ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় এই নির্বাচনকে ঘিরে বিগত মেয়াদের অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা ও প্রবাসীদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে গঠিত 'সেলিম-আলী' পরিষদের পক্ষে গণসমর্থন ও সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছে 'বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ ইনক'।

রোববার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সেলিম-আলী পরিষদের পুরো প্যানেল সহ সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক সাধারণ ভোটার ও স্থানীয় প্রবাসীরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের আয়োজক সংগঠন 'বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ'-এর সভাপতি শামীম হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম তাদের বক্তব্যে সেলিম-আলী পরিষদকে সমর্থনের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তারা বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি প্রবাসীদের ভরসার জায়গা। বিগত দিনে আতাউর রহমান সেলিম ও মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন কমিটি প্রবাসী বাঙালিদের আইনি সহায়তা, আবাসন সংকট নিরসন এবং নতুন প্রজন্মকে মূলধারায় যুক্ত করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। প্রবাসে নিজেদের ঐক্য বজায় রাখা ও চলমান উন্নয়ন কাজগুলো সফল করার স্বার্থে এই যোগ্য প্যানেলের বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী উপস্থিত ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পুনরায় নির্বাচিত হলে তারা বাংলাদেশ সোসাইটিকে আধুনিক ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করার প্রতিশ্রুতি দেন। পাশাপাশি নতুন প্রবাসীদের কারিগরি দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বাড়াতে বিশেষ মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম চালু এবং নিজস্ব ভবনে দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার পরিসর বাড়ানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সংবর্ধনা সভায় প্রার্থীরা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন এবং ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. মহিউদ্দীন দেওয়ান, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হারুন চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী নওশাদ হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মুনসুর আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী রুমানা আহমেদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী হাসান খান, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী এ এস এম মাইন উদ্দীন (বাবলু), মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী শাহনাজ হোসেন, এবং যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী মো. উজ্জ্বল বিপুল, সারোয়ার খান বাবু, মো. এ মান্নান, শামীম আহমেদ, মো. আব্দুল মালেক খান ও কাজী রবিউজ্জামান সংবর্ধিত হন।

অনুষ্ঠানে জ্যামাইকা নির্বাচন কমিটির সমন্বয়ক ও উপদেষ্টাদের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা সহোরাব সরকার, এ বি এম ওসমান গনি, সিরাজুল ইসলাম লিপন, হাজী এনাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মিশিগানে ২০ অক্টোবর প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ‘মিশিগান আড্ডা’

মিশিগান প্রতিনিধি

প্রকৃতি, স্মৃতি, সাহিত্য ও প্রবাসজীবনের গল্পে মিলিত হবেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। প্রকৃতির রং, শরতের মায়াবী আবহ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্মৃতিচারণ আর প্রবাসজীবনের গল্পে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক মিলনমেলায় পরিণত হতে যাচ্ছে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ‘মিশিগান আড্ডা’। ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় মিশিগানের ওয়ারেন শহরে স্পাইস ২১ রেস্তোরাঁয় এ আড্ডার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্য, লেখক, পাঠক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা করা, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি আন্তরিক পরিসর তৈরি করাই এ আয়োজনের উদ্দেশ্য।

মিশিগানের শরৎ মানেই লাল, কমলা আর হলুদের রঙে প্রকৃতির নতুন সাজ। গাছের পাতা ঝরে পড়ার এই সময়ে প্রকৃতির রূপ বদলে যায়, বাতাসে নামে শীতের আগমনী বার্তা। এমন এক ঋতুতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে আড্ডাটি হয়ে উঠবে স্মৃতি, অনুভূতি ও সম্পর্কের এক বিশেষ উপলক্ষ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন এবং নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক। তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময়ের পাশাপাশি প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা, ভাবনা ও প্রত্যাশা তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী কথা বলবেন সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কাজের ঝুঁকি এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণসহ আসছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সাংবাদিকতা নিয়ে।

আড্ডার আয়োজনে গুরুত্ব পাচ্ছে প্রবাসী জীবনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে বসবাস করলেও শৈশবের স্মৃতি, দেশের প্রকৃতি, ভাষা, সাহিত্য, গান, কবিতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রবাসীদের জীবনে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। সেই বন্ধনকে আরও নিবিড় করার প্রত্যাশা থেকেই এ ধরনের মিলনমেলার আয়োজন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের সঙ্গে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবাসীদের পরিচয় ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র হিসেবেও এ আড্ডা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এ আয়োজনে মিশিগানের প্রিয়জন, সুজন, লেখক, পাঠক ও সাংবাদিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন প্রবীণ সাংবাদিক, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব মিশিগানর প্রতিষ্ঠা সভাপতি হেলাল উদদীন রানা এবং প্রেসক্লাবের বর্তমান সভাপতি, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার মিশিগান প্রতিনিধি পার্থ দেব। গান, কবিতা, গল্প, স্মৃতিচারণ ও প্রাণখোলা আলাপচারিতায় বিকেলটি আনন্দময় হয়ে উঠবে বলে আশা করছেন আয়োজকেরা।

অনুষ্ঠানের সময় ও স্থান: মঙ্গলবার, ২০ অক্টোবর ২০২৬, সময়: বিকেল ৫টা

স্থান: স্পাইস ২১ (Spice 21), ঠিকানা: 30758 Ryan Road, Warren, MI 48092

প্রবাসের যান্ত্রিক জীবনের বাইরে কিছুটা সময় নিজের মানুষদের সঙ্গে কাটানো, পুরোনো স্মৃতির ঝাঁপি খোলা এবং নতুন সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরির প্রত্যাশা নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ ‘মিশিগান আড্ডা’।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

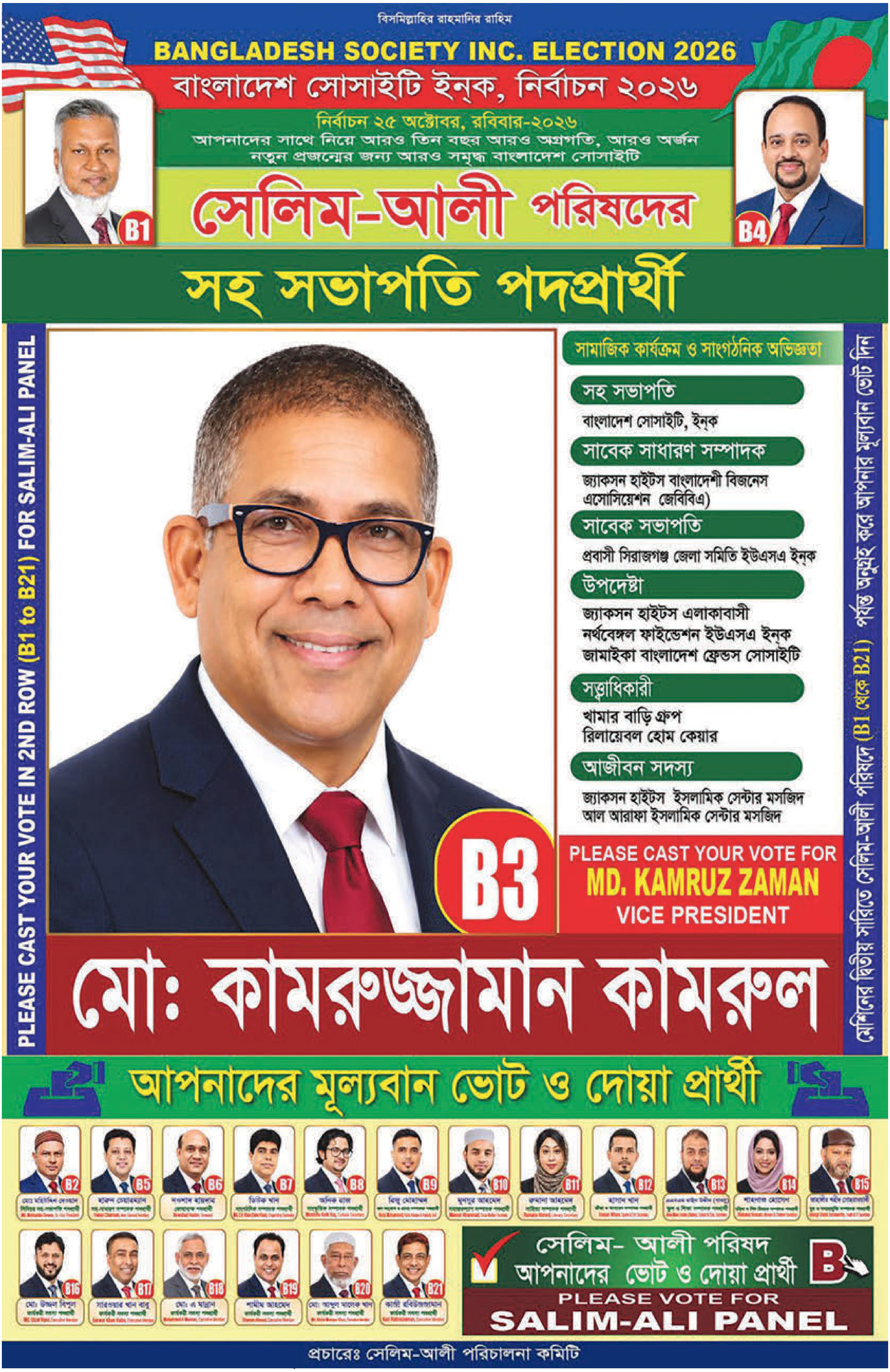
বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
সেলিম-আলী পরিষদের
B4
সহ সভাপতি পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
সহ সভাপতি
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)
সাবেক সভাপতি
প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক
উপদেষ্টা
জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী
নর্থবেঙ্গল ফাইন্ডেশন ইউএসএ ইন্‌ক
জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
সত্ত্বাধিকারী
খামার বাড়ি গ্রুপ
রিলায়েবল হোম কেয়ার
আজীবন সদস্য
জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
আল আরাফা ইসলামিক সেন্টার মসজিদ
B3
PLEASE CAST YOUR VOTE FOR
MD. KAMRUZ ZAMAN
VICE PRESIDENT
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
HELP
ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন-২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে ভোট দিন
A1
আজমল হোসেন কুনু
সভাপতি
Ajmol Hussain Kunu—President
A4
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
Firoz Ahmed—General Secretary
A2
দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Dulal Behedo—Senior Vice President
A3
আবুল কালাম ভূঁইয়া
সহ-সভাপতি
Abul Kalam Bhuiyan—Vice President
A5
মোঃ নওশেদ হোসেন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Md Noshed Hossain— Assistant General Secretary
A6
মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি
কোষাধ্যক্ষ
Mofijul Islam Bhuiyan Rumi— Treasurer
A7
মোঃ জামিল আনসারী
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD JAMIL ANSARY— Organizing Secretary
A8
রুশদী আহমেদ চৌধুরী (বাবু)
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Rushdi Ahmed Chowdhury (Babu)— Cultural Secretary
A9
সৈয়দ গৌছুল হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
A10
কয়েছ আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Koyes Ahmed— Social Welfare Secretary
A11
মোঃ আখতার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
Md. Akhter Babul— Literacy Secretary
A12
মোরশেদ আলম
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
Murshed Alam— Sports and Entertainment Secretary
A13
মোঃ মাইন উদ্দিন (নটু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
Main Uddin (Notu)— School and Education Secretary
A14
বি মেহের চৌধুরী
মহিলা ও শিশু সম্পাদক
A15
কাজী হাসান
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক
Kazi Hasan— Youth and IT Secretary
A16
আবুল বাশার ভূঁইয়া
কার্যকরী সদস্য
Abul Bashar Bhuiyan— Executive Committee Member
A17
প্রফেসর মোঃ আব্দুল বাছির
কার্যকরী সদস্য
Prof. Md Abdul Basir— Executive Committee Member
A18
মাসুদুল হক ছানু
কার্যকরী সদস্য
A19
সিদ্দিক পাটোয়ারী
কার্যকরী সদস্য
Siddeque Patwary— Executive Committee Member
অনুগ্রহ করে
কুনু-ফিরোজ
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
A20
মোহাম্মদ কাউছার আলম
কার্যকরী সদস্য
Kawsar Alam— Executive Member
A21
মনিরুল ইসলাম মনির
কার্যকরী সদস্য
Monirul Islam Monir— Executive Member
মেশিনের প্রথম সারিতে কুনু-ফিরোজ পরিষদে (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL
প্রচারে: কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

আমরা দিচ্ছি বিশ্বস্ত ও যত্নশীল সেবা

লাইসেন্সপ্রাপ্ত হোম কেয়ার এজেন্সি

NY HOME CARE SERVICE INC.

কর্মসংস্থানের সুযোগ

যোগ্য HHA ও PCA সার্টিফিকেটধারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়

আমরা HHA ও PCA সার্টিফিকেটও প্রদান করছি

আমাদের সেবাসমূহ

PCA

OPWDD

HHA

ফয়সাল আজিজ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্

যোগাযোগ করুন

718-874-0047

ই-মেইল: info@nyhcs.org

ওয়েবসাইট: www.nyhcs.org

এম. আজিজ
প্রেসিডেন্ট
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ

প্রধান কার্যালয়: 37-18 73rd Street, Suite 402, Jackson Heights, NY 11372

মানসম্মত সেবা | বিশ্বস্ত সহযোগী | মানসিক শান্তি

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতাঃ
Happy Durga Puja 2026
Deb Chowdhury
Wahid Azad
Krisna Tithi
Toma
Rituporna Bannerjee
Biplab Mukherjee
Samiran Barua
Udipto
শারদীয় দুর্গোৎসব - ২০২৬
পূজা মন্ডপ: অঙ্গন পার্টি হল
Puja Venue: Angan Party Hall
89-16 175th Street (Ground Floor), Jamaica, NY 11432
তারিখ: ১৭ ও ১৮ অক্টোবর, ২০২৬ (শনি ও রবিবার)
পূজা আরম্ভ প্রতিদিন দুপুর ১২:১৫, পূজা অন্তে প্রসাদ বিতরণ
২ দিন ব্যাপী শারদ উৎসবে থাকবে দেবী আরাধনা, প্রসাদ বিতরণ এবং প্রতি সন্ধ্যায় থাকবে
দুই বাংলার শিল্পীদের নিবেদিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাথে থাকবে এই প্রজন্মের নিবেদিত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।
RITU
UPAMA
ANKUSH
ANURAG
SWAPNIL
SHUVOSREE
SANTI
SWAPNIL
RIDDHIMA
বিনীত
রীনা সাহা
সভাপতি
347-891-9978
MEDIA PARTNER:
আদাকালো
রতন দাশ
সাধারণ সম্পাদক
347-898-7748
অঞ্জা
নৃত্যাঞ্জলি
SUNVI, ADRITA, ONINDITA & SUPTI
সার্বিক যোগাযোগ
ফনীন্দ্র সাহা (৩৪৭-৭৪০-৭৩১০), মাধব সাহা (৭১৮-২৫৫-৫৯৩৫), পূর্নচন্দ্র মুখার্জি (অপু) (৬৪৬-৪৭৭-৮৩১৪), তনিমা দাস (৩৪৭-৯৩৩-৯০১৪), জিতেন মন্ডল (৩৪৭-৭০৭-৩৪০৭), শংকর সাহা (৯১৭-৩৪০-৫১২৭), তপন সাহা (৭১৮-৭৯৫-৩৮২৬), অসীম সাহা (৩৪৭-৪৮৪-২২৪৫), দেবব্রত দাস (৩৪৭-২৭৯-৪৩৭৯), রিংকী নিয়োগী (৯১৭-৩৪০-৭৩০৭), উত্তম দাস (৩৪৭-৭৯১-০৪৫১), কল্যানী চ্যাটার্জী (৩৪৭-৪০৮-৭৪৯৫), আশীষ সাহা (৩৪৭-৮৬৬-৮১৩৮), মৌগন্ধা আচার্য্যী (৭১৮-৩০০-০৯৬১), সুজিত সাহা (৯২৯-৩৭১-০৭২৭), ডালিয়া চৌধুরী (৩৪৭-৪৯৯-৩৯৩১), সনৎ সাহা (৩৪৭-৩৩৪-৯৮০১), বনানী রায় (৯১৭-৫৯৫-৭৮৮৪), অজয় চক্রবর্তী (৩৪৭-৪৪৭-৪৬৭৬), মিন্টু চৌধুরী (৩৪৭-৫০০-৮৫০৭), দেবশ্রী সাহা (৯১৭-৩৭৮-০০১৪)।
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইনক

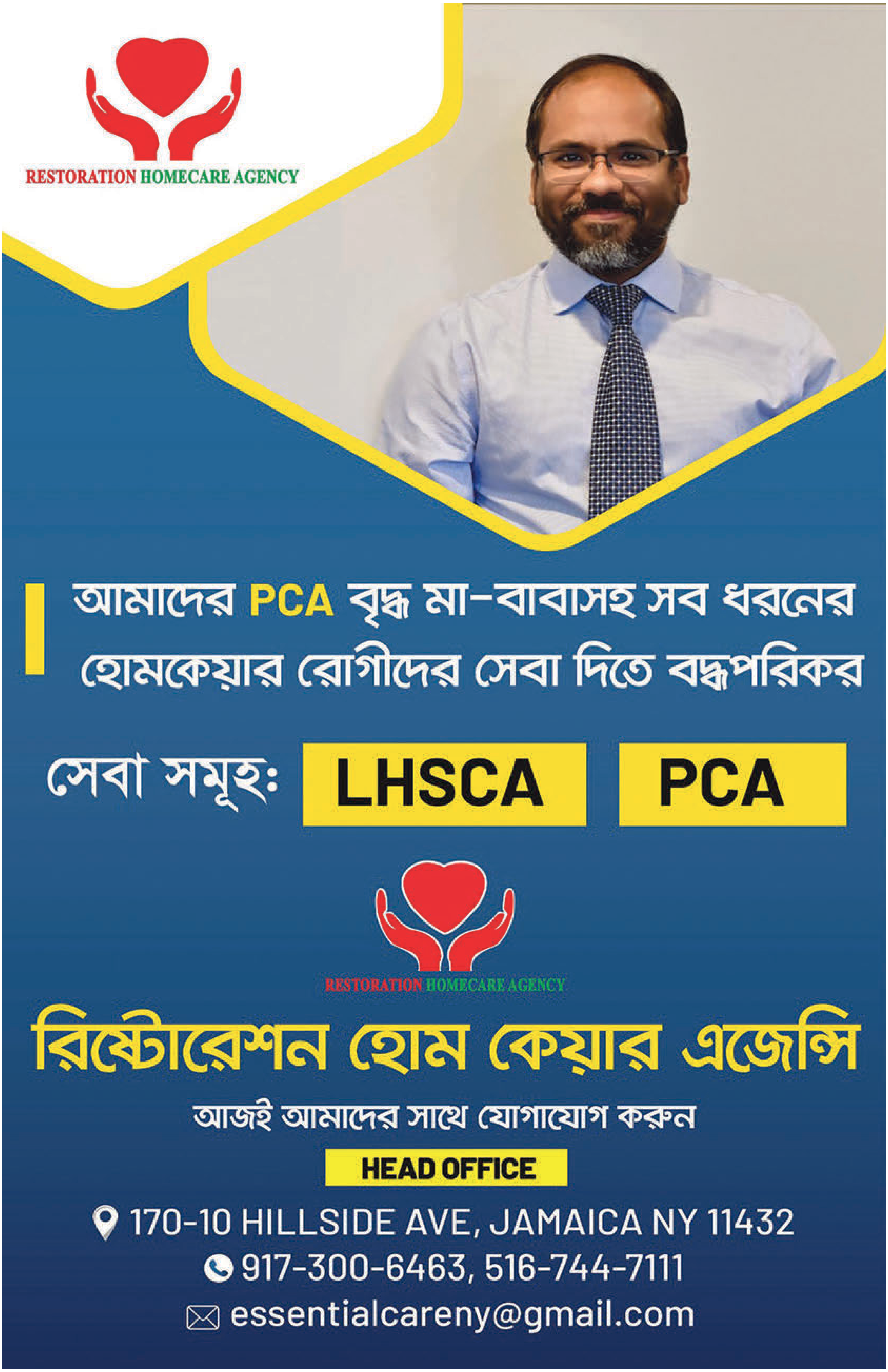
RESTORATION HOMECARE AGENCY
আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর
সেবা সমূহ:
LHSCA
PCA
RESTORATION HOMECARE AGENCY
রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
HEAD OFFICE
170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন: উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও ঐক্যের প্রতিশ্রুতি প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থীদের অংশগ্রহণে নির্বাচনী বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সংগঠনের উন্নয়ন, আর্থিক স্বচ্ছতা, সদস্যপদ ও ভোটার প্রক্রিয়ার সংস্কার এবং নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন প্রার্থীরা।

গত বুধবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড আয়োজিত এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। 'নেতৃত্ব, স্বচ্ছতা, সেবা: আমার ভবিষ্যৎ' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক ও উপস্থাপক খালেদ মুহিউদ্দীন।

বিতর্কে সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও আজমল হোসেন কুনু এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী, ফিরোজ আহমেদ ও রাব্বি সৈয়দ অংশ নেন।

বিতর্কে সেলিম-আলী পরিষদের প্রার্থীরা সংগঠনের চলমান ও অসম্পূর্ণ কাজগুলো এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা তুলে ধরেন। অন্যদিকে, কুনু-ফিরোজ পরিষদের পক্ষ থেকে সংগঠনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং ভোটার প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী রাব্বি সৈয়দ ভোটার প্রক্রিয়া ও প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণের মানদণ্ড নিয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, সদস্যপদ প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকর করা, ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং নতুন প্রজন্মকে সংগঠনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। প্রার্থীরা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও কার্যকর করার বিভিন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

আয়োজকদের মতে, প্রার্থীদের একই মঞ্চে এনে তাদের পরিকল্পনা, নেতৃত্বের সক্ষমতা ও জবাবদিহির অবস্থান ভোটারদের সামনে তুলে ধরাই এ বিতর্কের মূল উদ্দেশ্য।

আগামী ২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থীদের উন্নয়ন পরিকল্পনা, সাংগঠনিক সংস্কার ও কমিউনিটির কল্যাণে ভূমিকা নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

ইলহান ওমরের বাড়িতে এফবিআইয়ের তল্লাশি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমরের ওয়াশিংটন ডিসির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। সোমবার (১২ অক্টোবর) সকালে একটি চলমান কেন্দ্রীয় অপরাধ তদন্তের অংশ হিসেবে আদালতের অনুমোদিত তল্লাশি পরোয়ানার ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছে দেশটির বিচার বিভাগ।

তবে তল্লাশির সুনির্দিষ্ট কারণ বা অভিযোগের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত জানানো হয়নি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের প্রতিবেদনে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুটি সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, ইলহান ওমরের অভিবাসনসংক্রান্ত নথিপত্রে জালিয়াতির অভিযোগের তদন্তের অংশ হিসেবে এ তল্লাশি চালানো হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তার প্রয়াত বাবা শৈশবে এসব নথিপত্র পূরণ করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে অভিযোগগুলোর পক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ প্রকাশ করা হয়নি।

তল্লাশির পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ইলহান ওমর অভিযোগ করেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে লক্ষ্যবস্তু করছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, এসব প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাকে চুপ করানো যাবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের এক মুখপাত্র জানান, ওয়াশিংটন ডিসি এলাকায় অনুমোদিত তল্লাশি পরোয়ানার ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়েছে।

হুতিবিরোধী অভিযানে যুক্ত হতে চান নেতানিয়াহু, সৌদি যুবরাজের না

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইয়েমেনের ইরানসমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে সরাসরি ইসরায়েলকে যুক্ত করতে সৌদি আরবের সম্মতি পাওয়ার জোরালো চেষ্টা চালাচ্ছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় রিয়াদের সঙ্গে এই সমঝোতার চেষ্টা চললেও সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান ইসরায়েলি বাহিনীর অংশগ্রহণের প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আরেকটি সূত্র বলেছে, নেতানিয়াহুর এই উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু হুতিদের বিরুদ্ধে অভিযানে ইসরায়েলকে যুক্ত করা নয়; এর মাধ্যমে রিয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা এবং ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চুক্তির পথও তৈরি করতে চান তিনি।

তবে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) এই যুদ্ধে ইসরায়েলের অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে অনিচ্ছুক। তাঁর ধারণা, ইসরায়েলি বাহিনী যুদ্ধে যুক্ত হলে সৌদি আরবের সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে।

'আব্রাহাম চুক্তির' আওতায় সৌদি আরব ও ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পক্ষে বারবার কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড। তাঁর উদ্যোগে ২০২৩ সালে দুই দেশের মধ্যে এ ধরনের একটি চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তবে ওই বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা এবং এর পর গাজায় শুরু হওয়া যুদ্ধ আঞ্চলিক কূটনৈতিক উদ্যোগগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে।

সৌদি আরব বরাবরই বলে আসছে, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হলে তারা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে না। অন্যদিকে নেতানিয়াহু ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে আসছেন। ফলে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হওয়ার পথে বড় বাধা রয়ে গেছে।

ভারতীয়দের হত্যার জন্য 'তর সইছিল না' গ্রেপ্তার হওয়া মার্কিন যুবকের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকজনের ওপর বড় ধরনের হামলার পরিকল্পনার অভিযোগে ১৯ বছর বয়সী এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আলেকজান্দ্রোস পাপোরাকিস নামের ওই তরুণ শিকাগো এলাকার একটি টাকো বেল রেস্তোরাঁয় ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ভারতীয়দের হত্যা করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন এবং সহকর্মীদের কাছে সম্ভাব্য হামলার পরিকল্পনা ও সামরিক কৌশলগত সরঞ্জামের ছবি প্রকাশ করেছিলেন।

কুক কাউন্টি স্টেটস অ্যাটর্নির কার্যালয়ের প্রসিকিউটরদের বরাতে জানা গেছে, পাপোরাকিস কর্মস্থলে নিজেকে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। আট পৃষ্ঠার একটি নথি থেকে জানা যায়, তিনি ভারতীয়দের হত্যা করার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছেন না বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর এক সহকর্মী বিষয়টি পুলিশে জানালে সম্ভাব্য হামলা ঠেকানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

নিউইয়র্কে ‘সেলিম-আলী’ পরিষদের পক্ষে প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীদের নির্বাচনী সভা

জলি আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের শীর্ষ সংগঠন ‘বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক’-এর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরগরম হয়ে উঠেছে প্রবাসের রাজনীতি। সংগঠনটির আগামী ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনকে সামনে রেখে 'সেলিম-আলী' পরিষদের পক্ষে এক বিশাল নির্বাচনী ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করে 'প্রবাসী চট্টগ্রামবাসী, নিউ ইয়র্ক'। বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জ্যামাইকার জেশন পার্টি হলে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য সমাবেশে কুইন্স, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন বরো থেকে বিপুলসংখ্যক চট্টগ্রামবাসী ও সাধারণ ভোটার অংশ নেন।

চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ড ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান সিরাজীর সভাপতিত্বে সমাবেশে উপস্থিত প্রবাসীদের উদ্দেশে নিজেদের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী। বক্তব্যে তারা প্রতিশ্রুতি দেন, নির্বাচিত হলে বাংলাদেশ সোসাইটিকে সম্পূর্ণ আধুনিক ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করা হবে। একই সঙ্গে প্রবাসীদের সুবিধার্থে ওয়ান-স্টপ সলিউশন সেবা প্রদান, নতুন আসা প্রবাসী ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান ও কারিগরি দক্ষতাবৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা, নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরতে স্থায়ী কমিউনিটি সেন্টারে বড় পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রবীণ প্রবাসীদের সহায়তায় কাউন্সেলিং সেল গঠন করা হবে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটি, চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন ও বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতিসহ নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

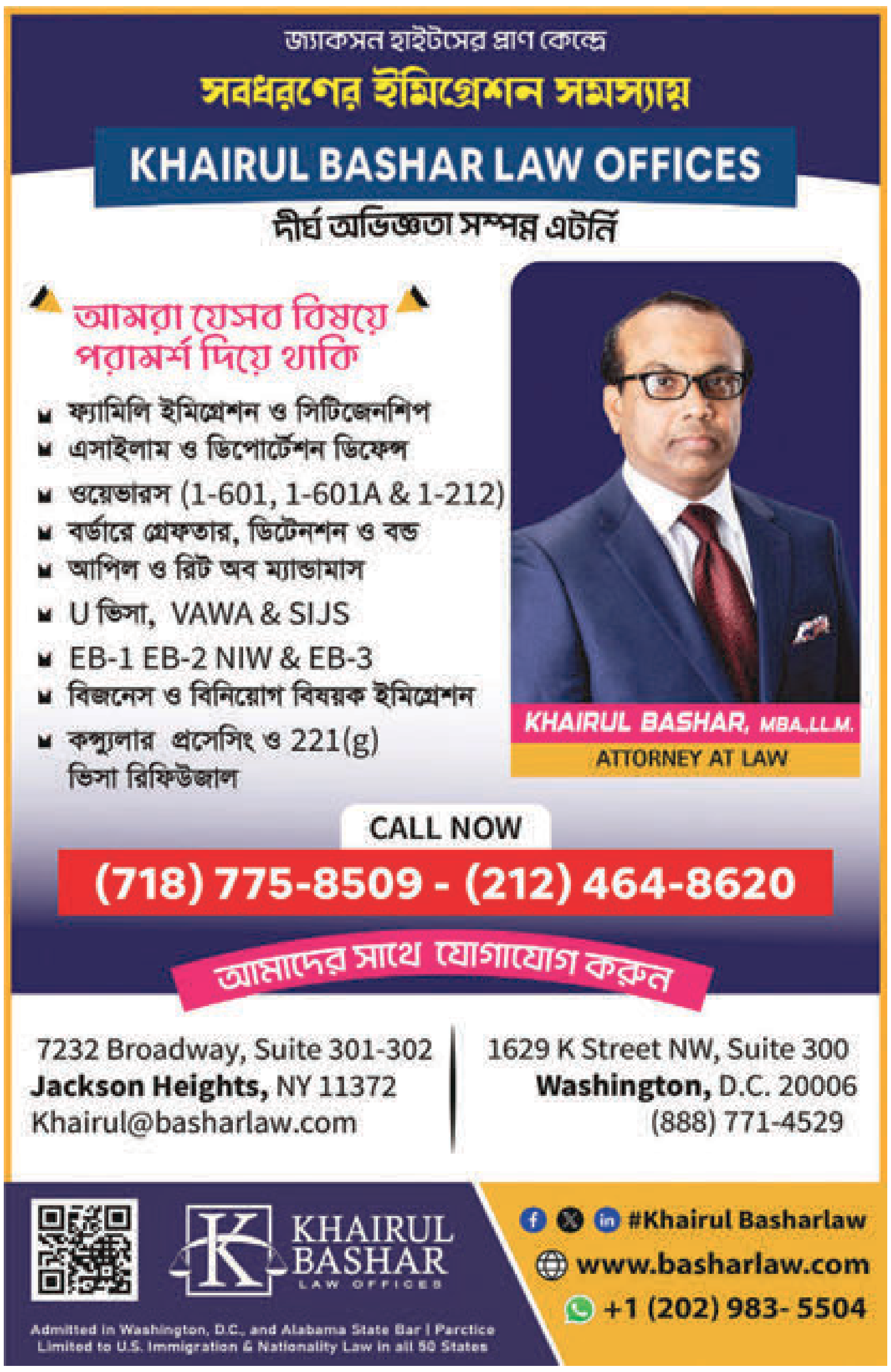

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তা বিচারের কাঠগড়া এড়িয়ে অবসরে গেলেন

উইন রোজারিও-হত্যাকাণ্ড

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যে অফিসারকে নিয়ে বিচার হওয়ার কথা ছিল, তিনি শেষ পর্যন্ত বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন না। এর কারণ কোনো আইনি কৌশল বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নয়। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, একটি সামান্য অথচ বিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে ভুলে যাওয়া। কুইন্সের ওজোন পার্কে ২০২৪ সালের মার্চে ১৯ বছর বয়সী বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণ উইন রোজারিওকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত অফিসার সালভাতোর আলোঙ্গি অবসর নিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে নাগরিক অভিযোগ পর্যালোচনা পর্ষদ (সিসিআরবি) অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত বলে রায় দিয়েছিল।

বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী, শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগে অভিযুক্ত কোনো পুলিশ সদস্য অবসরের আবেদন করলে তা সিসিআরবিকে জানাতে হয়। যাতে পর্ষদ বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিতে পারে। আলোঙ্গির ক্ষেত্রে সেই বিজ্ঞপ্তি কখনো যায়নি। বৃহস্পতিবার পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চান। তাঁর ভাষ্য, "মানবিক ভুলের" কারণে পেনশন বোর্ড আলোঙ্গির অক্ষমতাজনিত পেনশন বিবেচনা করার আগে পর্ষদকে জানানো হয়নি। বিভাগ দায় চাপিয়েছে এক সিভিল কর্মীর ওপর, যাঁকে নাকি পদাবনতি দিয়ে শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে।

কমিশনারের এই বিবৃতি এল রোজারিও পরিবারের সিটি হলের বাইরে সংবাদ সম্মেলনের ঘণ্টাখানেক পর। সেখানে ক্ষোভটা যতটা ছিল পুলিশ বিভাগের বিরুদ্ধে, ততটাই (বা হয়তো তার চেয়েও বেশি) মেয়র জোহরান মামদানির বিরুদ্ধে। যাঁকে এই পরিবার একসময় নিজেদের মানুষ বলে ভেবেছিল। উইনের মা নোটন ইভা কস্তা সরাসরি মেয়রকে উদ্দেশ করে বলেন, মেয়র তাঁর বাড়িতে এসে ভিন্ন ধরনের মেয়র হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ আজ তাঁরা প্রতারিত বোধ করছেন। তাঁর ভাষায় এটি "বিশ্বাসঘাতকতা", বিচার নয়। উইনের বাবা ফ্রান্সিস রোজারিও আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, এটি অবহেলা নয়, বরং পুলিশের উচ্চস্তরে পরিকল্পিত ধামাচাপা ও দুর্নীতি।

আলোঙ্গি ২০২৫ সালের আগস্টে, ঘটনার এক বছর পাঁচ মাস পর এবং সিসিআরবির সিদ্ধান্তের প্রায় তিন সপ্তাহ আগে, অক্ষমতাজনিত পেনশনের আবেদন করেন। সেপ্টেম্বরে টিশ দুই অফিসারকে শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগের নোটিশ দেন। ঠিক তখনই বিভাগের উচিত ছিল সিসিআরবিকে জানানো। যাতে পেনশন তহবিল আবেদনটি সাময়িক স্থগিত রাখতে পারে। তা না হওয়ায় সিসিআরবি জানতে পারে আলোঙ্গির অবসরের কথা গত আগস্টে। তাঁর শেষ কর্মদিবসের নয় সপ্তাহ পর। পর্ষদের মুখপাত্র ডাকোটা গার্ডনার ব্যর্থতা নিয়ে মন্তব্য করেননি। শুধু জানিয়েছেন অপর অভিযুক্ত অফিসার ম্যাথিউ সিয়ানফ্রোকোর বিচার "পরিকল্পনা অনুযায়ী" চলবে, যদিও কোনো তারিখ ঠিক হয়নি।

ঘটনার দিনটি, ২০২৪ সালের ২৭ মার্চ, বডিক্যামের ফুটেজে ধরা আছে। মায়ের ফোনে সাড়া দিয়ে দুই অফিসার রান্নাঘরের দরজায় পৌঁছালে উইন কাঁচি তুলে নেন। আলোঙ্গি তখনই টেজার চালান। মা কাঁচিটি ছিনিয়ে চেয়ারে রেখে অফিসারদের কাছে গুলি না করার আকুতি জানান। তবু দ্বিতীয় টেজার-শট এল, উইন আবার কাঁচি তুলে এগোলেন, আর সিয়ানফ্রোকো একবার গুলি করে পরে আরও চারবার। পুরো ঘটনা দুই মিনিটের। রিপোর্ট অনুযায়ী উইন ঘটনাস্থলেই মারা যান। রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর পরে দুই অফিসারের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি অভিযোগ না আনার সিদ্ধান্ত নেয়। মামদানির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির একটি ছিল সংকটে পড়া মানুষের কাছে পুলিশের বদলে মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী পাঠানো। ঠিক যে ধরনের সংকটে উইন রোজারিও ছিলেন। যে শহর বলেছিল সে মায়ের ডাকে অন্যভাবে সাড়া দেবে, সে কি এমন এক ব্যবস্থার ভেতরে আটকে আছে, যেখানে একটি ফাইল ঠিক জায়গায় না পৌঁছালে একটি জীবনের বিচারও পৌঁছায় না?

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | SIMPLE mobile | h2o UNLIMITED | T-Mobile | UNIVISION mobile | Lycamobile
Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Masjid AR-Raiyyan
NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হবিগঞ্জ পৌরসভার দক্ষিণ শ্যামলী আবাসিক এলাকায়

৩ তলা বাড়ি জমিসহ বিক্রয় করা হবে

বাড়ির মালিক: মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আতিক
সাবেক সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী, হবিগঞ্জ-৩

বাড়ির কাগজপত্র রেডি
(যে কোন সময় রেজিস্ট্রি করা যাবে)

যে সকল কাগজপত্র রেডি আছে

- ২০২৬ সাল পর্যন্ত খাজনা (ভূমি উন্নয়ন কর) পরিশোধ করা আছে।
- নামজারি করা আছে।
- সিএস খতিয়ান আছে।
- আরএস খতিয়ান আছে।
- জমির বায়া দলিল আছে।
- জমির দলিল আছে।
- গ্যাস সংযোগ আছে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ আছে।
- পানি সংযোগ আছে।
- বাড়ির তিন দিকে বাউন্ডারি ওয়াল করা আছে।
- হবিগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃক ৫ তলা ফাউন্ডেশন অনুমোদন আছে।

আগ্রহী ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন

যোগাযোগ: মোবাইল: ০১৭১৪২৪৬৭৪৯ (কবির)
০১৮১৯২২৭৬১০ (হোয়াটস্ এ্যাপ), ০১৩২৪৩১৬০৯৬ (আতিক)

বাসা ভাড়া

জামাইকার ইনউড স্ট্রিট এবং লেকউড এভিনিও এ অবস্থিত প্রাইভেট হাউজের ফাস্ট ফ্লোরে চমৎকার সুন্দর রেনুভেটেড একটি ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ (718) 839-5812 (টেক্সট করুন)। 31026

অফিস ভাড়া

জামাইকা ১৬৪ স্ট্রিট ও ৮৭ রোডে (হিলসাইড এভিনিও-তে ওয়ালগ্রীন এর পেছনে) এ অবস্থিত অফিসে ২টি রুম সাবলেট দেয়া হবে। যোগাযোগ: (718) 839-5812 (টেক্সট করুন)। 31026

বাসা ভাড়া

ই এবং এফ ট্রেনের সন্নিকটের 88 Avenue and 139 street 2 রুমের বেসমেনট স্বামী-স্ত্রীর অথবা স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগের নাম্বার 347-475-8406। 31026

বাসা ভাড়া

১ম তলা – ২টি বেডরুম, ১টি বাথরুম, ১টি লিভিং রুম ও ১টি রান্নাঘর। ২য় তলা – ২টি বেডরুম, ১টি বাথরুম ও ১টি রান্নাঘর (ডুপ্লেক্স অ্যাটিক)। ঠিকানা: 9020 178th street Jamaica Queens. Starting to rent from November 1st, 2026 যোগাযোগের নম্বর :9173864215(12pm-5pm) or 3479018663(5pm-10pm) 21026

পার্টনার এবং ইনভেস্টর আবশ্যক

পেনসিলভেনিয়াতে SOLAR FACTORY এবং GARMENTS ব্যবসায় PARTNER & INVESTOR আবশ্যক; EB-5 এর মাধ্যমে গ্রীন কার্ড পাওয়ার সুযোগ আছে। Cel: 202 683 5854 21026

পাত্রী চাই

২৪ বছর বয়সী, লম্বা, সুদর্শন ও ধার্মিক পাত্রের জন্য মার্কিন নাগরিক বা গ্রীনকার্ডধারী পাত্রী আবশ্যক। পাত্র বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় বসবাসরত একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। পাত্র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। আইটি সেক্টরে চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
যোগাযোগ: (পাত্রের বড় ভাই) 347-935-6199
Email: towhid.ahmed@gmail.com 2.9.26

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্রাজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

FREE ESTIMATE
Licensed & Fully Insured

Bengal Electric Systems Corp.

আমাদের সবধরণের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে Licensed & Background Check করা আছে।

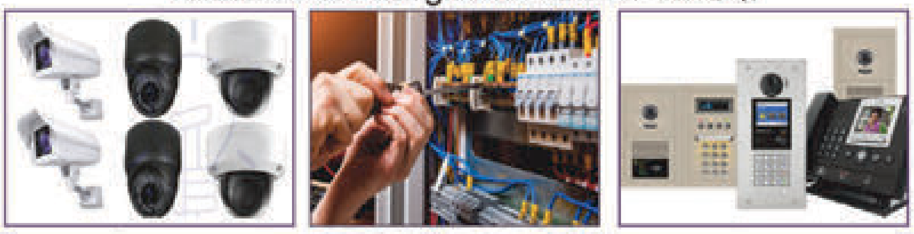

বাসাবাড়ী, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM(AUDIO & VIDEO)
- ACCESS CONTROL SYSTEM
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)
- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE

212-763-3747 | 929-253-4767
md@bengalelectric.net www.bengalelectric.net

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২৬

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষিতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
সেলিম-আলী
পরিষদ
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President
B4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary
B2
মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President
B3
মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Kamruz Zaman, Vice President
B5
হারুন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Harun Chairman, Asst. General Secretary
B6
নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
Nowshad Haider, Treasurer
B7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md. Z.H. Khan (Duke Khan), Organizing Secretary
B8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary
B9
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rezu Mohammed, Public Relation & Publicity Sect.
B10
মুনসুর আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mansur Ahammad, Social Welfare Secretary
B11
রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rumana Ahmed, Literary Secretary
B12
হাসান খান
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hasan Khan, Sports & Ent. Secretary
B13
এএসএম মাইন উদ্দীন (বাবলু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পসপ্রার্থী
Asm Main Uddin (Bablu), School & Edu. Secretary
B14
শাহনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Shahanaz Hossain, Woman & Children Secretary
B15
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পসপ্রার্থী
Jahangir Shahid Suhrawardhy, Youth & IT Secretary
B16
মো: উজ্জল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Uzzal Bipul, Executive Member
B17
সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Sarwor Khan Babu, Executive Member
B18
মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Mohammed A Mannan, Executive Member
B19
শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Shamim Ahmed, Executive Member
B20
মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Abdul Maleque Khan, Executive Member
B21
কাজী রবিউজ্জামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Kazi Rabiuzzaman, Executive Member
অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

নিউইয়র্কে কুনু-ফিরোজ পরিষদের সমর্থনে বৃহত্তর ঢাকাবাসীর মতবিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে কুনু-ফিরোজ পরিষদের সমর্থনে মতবিনিময় সভা করেছে বৃহত্তর ঢাকাবাসী। গত ৮ অক্টোবর নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেসে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় কুনু-ফিরোজ পরিষদের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদসহ অন্যান্যরা বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যক্রম, প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ এবং কমিউনিটির উন্নয়নে নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

সভায় আজমল হোসেন কুনু সোসাইটির অর্থের অপচয় না করা, ব্যক্তিগত প্রচারে সংগঠনের অর্থ ব্যয় না করা এবং ভবন কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জমা হলে ভবন কেনার প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচিত হলে তাদের প্রথম অগ্রাধিকার হবে একটি ফিউনারেল হোম প্রতিষ্ঠা করা বলেও জানান তিনি।

সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ সোসাইটিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, নতুন অভিবাসীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা, প্রবাসীদের সমস্যা সমাধান এবং নতুন প্রজন্মকে সংগঠনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা তুলে ধরেন। পাশাপাশি নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে সরাসরি বিমান চলাচল চালুর উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান তিনি।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করা জরুরি। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ, নতুন অভিবাসীদের সহায়তা এবং কমিউনিটির স্বার্থ রক্ষায় কুনু-ফিরোজ পরিষদ কাজ করবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ সময় তারা আগামী ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনে কুনু-ফিরোজ পরিষদের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে বিজয়ী করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশিষ্ট রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, সংগঠক ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এ আজিজ। প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিক ও নবাবগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা উপদেষ্টা গিয়াস উদ্দিন।

হাসানের মৃত্যুদণ্ড ঘিরে আল-কায়েদার হুমকি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফোর্ট হুডের সেনাঘাঁটিতে গণহত্যার দায়ে দণ্ডিত নিদাল হাসানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলে মার্কিন নাগরিক ও সেনাদের হত্যা এবং বিমান ছিনতাইয়ের হুমকি দিয়েছে আল-কায়েদা ও তাদের সমর্থকেরা। সোমবার (১২ অক্টোবর) আরব উপদ্বীপে আল-কায়েদা (এ কিউ এ পি) এক বিবৃতিতে জানায়, ৩ ডিসেম্বর দণ্ড কার্যকর হলে তাদের হাতে ধরা পড়া যেকোনো মার্কিন নাগরিককে হত্যা করা হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যেদিন আমেরিকা এই সিদ্ধান্ত নেবে, সেদিন তারা এ সিদ্ধান্তও নেবে যে আল-কায়েদার হাতে বন্দী হওয়া যে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এগজামিনারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গোষ্ঠীটি হাসানের পক্ষে সমর্থনও জানিয়েছে। এ মাসে ইসরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে বিমান আছড়ে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টায় জড়িত এক ওমানি হামলাকারীর পক্ষেও তারা সমর্থন জানায়।

এর কয়েক দিন আগে ইয়েমেনের এক আল-কায়েদা সমর্থক টেলিগ্রামে লিখেছিলেন, হাসানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলে মার্কিন বিমান ছিনতাই ও মার্কিন সেনা হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। মিডল ইস্ট মিডিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (মেমরি) ৭ অক্টোবরের প্রতিবেদনে এ কথা আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংককে ১২০ কোটি ডলার জরিমানা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সম্ভাব্য অর্থ পাচার ও অন্যান্য অবৈধ কর্মকাণ্ড শনাক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংক অব আমেরিকাকে ১২০ কোটি ডলার জরিমানা করা হয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ, ব্যাংকটি ৫০০ কোটি ডলারের বেশি সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য সরকারকে জানায়নি। এর মধ্যে ১০০ কোটি ডলারের লেনদেন জাতীয় নিরাপত্তা ও অবৈধ অর্থায়নের ঝুঁকি তৈরি করেছিল।

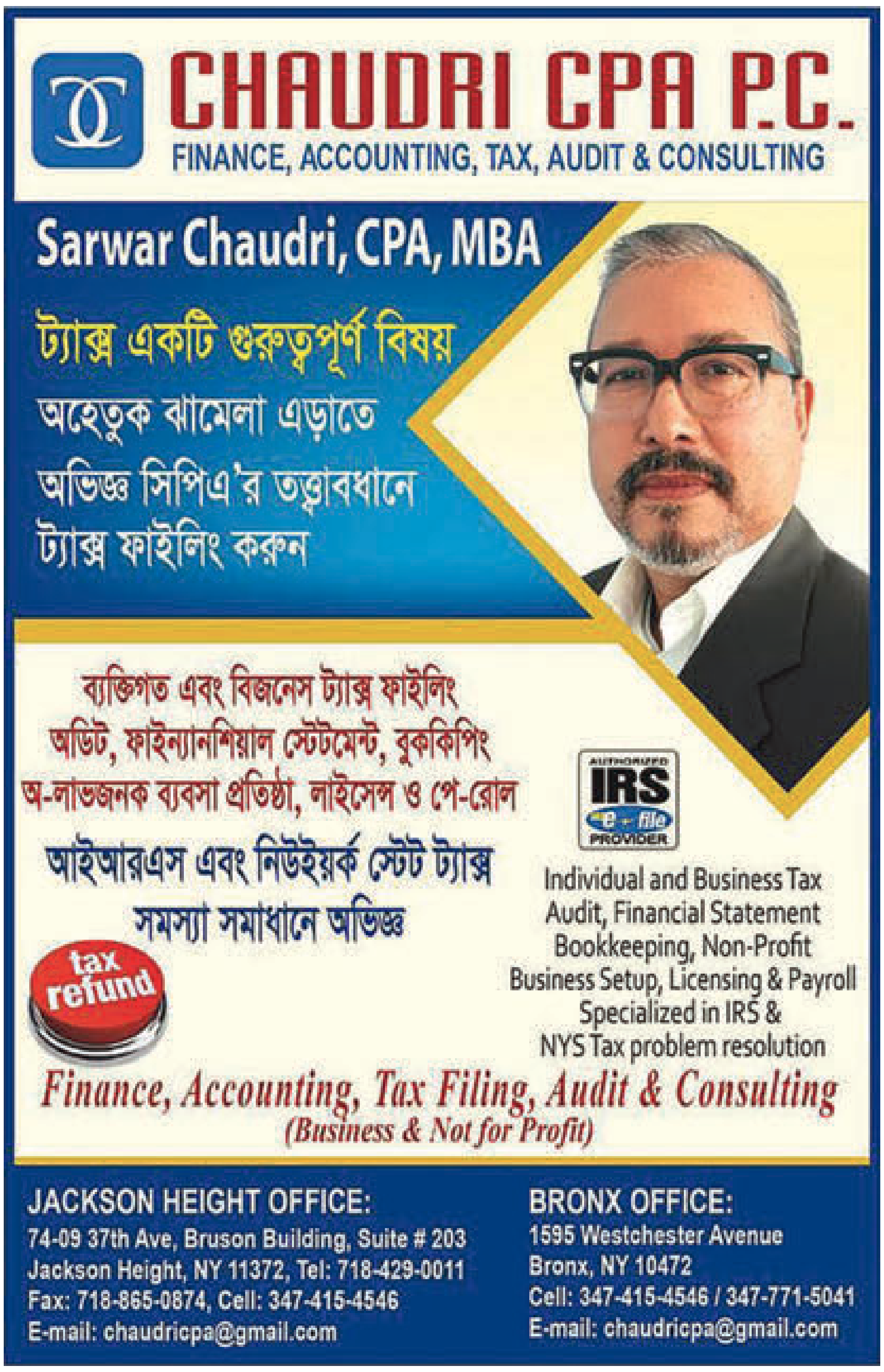

৩০০ মানুষের মধ্যে বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের খাদ্য বিতরণ

জ্যামাইকা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় তিন শতাধিক মানুষের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব। গত ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত জ্যামাইকার খামারবাড়ি সুপারমার্কেট প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

'ফুড ফর এ স্ট্রংগার কমিউনিটি' এবং 'সার্ভিং আওয়ার কমিউনিটি টুগেদার' স্লোগানে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, লবণ, ভোজ্যতেলসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ও নগরীর সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কর্মসূচির প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন লায়ন কাজী এম আর খান সেলিম। কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সহ সভাপতি এবং আসন্ন সোসাইটির নির্বাচনে একই পদের প্রার্থী ও খামার বাড়ি গ্রুপের অন্যতম পরিচালক লায়ন মো. কামরুজ্জামান কামরুল।

মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে কার্যকরী সদস্য প্রার্থী রিয়েলটর লায়ন সরওয়ার খান বাবু। সমগ্র আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় ছিলেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লায়ন জেএফএম রাসেল (এমজেএফ) এবং সাধারণ সম্পাদক লায়ন মাসুদ রানা তপন।

ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক জানান, লায়ন্স ক্লাবের 'উই সার্ভ' বা 'আমরা সেবা করি' আদর্শকে ধারণ করে কমিউনিটির ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তাঁরা।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট লায়ন অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন আহসান হাবিব, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলীয়ান, ক্লাবের সিনিয়র সহ সভাপতি লায়ন মশিউর রহমান, ক্লাব ট্রেজারার লায়ন এএসএম মাঈনউদ্দিন পিন্টু, লায়ন এম. এস. আলম,লায়ন মফিজুর রহমান,

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী লায়ন নওশাদ হায়দার, লায়ন জাকির হোসেন জুয়েল, লায়ন তমাল হোসাইন, লায়ন মিজানুর রহমান, লায়ন বদরুদ্দোজা সাগর, লায়ন আবুল কাশেম চৌধুরী, লায়ন বেলাল আহমেদ, লায়ন আব্দুল খালেক, লায়ন এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু,লায়ন আবদুল খালেক, লায়ন মো. মার্ক হাসান,লায়ন হালিম আব্দুল্লাহ কামরুল,লায়ন মো. শফিকুল ইসলাম,লায়ন তাসকিন এইচ. বেলাল প্রমুখ।

অভিবাসীদের ওয়ার্ক পারমিট নবায়নে ৫৪০ দিনের সুবিধা বাতিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী কর্মীদের ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের নিয়মে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। কাজের অনুমতিপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নবায়নের আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকলে আগে সর্বোচ্চ ৫৪০ দিন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার যে স্বয়ংক্রিয় সুবিধা ছিল, তা বাতিল করেছে দেশটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস)। নতুন নিয়মের ফলে সময়মতো নবায়ন অনুমোদন না পেলে অনেক অভিবাসী কর্মীকে সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া ও ব্লুমবার্গ ল-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগে নির্দিষ্ট শ্রেণির ওয়ার্ক পারমিটধারীরা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নবায়নের আবেদন করলে আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজের অনুমতির মেয়াদ বাড়ানোর সুবিধা পেতেন। নতুন বিধির ফলে এ সুবিধা আর সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নবায়নের আবেদন জমা দিলেও শুধু আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকার কারণে কর্মীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাবেন না। নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নবায়ন অনুমোদিত না হলে এবং অন্য কোনো বৈধ কর্মানুমতির ভিত্তি না থাকলে তাঁদের কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে।

এ পরিবর্তনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের চাকরি ও আয়ের ওপর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে যাঁদের নিয়োগকর্তা বৈধ কর্মানুমতির ওপর নির্ভর করে চাকরিতে বহাল রাখেন, তাঁদের ক্ষেত্রে নবায়ন প্রক্রিয়ায় বিলম্ব বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। নতুন বিধিতে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৮০ দিনের বেশি আগে নবায়নের আবেদন করার সুযোগও সীমিত করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে কর্মীদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করার সময়সীমা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করতে হবে। তবে আবেদন জমা দেওয়ার পর অনুমোদন পেতে কত সময় লাগবে, তা নিশ্চিত নয়। তাই শেষ মুহূর্তে আবেদন করলে প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই বর্তমান কর্মানুমতির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে।

সাউথ ফ্লোরিডায় ঢাকা ক্লাবের কমিউনিটি গেট-টুগেদার ও উইন্টার ফেস্ট কমিটি গঠন

জুয়েল সাদত

যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ফ্লোরিডায় ঢাকা ক্লাবের আয়োজনে আগামী ২৮ নভেম্বরের 'উইন্টার ফেস্ট' সামনে রেখে এক কমিউনিটি গেট-টুগেদার ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি বয়ন্টন বিচের সেবর রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ক্লাবের ১৫তম উইন্টার ফেস্টের পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা ক্লাবের সভাপতি মীম খানের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তিনি ফ্লোরিডার বিভিন্ন শহর থেকে আসা অতিথিদের স্বাগত জানান এবং আসন্ন উইন্টার ফেস্টের সার্বিক প্রস্তুতি তুলে ধরেন। তিনি জানান, এবারই প্রথম ওয়েস্ট পাম বিচের ফেয়ার গ্রাউন্ডের বিশাল মিলনায়তনে এই মেগা উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে নাজমুন নাহার ইউনা, মীম খান ও নওশাদ পবন উইন্টার ফেস্টের ৭১ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। এতে কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মুজিব উদ্দিন, মেম্বার সেক্রেটারি মোহাম্মদ আকরাম, কো-কনভেনর মীর কে আলম ও কুতুব উদ্দিন, প্রধান উপদেষ্টা মনজুর চৌধুরী ও রানা খান, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নাঈম খান দাদন এবং মিডিয়া চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাংবাদিক জুয়েল সাদত।

অনুষ্ঠানে সাউথ ফ্লোরিডার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা, একতারা, কারিগর, নারী ও ফ্লোরিডা বাংলা টিভিসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের মূল কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করায় উপস্থিত অতিথিরা ঢাকা ক্লাবের এই সমন্বয়ী উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

ড. ইউনূসকে হেনস্তায় জড়িতদের বিচার দাবি এনসিপির

ঢাকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে ধরে হেনস্তা ও আক্রমণাত্মক স্লোগান দেওয়ার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। একই সঙ্গে দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানিয়েছে দলটি। মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি জানায় এনসিপি।

বিবৃতিতে বলা হয়, গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও ও প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ ঘটনায় নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী এবং যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কয়েকজন নেতা কর্মীকে দেখা গেছে।

প্রথম আলো পরিবারের ভিন্নধর্মী এক

শেষ পৃষ্ঠার পর

আশরাফুজ্জামান, নীলুফার খান, নুজহাত, মশিউল মাহীন, স্বপ্না খান, চৌধুরী মো. শেখসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে আনসার উদ্দিন খান পাঠান প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে বক্তব্য দেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, পরিবেশের ভারসাম্য এবং বন্যপ্রাণী রক্ষায় সচেতনতার গুরুত্ব নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগের সাবেক এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পাখি, প্রকৃতি ও ফটোগ্রাফি নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেন। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, তাদের বৈচিত্র্য ও জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত অতিথিরা মুগ্ধ হয়ে শোনেন।

ডা. সুমাইয়া চৌধুরী কমিউনিটি স্বাস্থ্যসচেতনতা নিয়ে কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন, স্বাস্থ্যবিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে আমাদের সমাজে আলোচনা ও উদ্যোগের ঘাটতি থেকে যায়। স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবার ও কমিউনিটিতে এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে আলোচনা ও মতবিনিময়ের বিকল্প নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে নিউজার্সির ফ্র্যাঙ্কলিন টাউনশিপের পক্ষ থেকে কাউন্সিলওম্যান শিফা উদ্দিন আনসার উদ্দিন খান পাঠানকে একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করেন। সম্মাননাপত্র হস্তান্তরের সময় তিনি বলেন, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা নিউইয়র্ক ও নিউজার্সিতে বসবাসরত কমিউনিটিকে নিয়ে নিয়মিত ব্যতিক্রমী আয়োজন করে আসছে। আনসার উদ্দিন খান পাঠানকে নিউজার্সির একটি টাউনশিপের পক্ষ থেকে সম্মাননা দেওয়া প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে কাজ করা একজন আলোকিত মানুষের অবদানের স্বীকৃতি।

জবাবে আনসার উদ্দিন খান পাঠান তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং কাউন্সিলওম্যান শিফা উদ্দিনকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক সংগঠন ধরার উত্তর আমেরিকা সমন্বয়ক ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সেলিনা উদ্দিন বলেন, তিনি সব সময় ভালো কাজের পাশে থাকার চেষ্টা করেন। আনসার উদ্দিন খান পাঠান ও ডা. সুমাইয়া চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি এমন ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

নিউইয়র্কের প্রবীণ কমিউনিটি সংগঠক ও রিপাবলিকান নেতা নাসির খান পল বলেন, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সব সময় ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান ও ব্যতিক্রমী মানুষের সমাবেশ ঘটিয়ে কমিউনিটিকে আলোকিত করে রাখছে।

অনুষ্ঠানে আনসার উদ্দিন খান পাঠান, ডা. সুমাইয়া চৌধুরী এবং প্রখ্যাত শিল্পী বারী সিদ্দিকীর মেয়ে এলমা সিদ্দিকীকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্ভরযোগ্য তথ্যের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা হয়। আয়োজকদের প্রত্যাশা, এ ধরনের উদ্যোগ প্রবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিরা নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার পাশাপাশি অন্যদের কথা শোনার সুযোগ পান।

অনুষ্ঠানটি আয়োজনে যুক্ত ছিল প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পরিবার, দেশি ট্রিবিউন ও প্রথম আলো ফাউন্ডেশন ইউএসএ। নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে সংগীত পরিবেশন করেন জাকির হোসেন ও এলমা সিদ্দিকী।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের এক্সিম ব্যাংক ও দেশটির সহায়তাসংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'বিগত দিনে আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে তেমন কিছু পাইনি। কিন্তু বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক যেভাবে এগিয়েছে; আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেকগুলো এয়ারক্রাফট কিনছি, তেল, সয়াবিনসহ বিভিন্ন পণ্য ও কমোডিটি আমদানি করছি। তাই তাদের কাছ থেকে আমাদের জন্য বাড়তি সহায়তা আসা উচিত। তারা এ বিষয়ে একমত হয়েছে। এখন দেখা যাক।'

সরকারের অর্থনৈতিক নীতিতে ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ও যৌথ বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গেও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশ এ পথে এগিয়ে যেতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের অর্থনৈতিক নীতির মূল জোর হচ্ছে বিনিয়োগ। আমরা ঋণ থেকে সরে এসে সরাসরি বিনিয়োগ ও যৌথ বিনিয়োগের দিকে বেশি যেতে চাই।'

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানির বিষয়টি তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, এয়ারক্রাফট, তেল, সয়াবিনসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানির কারণে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যেও এর প্রভাব পড়ছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা তাদের জোর দিয়ে বলেছি, বাংলাদেশ যখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এত বেশি আমদানি করছে এবং দুই দেশের সম্পর্ক যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এখন যদি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই সমর্থন না আসে, তাহলে আর কবে আসবে? আমরা যে সহায়তাগুলো আশা করছি, সেগুলো এখন আসা উচিত।' তিনি জানান, বাংলাদেশের এই অবস্থানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো একমত হয়েছে। তবে প্রত্যাশিত সহায়তা বাস্তবে কতটা ও কীভাবে পাওয়া যায়, তা এখন দেখার বিষয়।

এআই ও গবেষণায় আলো ছড়াচ্ছেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "প্রযুক্তি তৈরি করাই শেষ লক্ষ্য নয়। প্রযুক্তি যদি বাস্তব মানুষের সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা না যায়, তাহলে তার প্রভাব সীমিত থেকে যায়।"

উদ্ভাবক হিসেবে সাফল্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিচারক হিসেবেও যুক্ত হয়েছেন তিনি। শিক্ষা ও প্রযুক্তির মর্যাদাপূর্ণ বৈশ্বিক স্বীকৃতি 'কিউএস রিইমাজিন এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'-এ বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন টিসা। পাশাপাশি তরুণদের বিভিন্ন উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তাবিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে বিচারক ও দিকনির্দেশক হিসেবে নিয়মিত পথপ্রদর্শন করে আসছেন তিনি।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসের প্রধান কার্যালয়ে (এডব্লিউএস হেডকোয়ার্টার্স ২) আয়োজিত 'এডব্লিউএস ডিএমভি কমিউনিটি ডে'-তে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করেন টিসা খন্দকার। "হ্যাকাথন থেকে প্রোডাকশন: ক্লাউড আর্কিটেকচারের সাহায্যে এআই-চালিত পণ্যের দ্রুত বিকাশ" শীর্ষক সেশনে তিনি হ্যাকাথনের ধারণাকে ক্লাউড আর্কিটেকচারের সহায়তায় কীভাবে বাস্তবমুখী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পণ্যে রূপান্তর করা যায়, তা প্রযুক্তিবিদদের সামনে তুলে ধরেন।

একাডেমিক গবেষণার জগতেও নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন এই তরুণী। ২০২৬ সালে ভার্জিনিয়া টেকে অনুষ্ঠিত 'সিআই প্লাস এইচকম্প' সম্মেলনে "ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই"-এর ওপর তার মানুষ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমন্বিত শিক্ষা ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এর স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানজনক 'এনএসএফ স্টুডেন্ট ট্রাভেল গ্রান্ট' লাভ করেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত অগ্রগতির যুগে শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের দায়িত্বশীলতা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যবোধের ভারসাম্য বজায় রাখা অর্থাৎ মানুষ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মধ্যকার সমন্বিত বুদ্ধিমত্তা (কমপ্লিমেন্টারি ইন্টেলিজেন্স) প্রতিষ্ঠাই তার গবেষণার অন্যতম দিক।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র তৈরি হলেও নিজের শিকড় এবং বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে নিয়ে বড় পরিকল্পনা রয়েছে টিসা খন্দকারের। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক উদ্ভাবন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, গণিত ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষায় সঠিক সুযোগ তৈরি করতে চান তিনি।

টিসা বলেন, "আমি চাই বাংলাদেশের একজন স্কুলের শিক্ষার্থীও বিশ্বাস করুক যে নাসা, আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্মেলন বা বিশ্বব্যাংকের মতো বড় বৈশ্বিক মঞ্চগুলো তাদের জন্য অসম্ভব কিছু নয়।"

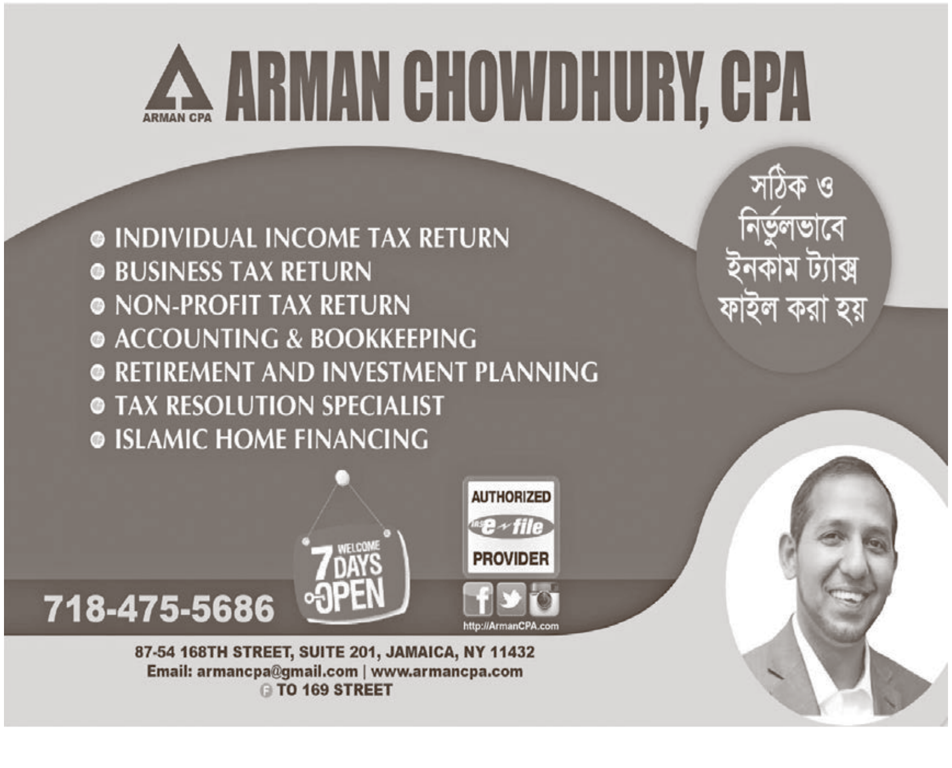

আটলান্টিক সিটিতে বেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে মিট অ্যান্ড গ্রিট

সুব্রত চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে ৭ অক্টোবর রাতে ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থীদের সঙ্গে ভোটার, দলীয় নেতাকর্মী ও কমিউনিটির প্রতিনিধিদের মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আটলান্টিক সিটির বেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে সংগঠনটির মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আসন্ন কংগ্রেসের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী জ্যাক মুলক (মুল্ক) এর পক্ষে তার নির্বাচনী প্রচারণা ব্যবস্থাপক, আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টির সাবেক চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান, আটলান্টিক কাউন্টির শেরিফ পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী সন রিগিন,আটলান্টিক সিটির কাউন্সিল এট লার্জ স্টিফেনি মার্শাল, আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্রেটিক কমিটি পার্সন সুব্রত চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। তাঁরা ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থীদের ভোট দেয়ার আহ্বান জানান। এসময় প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী মিশন ও ভিশন উপস্থিত সুধীজনদের কাছে তুলে ধরেন।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শাহরু রাজা চৌধুরীর সঞ্চালণায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আকবর হোসেন, মোঃ দিদার, সাঈদ দোহা, মোঃ মুকিত, মাহবুব রহমান মজনু, রানা কবির, সহ অনেকেই।

মিশিগানে দুর্ঘটনায় মাহবুব আলমের মৃত্যু

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

মাহবুব আলম

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন শহরে মর্মান্তিক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মাহবুব আলম কোরেশী নামে এক মিশিগান প্রবাসী যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ৯ অক্টোবর দুপুরে ১২ মাইল ও হুবার সড়কের সংযোগস্থলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় পতিত হন মাহবুব আলম কোরেশী । দুর্ঘটনার পরপরই তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়।

নিউইয়র্কে জি কে গউছকে সংবর্ধনা

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ ও হবিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব জি কে গউছকে সংবর্ধনা দিয়েছে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক। শনিবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এ সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রবাসীরা প্রায় দুই দশক ধরে বন্ধ থাকা ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর জোর দাবি জানান।

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন হুইপ জি কে গউছ। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন, বাংলাদেশ সোসাইটির

সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান ও গিয়াস আহমেদসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংবর্ধিত অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়ার পাশাপাশি মানপত্র পাঠ ও সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।

মতবিনিময় পর্বে উপস্থিত বক্তারা যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের নানা সমস্যা ও যুক্তিসংগত দাবি তুলে ধরেন। প্রবাসীরা জানান, ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট বন্ধ থাকায় বয়স্ক ও শিশুদের নিয়ে যাতায়াতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তাই দ্রুগ এই রুটে সরাসরি বিমানসেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তারা। পাশাপাশি ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক দ্রুত ছয় লেনে উন্নীত করা, জাতীয় সংসদে প্রবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে কোটা প্রবর্তন, জাতীয় পরিচয়পত্র ও এনভিআর সিল প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজ করা এবং দেশে প্রবাসীদের জমিজমা দখল রোধে আইনি সুরক্ষা জোরদার করার দাবি জানানো হয়।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট, ষ্টুডেন্ট বা ট্রানজিট ভিসা অথবা
অন্য যে-কোন উপায়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস ও ব্যবসায়ের বিষয়ে
বেস্ট ইমিগ্রেশন ও বিজনেস কনসালটিং অফিস

Political Asylum
নির্ভুল ফাইলিং এর পূর্ণ সহায়তা এবং পরবর্তীতে গ্রীনকার্ড পাবার নানা উপায়-সহ যাবতীয় বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ।
পলেটিক্যাল এসাইলাম এর মাধ্যমে মোটামুটি ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল-সহ বৈধভাবে বসবাসে সহযোগীতা।

SIJS (Special Immigrant Juvenile Status)
আমেরিকায় বসবাসরত ২১ বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদের সীজ প্রোগ্রামের আওতায় গ্রীনকার্ড প্রসেস করা হয়।
অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।

VAWA (Violence Against Women Act)
আমেরিকান সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ড হোল্ডারকে বিয়ে করার পরও নানা কারণে গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না;
অথবা গ্রীনকার্ডটি রিভোক হতে যাচ্ছে! আমাদের সংগে আজই যোগাযোগ করুন।

E2 / L1 | EB-3
SIJS | VAWA
POLITICAL ASYLUM

ফোনে এপয়েন্টমেন্ট করে আসুন
Old Club Man Corporation
(718) 839-5812 | (212) 814-4068
16222 87th Road, Jamaica, NY 11432

বৃহস্পতিবার (Thursday), ১৫ অক্টোবর ২০২৬

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

জাহাজভাঙা শিল্পে সনদ আছে, নিরাপত্তা নেই

আলম শাইন

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারীতে 'ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং' ইয়ার্ডে অন্যান্য দিনের মতোই কাজ চলছিল। ২০ জন শ্রমিক 'এমভি রাসি' নামের একটি বিশাল ট্যাংকার জাহাজ কাটছিলেন ১৪ আগস্ট ২০২৬। জাহাজটির ওজন ৩০ হাজার ৭৭০ টন। প্রায় দেড় বছর ধরে সেটি কাটার কাজ চলছিল। শেষ দিকে একটি ট্যাংক কাটতে গিয়ে হঠাৎ জাহাজের ভেতরে আটকে থাকা বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে আসে। প্রথমে দুজন শ্রমিক জ্ঞান হারান। তাদের বাঁচাতে ছুটে যান আরও দুজন, তারাও অচেতন হয়ে পড়েন। এমনকি ফোরম্যান ও মাস্ক পরা নিরাপত্তাকর্মীরাও রক্ষা পাননি। ঘটনায় নয়জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় সঙ্গে সঙ্গে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন আরও ১১ জন।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জানিয়েছেন, জাহাজ কাটার আগে সেটিকে গ্যাসমুক্ত করা হয়নি। শ্রমিকদের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার ছিল না, ছিল না কোনো চিকিৎসকও। অথচ শিপ ইয়ার্ডে তিনটি অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে ছিল। এতে মনে হচ্ছে, এখানে একটা কিছু ঘটবে তা মালিকপক্ষ আগেই বুঝতে পেরেছেন। তাই আহতদের চিকিৎসার চেয়ে মৃতদেহ সরানোর প্রস্তুতি আগেভাগেই নেওয়া হয়েছিল?

বিস্ফোরক অধিদফতরের সূত্র অনুযায়ী, জাহাজের ব্যালাস্ট এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাণঘাতী গ্যাস হাইড্রোজেন সালফাইড। উচ্চ ঘনত্বে এই গ্যাস মানুষকে দ্রুত অচেতন করে দিতে পারে। প্রশ্ন হলো, একটি ট্যাংকার ভাঙার আগে গ্যাসমুক্ত করার যে বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া, সেটি কেন মানা হলো না?

উত্তর খুঁজতে গেলে ফেরদৌস স্টিলের আগের রেকর্ডের দিকে তাকাতে হয়। মাত্র দেড় মাস আগে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর এই শিপ ইয়ার্ড পরিদর্শন করে নিরাপত্তার নানা ঘাটতি পেয়েছিল, যার কারণে মামলাও হয়েছিল। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেই একই অধিদফতর প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগের সত্যতা পেয়েছিল। এর মধ্যে ছিল শ্রমিকদের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন না করা, ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রতিবেদন জমা না দেওয়া এবং ওভারটাইমের পাওনা পরিশোধ না করা। বারবার নোটিশ পাঠানো হলেও প্রতিষ্ঠানটি কোনো জবাব দেয়নি। শেষ পর্যন্ত জুলাই মাসে বাধ্য হয়ে শ্রম আদালতে মামলা করে অধিদফতর। এতে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। সেই মামলা এখনো চলমান।

মামলা চলার মধ্যেও প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে কাজ চালিয়ে যায়, সেই প্রশ্নও স্থানীয়দের মধ্যে উঠেছে। আরও অবাক করার বিষয় হলো, নয়জন শ্রমিকের মৃত্যুর পরও কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের বক্তব্য বদলায়নি। গণমাধ্যমের কাছে তাদের প্রতিনিধি দাবি করেছেন, শুক্রবার কারখানা বন্ধ থাকে। সেদিন যারা কাজ করছিলেন, তারা নাকি নিরাপত্তা বিভাগের লোকজন। অথচ শ্রম আইন অনুযায়ী শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং আট ঘণ্টার বেশি কাজ করালে ওভারটাইম দেওয়া বাধ্যতামূলক। এই দুই নিয়মের কোনোটিই ফেরদৌস স্টিলে মানা হতো না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, এই বিতর্কিত কারখানাটি বাংলাদেশের একটি 'সবুজ জাহাজভাঙা কারখানা' (গ্রিন ইয়ার্ড) হিসেবে সনদপ্রাপ্ত। এই সনদ দেয় বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড। সেখানে শ্রমিকের নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নানা শর্ত মানার কথা। দেশে নিবন্ধিত ৮৪টি জাহাজভাঙা কারখানার মধ্যে ২৩টিকে এই সনদ দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় ফেরদৌস স্টিলের নাম থাকায় সনদ দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটিই এখন বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

সনদ দেওয়ার সময় যে যাচাই-বাছাই হওয়ার কথা এবং সনদ পাওয়ার পর যে নিয়মিত তদারকি প্রয়োজন, এই দুইয়ের মধ্যে যে বড় ফারাক রয়েছে, সীতাকুণ্ডের ঘটনাটি তা স্পষ্ট করেছে। একবার সনদ পাওয়ার পর যদি বছরের পর বছর সেটি পুনর্মূল্যায়নের বাইরে থাকে, তাহলে ওই সনদ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না হয়ে শুধু প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থা অর্জনের উপায় হিসেবেও এই সনদ ব্যবহার হতে পারে।

ঘটনার পর জাহাজভাঙা শিল্প মালিক সমিতি নিহতদের পরিবারকে ১০ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব কারখানা পরিদর্শন করে কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মালিক সংগঠন বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএসবিআরএ) পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে। কমিটি খতিয়ে দেখবে, জাহাজটি গ্যাসমুক্ত করা হয়েছিল কি না এবং গ্যাসমুক্ত করার সনদ ছিল কি না।

আমাদের দেশে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া আর তদন্ত কমিটি গঠন করা স্বাভাবিক বিষয়। অতীতেও এমনটা হয়েছে। বলা যায়, এটি এখন একধরনের আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। অবশ্য এতে সাময়িকভাবে জনরোষ কমে, কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হয় না।

জাহাজভাঙা শিল্পের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, এই শিল্প এক দেশ থেকে আরেক দেশে সরে গেছে। এর বড় কারণ ছিল পরিবেশ ও শ্রম আইনের দুর্বল প্রয়োগ। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে একসময় এই ব্যবসা রমরমা ছিল। কিন্তু জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকায় ধীরে ধীরে সেখানে এ শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। এরপর চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াতেও এই শিল্পের পরিসর কমে আসে। পরে দক্ষিণ এশিয়ার উপকূলে—ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এর বিস্তার ঘটে।

জাহাজভাঙায় এখন বিশ্বে ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। প্রশ্ন হচ্ছে, উন্নত বিশ্ব যে ঝুঁকি নিজেদের দেশে রাখতে চায়নি, সেই ঝুঁকি কেন প্রতিবছর আমাদের শ্রমিকদের বহন করতে হবে? এই শিল্প এক দেশ থেকে অন্য দেশে সরে যাওয়ার পেছনে মূলত সস্তা শ্রম ও দুর্বল নজরদারির বিষয়টি কাজ করে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের হিসাবে, ২০১৫ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত এই দশ বছরে জাহাজভাঙা শিল্পে ১৩৭ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। শুধু ২০১৯ সালেই মারা গিয়েছিলেন ২৩ জন। মৃত্যুর ঘটনাগুলোতে প্রায় একই কারণ সামনে আসে—নিরাপত্তা সরঞ্জামের অভাব, প্রশিক্ষণের ঘাটতি, দ্রুত উদ্ধারব্যবস্থা না থাকা এবং নিয়মিত পরিদর্শনে গাফিলতি।

২০১৮ সালের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন এবং ২০১১ সালের বিধিমালায় শ্রমিকের নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। তারপরও বাস্তবে শ্রমিকের জীবন কেন এতটা অরক্ষিত, সেই প্রশ্ন বারবার সামনে আসে। আইন থাকা আর আইন প্রয়োগ হওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে যে বড় ফারাক, প্রতিটি দুর্ঘটনাই আমাদের তা নতুন করে দেখিয়ে দেয়। অথচ এই ব্যবধান কমানোর কার্যকর উদ্যোগ খুব একটা দেখা যায় না।

প্রতিটি ঘটনার পর তদন্ত কমিটি হয়, ক্ষতিপূরণের ঘোষণা আসে, কিছুদিন আলোচনা চলে। এরপর ধীরে ধীরে বিষয়টি আড়ালে চলে যায়। এই ঘটনাটিও একদিন হয়তো আলোচনার বাইরে চলে যাবে।

তাই আমরা বলব, সীতাকুণ্ডের এই মৃত্যু কোনো বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়; এটি একটি ব্যবস্থার ব্যর্থতা। যে ব্যবস্থায় আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ নেই। সনদ আছে, কিন্তু যথাযথ যাচাই নেই। মামলা চলছে, কিন্তু কার্যক্রম বন্ধ হচ্ছে না। এই ফাঁকগুলো বন্ধ না হলে আরও একটি জাহাজ, আরও একটি ইয়ার্ড, আরও কিছু শ্রমিকের নাম যুক্ত হবে এই মৃত্যুর তালিকায়।

শ্রমিকের জীবন রক্ষার দায়িত্ব শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের নয়, রাষ্ট্রেরও। তাই তদারকি সংস্থার হাতে সরাসরি কাজ বন্ধ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। নিয়ম ভাঙলে মালিকদের লাইসেন্স বাতিলের বাস্তব ঝুঁকিও থাকতে হবে। তা না হলে জাহাজভাঙা শিল্পে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর ঘটনা কমবে না; বরং মৃত্যুর তালিকা আরও দীর্ঘ হবে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক কলামিস্ট

দেখা হলো না, আখতার ভাই

আবদুল হামিদ মাহবুব

আখতার হুসেনের সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি। একবার মাত্র ফোনে কথা হয়েছিল। সময়ের হিসাবে সেই কথোপকথন খুব দীর্ঘ ছিল না; মোটামুটি পনেরো থেকে বিশ মিনিট। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সেই সামান্য সময়ের কথাগুলোই আজ কত দীর্ঘ হয়ে আমার কাছে ফিরে আসছে। মনে হচ্ছে, ফোনের ওপাশে বসে থাকা মানুষটির সঙ্গে সেদিন যেন শুধু কথা হয়নি, পরিচয়ের একটি দরজা খুলেছিল। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল তাঁর শৈশব, তাঁর লেখালেখি, তাঁর কর্মজীবনের টানাপোড়েন, আমাদের জেলার সঙ্গে তাঁর স্মৃতির সম্পর্ক এবং সর্বোপরি, একদিন দেখা হবে; এই ছোট্ট অথচ মধুর প্রত্যাশা। আজ সেই প্রত্যাশাটুকুও আর পূরণ হওয়ার নয়।

আখতার ভাই-ই আমাকে ফোন করেছিলেন। খুব বেশি আনুষ্ঠানিকতা ছিল না কথায়। কেমন আছি, কী করি, লেখালেখি করি কি না; এইসব ভালো-মন্দের কথাবার্তা। তিনি জানতেন, আমিও ছড়া লিখি। বলেছিলেন, সামনে আমার কোনো ছড়া পড়লে তিনি পড়েন। আমার ফোন নম্বরটি তিনি দীপংকর মোহান্তের কাছ থেকে পেয়েছেন, সেটিও জানিয়েছিলেন।

দীপংকর আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ। বর্তমানে তিনি সুনামগঞ্জ প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সুপারিনটেনডেন্ট। একসময় তাঁর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই দেখা হতো। আমাদের শহরের কলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি। পরে গবেষণায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁর অনেকগুলো গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম বইটি ছিল লীলা নাগকে নিয়ে। তারপর একে একে আরও কত বই যে বেরিয়েছে! দীপংকরের বই প্রকাশিত হলেই সে আমাকে একটি কপি উপহার দিত। সেই উপহার পাওয়ার আনন্দ আজও আমার কাছে অমলিন।

দীপংকরের সঙ্গে আখতার হুসেনের পরিচয়ের কথাটিও আমি তাঁর কাছ থেকেই জেনেছিলাম। মফিদুল হকের 'সাহিত্য প্রকাশ'- এ তাঁদের দেখা হয়েছিল। সাহিত্য প্রকাশ থেকে দীপংকরের অনেকগুলো বই বেরিয়েছে। সেই সূত্রে সাহিত্য প্রকাশে তাঁর নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল। আর আখতার ভাই সেখানে প্রুফরিডারের কাজ করতেন। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, এখন তিনি 'প্রথমা'য় বই সম্পাদনা ও প্রুফরিডিং দুটো কাজই করেন। দীপংকরের কাছ থেকেই আখতার ভাই জেনেছিলেন, আমি সাহিত্যচর্চা করি এবং ছোটদের জন্য লেখালেখি করি। আমি একজন শিশুসাহিত্যিক; এই পরিচয়টিই যেন তাঁর কাছে একটু বিস্ময়ের ছিল। কারণ তিনিও শিশু সাহিত্যিক। এত কাছাকাছি সময়ে, একই সাহিত্যভুবনে বিচরণ করেও আমাদের দেখা হয়নি, এটাই তাঁর একরকম অভিযোগ ছিল। কথার ফাঁকে তিনি বলেছিলেন, "আপনি ছোটদের জন্য লেখেন, অথচ আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হলো না!" তাঁর কণ্ঠে অভিযোগের চেয়ে আন্তরিকতার সুরই বেশি ছিল।

আলাপের একসময় তিনি তাঁর শৈশবের কথা বলতে শুরু করলেন। জানালেন, আমাদের জেলার কুলাউড়া রেলস্টেশনের কাছে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। তাঁর বাবা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। পোস্টিং ছিল কুলাউড়া রেল জংশনে। সেই সুবাদে তাঁর ছোটবেলার অনেকটা সময় কেটেছে কুলাউড়ায়। কথার মধ্যে তিনি কুলাউড়ার অনেক মানুষের নাম বললেন। তাঁদের কাউকেই আমি চিনতাম না। শুধু লেখালেখি করেন; এমন একজনের নাম শুনে চিনতে পেরেছিলাম, গোলাম কবির। তিনি এখন প্রবাসে।

কথা বলতে বলতে আখতার ভাই যেন নিজের শৈশবের দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিলেন। রেললাইনের পাশে কেটে যাওয়া সেই দিনগুলো, পরিচিত মুখ, স্টেশনের পরিবেশ; সবকিছু যেন তাঁর স্মৃতিতে তখনও জীবন্ত। তাঁর কথায় আমি সেই অচেনা শৈশবের একটা আবছা ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম, একবার কুলাউড়ায় এসে ছোটবেলার জায়গাগুলো ঘুরে যেতে। পুরোনো মানুষদের খুঁজে দেখা, পরিচিত রাস্তায় দাঁড়ানো, স্টেশনের বাতাসে কিছুক্ষণ পুরোনো দিনকে ফিরে পাওয়া, এসব নিশ্চয়ই তাঁর ভালো লাগবে।

তিনি তখন বলেছিলেন, বয়স হয়েছে। চাইলেই এখন আর হুট করে কোথাও চলে যাওয়া যায় না। কথার ভেতর দিয়ে তাঁর সাংসারিক কিছু যন্ত্রণার কথাও উঠে এসেছিল। বলেছিলেন, এই বয়সেও তাঁকে কর্মকরে খেতে হচ্ছে। কথাটি আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন বিঁধে গিয়েছিল। একজন লেখক, একজন সাহিত্যকর্মী, এতদিন কাজ করার পরও জীবনের এই সময়ে এসে তাঁকে কাজের অনিশ্চয়তার কথা বলতে হচ্ছে; বিষয়টি আমাকে ভেতর থেকে স্পর্শ করেছিল।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, ঢাকা গেলে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। আমিও বলেছিলাম, নিশ্চয়ই দেখা করব। কিন্তু মানুষ ভাবে একরকম, সময় তাকে নিয়ে যায় অন্যদিকে। এরপর আমি অনেকবার ঢাকায় এসেছি। কতবার যে ঢাকার রাস্তায় হেঁটেছি, কত কাজ করেছি, কত মানুষের সঙ্গে দেখা করেছি; কিন্তু আখতার ভাইয়ের কথা আর মনে পড়েনি। আজ ভাবছি, মানুষ কত সহজেই একটি প্রতিশ্রুতি নিজের অজান্তে ফেলে রাখে! অথচ অন্য একজন হয়তো সেই কথাটিকে মনে রেখেই বসে থাকেন।

সেদিন ফোনে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, আমি তাঁর বই পড়ি কি না। আশ্চর্য কাকতাল; তখনই আমার হাতের কাছে ছিল তাঁর 'প্রজাপতি ও প্রজাপতি' বইটি। আমি হাত বাড়িয়ে বইটি হাতে নিয়ে তাঁকে বলেছিলাম, "এই মুহূর্তে আপনার একটি বই আমার হাতেই আছে।" তিনি বইটির নাম জানতে চাইলেন। বললাম, "ছড়ার বই 'প্রজাপতি ও প্রজাপতি'।"

তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দিলেন। বললেন, ওটা ছড়ার বই নয়, কিশোর কবিতার বই। বেশিরভাগ কবিতা স্বরবৃত্তে নয়, মাত্রাবৃত্তে লেখা। কোথাও স্বল্প মিল, কোথাও দীর্ঘ মিল আছে। তাই ওগুলোকে ঠিক ছড়া বলা যাবে না। তাঁর কথায় আমি একটু লজ্জাই পেয়েছিলাম। সত্যিই তো; বইটির লেখাগুলো একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায়, সেগুলো বর্ণনাধর্মী কবিতা; প্রতিটি কবিতার গঠনও ছড়ার মতো সংক্ষিপ্ত নয়, বরং অনেকটাই দীর্ঘ। একজন লেখক নিজের লেখার প্রকৃতি সম্পর্কে কতটা সচেতন থাকেন, সেদিন তাঁর কথায় সেটি টের পেয়েছিলাম।

আমি বইটি খুলে তাঁকে সেখান থেকে তাঁরই একটি কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, তিনি খুশি হয়েছেন। একজন লেখকের নিজের লেখা অন্য একজনের কণ্ঠে শুনতে পাওয়ার আনন্দ নিশ্চয়ই আলাদা। হয়তো ফোনের ওপাশে বসে তিনি মৃদু হেসেছিলেন। সেই হাসি আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু তাঁর কণ্ঠে তার আভাস পেয়েছিলাম।

এরপর তিনি জানতে চাইলেন, আমি শিশুদের অনুষ্ঠানাদিতে যাই কি না। আমি বলেছিলাম, "একসময় তো আমরাও বাচ্চা ছিলাম। আমি 'চাঁদের হাট' করতাম।" তিনি তখন বললেন, "আমি খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলাম।" কথার পর কথায় যেন আমাদের দুজনের শৈশব ও শিশুসাহিত্যের জগৎ এক জায়গায় এসে মিলেছিল।

তিনি আরও জানতে চেয়েছিলেন, বাচ্চারা তাঁর ছড়া-কবিতা পড়ে কি না। আমি তাঁকে বলেছিলাম, মাঝেমধ্যে শিশুদের কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতায় আমাকে বিচারকের আসনে বসতে হয়। তখন অনেক শিশুর মুখেই তাঁর ছড়া-কবিতা আবৃত্তি শুনি। কথাটি শুনে তিনি নিশ্চয়ই আনন্দ পেয়েছিলেন। একজন লেখকের কাছে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে? তার লেখা শিশুর কণ্ঠে বেঁচে আছে। এটাতেই তৃপ্তি।

কথা শেষ করার আগে তিনি আবারও বলেছিলেন, ঢাকায় গেলে যেন 'প্রথমা'য় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তখন 'প্রথমা'র মালিক মতিউর রহমান, আমাদের 'মতি ভাই' সম্পর্কে আমি কিছু নেতিবাচক কথাও বলেছিলাম। মতি ভাইকে আমি চিনি ১৯৮০-৮১ সাল থেকে, যখন তিনি সাপ্তাহিক একতার সম্পাদক ছিলেন। আমি বলেছিলাম, পিঠ চাপড়ে মতি ভাই অনেক কাজ আদায় করে নিতে পারেন। তবে ঠিকঠাক টাকা-পয়সা দেন কি না, সেটি জানতে চেয়েছিলাম। আখতার ভাই তখন একেবারে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন, "আমাদের মতো লোককে কে কাজ দেবে? তারপরও তো কাজ পেয়েছি। ঠেলে ঠেলে তো দিন চলে যাচ্ছে।" তারপরই বলেছিলেন, সব কথা এভাবে ফোনে বলা সম্ভব নয়। দেখা হলে বলবেন। আমি আবারও বলেছিলাম, ঢাকা গেলে দেখা করব। কিন্তু সেই দেখা আর হলো না।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬। আকস্মিকভাবে ঢাকায় অবস্থান করছিলাম। স্ত্রীর যে বিভাগে চাকরি, সেই বিভাগের অধিদপ্তর থেকে আগেরদিন সকালে হঠাৎ অফিসিয়াল চিঠি এসেছিল। তাঁকে নিয়ে রাতেই ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিতে হয়েছে। অধিদপ্তরের কাজ সেরে মাত্র ফিরেছি। তারপর ফেসবুক স্ক্রল করতে গিয়ে চোখে পড়ল লেখক ইমরান পরশের একটি পোস্ট; আখতার হুসেন আর নেই। ইন্তেকাল করেছেন।

খবরটি পড়ে বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন শূন্য হয়ে গেল। এতদিন যে মানুষটির সঙ্গে দেখা করার একটি ছোট্ট ইচ্ছা ছিল, সেই মানুষটিই আর নেই। অথচ আজ আমি ঢাকায়। আজ যদি তাঁর কথা মনে পড়ত! আজ যদি 'প্রথমা'তে যাওয়ার সুযোগ হতো! আজ যদি ফোনের ওপাশের সেই কণ্ঠটি আর একবার শুনতে পেতাম!

আখতার ভাই, আপনাকে আমি দেখিনি। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল মাত্র একবারের ফোনালাপে। তবু সেই সামান্য কথাগুলো আজ এত আপন হয়ে উঠেছে যে, আপনার চলে যাওয়ার খবর শুনে মনে হচ্ছে, বহুদিনের পরিচিত একজন মানুষকে হারালাম। আপনি কুলাউড়ার যে শৈশবের কথা বলেছিলেন, যে মানুষের নামগুলো বলেছিলেন, যে কষ্টের কথা সামান্য আভাসে জানিয়েছিলেন, যে বই হাতে নিয়ে আমাকে ছড়া আর কিশোর কবিতার পার্থক্য বুঝিয়েছিলেন; সবকিছু আজ একসঙ্গে মনে পড়ছে।

ক্ষমা করবেন, আখতার ভাই। আপনি বলেছিলেন, ঢাকা গেলে যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি। আমি এসেছি বহুবার, কিন্তু আপনার কাছে আর যাওয়া হয়নি। আজ যখন ঢাকায় এসে আপনার সঙ্গে দেখা করার মতো সব সুযোগই যেন সামনে ছিল, তখনই জানতে হলো; আপনি আর নেই। কখনো কখনো জীবনের সবচেয়ে বড় আক্ষেপগুলো খুব ছোট একটি অসম্পূর্ণ বাক্যের মতো থেকে যায়। আমার আক্ষেপটিও তেমন; "ঢাকা গেলে আখতার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করব।" সেই দেখা আর হলো না।

আপনি চলে গেলেন। থেকে গেল আপনার লেখা, আপনার কণ্ঠের স্মৃতি, কুলাউড়ার রেলজংশনের সেই শৈশবের গল্প, আর একজন অচেনা অথচ আপন হয়ে ওঠা মানুষের সঙ্গে পনেরো-বিশ মিনিটের একটি ফোনালাপ। আর আমার মনে থেকে গেল একটাই কথা; আখতার ভাই, দেখা হলো না। আর কোনোদিনই হবে না।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক।

টার্নঅ্যারাউন্ড ডে-বিদায় এবং আগমনের গল্প

শেলী জামান খান

জেএফকে থেকে সিভিটাভেচ্ছিও সমুদ্রবন্দর। জেটল্যাগের ক্লান্তি, রহস্যময় রোমান সাম্রাজ্য পরিক্রমা—সব মিলিয়ে একটা ঘোরের ভেতর আমাদের 'রোমান হলিডে' শেষ হল। বাস চালক রাফায়েলে সারাক্ষণ হুইলে ব্যাস্ত থাকায় তার সাথে আমাদের সেভাবে কথা হয়নি। বিদায়কালে রাফায়েলে হাসিমুখে বললেন—'তোমাদের নিরাপদে বন্দরে পৌঁছাতে পেরেছি, এবার আমাদের দায়িত্ব শেষ। তোমাদের সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ এবং আনন্দময় হোক। শুভকামনা রইলো। গুডবাই!'

'লং গুডবাই' বলাই সঙ্গত। এই মানুষগুলোর সাথে জীবনে আর কখনো দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম।প্রতিটি যাত্রারই একটা গন্তব্য থাকে।আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ভাইকিং। যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সাদা রঙের বিশাল জাহাজটির প্রবেশপথে লাল গালিচা পাতা রয়েছে। মাথার উপরে ভাইকিং লেখা বড় ব্যানার বাতাসে দুলছে। বেশ জমকালো আয়োজন। জীবনে প্রথম সমুদ্রভ্রমণে যাচ্ছি, ভাবতেই শরীরে শিহরণ খেলে গেলো।

ভেতরে প্রবেশ করার পরপরই শুরু হল আমাদের এমবার্কেশন পক্রিয়া। সিকিউরিটি চেকিংয়ের মুখোমুখি হলাম। এটা ডেক A, যেখানে যাত্রীদের সিকিউরিটি চেক-ইন, চেক-আউট, সহ অন্যান প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়।নানাবিধ ফর্মালিটি এবং নিরাপত্তা তল্লাসির পর সামনে এগুতেই আরও একটা রিসেপশন ডেস্কে দাঁড়াতে হল। ডেস্কে কর্তব্যরত স্টাফ পাসপোর্ট দেখতে চাইলেন।বললেন, 'এরপর আর আপনাকে পাসপোর্ট ব্যাবহার করতে হবে না।' একটা স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার দিকে তাকাতে বলে, তিনি আমার হাতে একটা 'কি-কার্ড' ধরিয়ে দিলেন। বললেন, 'এই 'স্টেটরুম কার্ড'টা এখন আপনার আইডি। যে ক'দিন 'ভাইকিং সি' ক্রুজে অবস্থান করবেন, স্টেটরুম, জিম কিংবা সাউনার লকার-চাবি হিসেবে এই স্টেটরুম কার্ড ব্যাবহার করতে হবে।প্রতিবার শীপে চেক-ইন, চেক-আউটের সময়ও স্টেটরুম কার্ড স্ক্যান করতে হবে। সবশেষে তিনি 'ওয়েলকাম টু ভাইকিং সি' বলে সম্ভাষণ জানালেন।

করিডোর ধরে এগোতেই দেখলাম, লিফ্‌টের পাশে কয়েকজন স্টাফ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। দু'জনের হাতে বাস্কেটভর্তি সাদা তোয়ালে। রোল করা, থরেথরে সাজানো। পাশেই আরেকটা খালি বাক্স, ব্যাবহৃত তোয়ালে রাখার জন্য। একপাশে একটি বড় বাক্সে পানির বোতল। দুজন স্টাফ সবার হাতে একটা করে বোতল তুলে দিলেন। আমরা সেই ভেজা এবং উষ্ণ তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছে নিলাম। ঠান্ডা পানিতে চুমুক দিলাম। পথের ক্লান্তি খানিকটা কেটে গেলো।

পরবর্তী গন্তব্য ডেক-টু। লিফ্‌ট থেকে বের হতেই দেখি, চমতকার সাজানো-গোছানো করিডোরে 'ওয়েলকাম ড্রিংক' অথাৎ ট্রেভর্তি শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে কয়েকজন স্টাফ দাঁড়িয়ে আছেন। তারা আমাদের হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। এ-হেন মধুর আপ্যায়নের পর আমাদেরকে একটা বড় সিটিং এরিয়ায় নিয়ে বসানো হল।

একজন স্টাফ জানালেন, যাত্রা শুরুর আগে 'ভাইকিং সি' যাত্রীদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের জন্য একটা ম্যান্ডেটরি সেফটি ড্রিলের আয়োজন করে থাকে। যেহেতু সমুদ্রযাত্রায় নিরাপত্তার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ।তাই তিনি একটা লাইফজ্যাকেট হাতে নিয়ে হাতেকলমে লাইফজ্যাকেট পরার নিয়মকানুন দেখালেন। ইমার্জেন্সি সিগন্যাল, যাত্রীদের মাস্টার স্টেশন, লাইফবোট সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝিয়ে বললেন। তারপর দেয়ালের বড় পর্দার টেলিভিশনটি চালু করে দিয়ে ধারনকৃত ডেমোটি দেখতে অনুরোধ করলেন। প্রয়োজনে আরও ভালো করে বোঝার জন্য স্টেটরুমের টিভিতে ভিডিওটা বারবার দেখার অনুরোধ জানালেন।

আমরা ঠাণ্ডা স্যাম্পেনে চুমুক দিতেদিতে, জরুরী অবস্থায় নিজের নিরাপত্তার জন্য কী কী করনীয় সেই বিষয়গুলো জেনে নিলাম।

সেফটি ড্রিল শেষ হতেই প্রশিক্ষক মারিয়া বললেন, এখন আপনারা ইচ্ছেমতো জাহাজের প্রতিটি ডেক, লাউন্‌জ, পুল এবং ক্যাফে ঘুরেফিরে দেখতে পারেন। দুপুর একটায় সাততলার ডেকে 'ওয়াল্ড ক্যাফে'র ডাইনিং হলে আপনাদের জন্য লান্‌চের ব্যাবস্থা রয়েছে। দুপুর দুটো নাগাদ আপনাদের জন্য বরাদ্ধকৃত স্টেটরুম খুলে

দেয়া হবে। ইতোমধ্যে আপনাদের লাগেজ যারযার দরজার সামনে রাখা থাকবে।এনজয় ইউরসেল্ফ!'

নিরাপত্তা কোচিংক্লাস শেষ হতেই মনোযোগী ছাত্ররা স্বাধীনমত ঘুরতে বেরিয়ে পড়ল। নিউ ইয়র্ক থেকে সিভিটাভেচ্ছিও সমুদ্রবন্দরে পৌঁছানোর দীর্ঘযাত্রা এবং এমবার্কেশনের নানা পক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে আমার এবং বাবুলের গায়ে আর কোনো জীবনীশক্তি অবশিষ্ট ছিল না। এ-মূহূর্তে ঘুরেফিরে জাহাজ দেখার পরিবর্তে পেটপুরে দু'টো খেয়ে, নিজেদের জন্য বরাদ্ধকৃত রুমে যাওয়ার জন্যই আমরা ব্যাকুল হলাম।

আমরা সোজা সাততলার ওয়ার্ল্ড ক্যাফে রেস্টুরেন্টে রওনা হলাম। পৃথিবীর সর্বত্রই ওয়ার্ল্ড ক্যাফে খুব জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট। পূর্বঅভিজ্ঞতা থাকায় ওদের খাবার এবং পরিবেশনা সম্পর্কে ধারণা ছিল। রেস্টুরেন্টে ঢোকার মুখেই একজন রিসেপসনিস্ট আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তার ডেস্কের পাসেই হাত ধোঁয়ার বেসিন। এবং বাস্কেটে সেইরকম রোল করা উষ্ণ তোয়ালে। হাইজিনের ব্যাপারে এদের সতর্কতা ভালো লাগলো। হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে ভাল করে হাত ধুঁয়ে, উষ্ণ তোয়ালেতে হাতমুখ মুছে ভেতরে ঢুকলাম।

এটা জাহাজের পেছনের দিক। বিশাল আয়তনের রেস্টুরেন্ট। বৃহতকলেবরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসার আয়োজন।সাজসজ্জা খুব সিম্পল। সোজা লাইন, ফাঁকা জায়গা বেশি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভাইকিং নরওয়ের কম্পানি। তাই সাজসজ্জাও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান স্টাইলের।

জাহাজের একদম শেষপ্রান্তে একটা সুইমিংপুল। সেখানে ওনেকগুলো 'সান লাউঞ্জার' পাতা রয়েছে। প্রতিটি সান লাউঞ্জারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক তোয়ালে ভাঁজ করে রাখা। আউটডোরে বসে খাওয়ার ব্যাবস্থা রয়েছে। পুলের সামনেই একটা পুল গ্রিল। জাহাজের দুইধারেও উন্মুক্ত বসার আয়োজন। রেস্টুরেন্টের চারপাশে এবং পুল এরিয়ায় আমাদের ইতস্তত ঘোরাফেরা দেখে একজন স্টাফ হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোককে সাউথ ইন্ডিয়ান বলেই মনে হল। তার বুক পকেটের নেম ট্যাগে রাজেশ নায়ার নামটা জ্বলজ্বল করছিল। কেরালা অন্চলের খুব কমন সাউথ ইন্ডিয়ান নাম।

হেসে বললাম, 'রাজেশ, আপনি সম্ভবত কেরালার লোক, তাই না?'

মনে হল রাজেশ খুব হাসিখুশি মানুষ। আকর্ণ হাসি দিয়ে সন্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। উনি জানতে চাইলেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোক কিনা।

হেসে বললাম, 'পশ্চিমবঙ্গ নয়; পূর্ববঙ্গের। বাংলাদেশের।'

সে অবাক হল— 'আপনারা বাংলাদেশ থেকে ভাইকিং ক্রুজে এসেছেন?' 'আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছি' রাজেশ হাসলেন। বললেন, 'তাহলে ঠিক আছে। বাংলাদেশের খুব কম প্যাসেন্‌জারই ক্রুজে দেখেছি কিনা!'

ইতোমধ্যেই বেশ ক'জন ইন্ডিয়ান স্টাফ দেখেছি উল্লেখ করতেই তিনি জানালেন, 'ভাইকিং সহ প্রায় সব বড় ক্রুজ লাইনেই হোটেল ডিপার্টমেন্টে — বিশেষ করে রেস্টুরেন্ট, কিচেন, হাউসকিপিং এ প্রচুর ভারতীয় স্টাফ কাজ করেন।এর মধ্যে কেরালা, গোয়া, তামিলনাড়ু থেকে আসা সাউথ ইন্ডিয়ানদের সংখ্যাই বেশি। কারণ ওখানে অনেক ভালো হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ আছে। এই লাইনে অনেক আগে থেকেই ভারতীয়রা কাজ করছেন।তাই আত্মীয়-স্বজন, জানাশোনা পরিচিতেরা সহজেই কাজ পেয়ে যায়।'

আমরা বেজায় ক্লান্ত ছিলাম। তাই রাজেশের সাথে কথা বলতে বলতে, সুইমিংপুলের ধারে একটা টেবিলে দুজনে বসে পড়লাম। কাঁধের উপর থেকে ব্যাকপ্যাক দুটো নামিয়ে রেখে এতক্ষণে হাল্কা হলাম।

রাজেশ বললেন, 'ডাইনিং ওপেন হলে আপনারা চাইলে ভেতর থেকে খাবার এনে আকুয়াভিট টেরেসে বসেই খেতে পারবেন। অনেক গেস্টরাই 'আল ফ্রেস্কো ডাইনিং' পছন্দ করেন।'

রাজেশের মুখে ইতালিয়ান শব্দ দু'টো অসাধারণ লাগলো। বুঝলাম, এই খোলা ডেকের নাম হল 'আকুয়াভিট টেরেস'। আর খোলা আকাশের নিচে বসে খাওয়া হল 'আল ফ্রেস্কো ডাইনিং'।

প্রতিবেশী দেশের মানুষ পেয়ে রাজেশ মনখুলে গল্প করতে লাগলেন। আমিও খোলামনেই অভিযোগ করলাম, 'আমরা ভেবেছিলাম, জাহাজে উঠেই রুমে গিয়ে আরাম করে শাওয়ার করবো। তারপর একটু রেস্ট নিয়ে খেতে আসবো। এখন পুরো উল্টো হচ্ছে। জাহাজে উঠতেই এত্তো হ্যাপা। এখন রুমের জন্য অপেক্ষা। এদিকে শরীর আর চলছেই না। খুব ক্লান্ত লাগছে!'

রাজেশ বিব্রত মুখে বললো, 'আপনাদের জন্য কি করতে পারি বলুন? চা বা কফি খাবেন?' চায়ের কথায় বাবুল নড়েচড়ে বসল— 'চা হলেতো খুবই ভালো হয়।' রাজেশ বাবু একটা ট্রেতে দ্রুত দুইকাপ চা নিয়ে ফিরে এলেন। আমরা খুব কৃতজ্ঞবোধ করলাম।বারবার ধন্যবাদ জানালাম।

রাজেশ এবার নিজের থেকেই ভাইকিং সি'র সিস্টেমটা আমাদের কাছে ব্যাখা করার চেষ্টা করলেন, 'সিস্টেম অনুযায়ী আজকের দিনটা হল জাহাজের 'টার্নঅ্যারাউন্ড ডে'। 'টার্নঅ্যারাউন্ড ডে'তে সকালে একদল যাত্রী নামে; আরেকদল ওঠে। ওঠানামার এই পালাবদলের মাঝখানটা ক্রুদের সবচেয়ে ব্যস্ততম সময়। টার্নঅ্যারাউন্ড নামের এই যজ্ঞ সারাদিন ধরেই চলে।

সমুদ্র-ভ্রমণের শেষদিন সকাল থেকে শুরু হয় ডিসএমবার্কেশন। জাহাজ সকাল আট'টার দিকে পোর্টে নোঙ্গর করে। ডিসএমবার্কেশনের নিয়মমত গেস্টরা সকাল ৯টার মধ্যে কেবিন ছেড়ে দিয়ে লিভিংরুম বা উইন্টার গার্ডেনে অপেক্ষা করেন। সকাল ৬টা থেকেই আমরা তাদের জন্য শেষ-ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করি। সকাল ১০টার মধ্যে ৯৩০ জন পুরনো গেস্টকে তাদের ৯৩০ টা লাগেজ সহ পর্যায়ক্রমে এয়ারপোর্টে ড্রপঅফ করা হয়।

দুপুর ১২টা পর্যন্ত জাহাজ প্রায় খালি থাকে। এই সময়টায় ক্লিনিং, লন্ড্রি, খাবার লোডিং করা হয়। সকাল ১১টায় শুরু করে, বিকেল ৪ টা পর্যন্ত নতুন গেস্টদের এয়ারপোর্ট থেকে পিকআপ করা হয়। দুপুর ১২টার দিকে যাত্রীরা জাহাজে পৌঁছাতে শুরু করে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত বোর্ডি চলে। ৯৩০ জন নতুন যাত্রীর সাথে ৯৩০টা লাগেজ জাহাজে ওঠে। সেই লাগেজ সর্ট করে আলাদা আলাদা ডেকে গেস্টদের রুমে পৌঁছাতে হয়।যাতে গেস্টদের আগেই লাগেজগুলো তাদের দরজায় পৌঁছে যায়।

অন্যান্য ক্রুজ লাইনের মতোই ভাইকিং সি ক্রুজেও এটি একটা প্র্যাকটিক্যাল অপারেশনাল চ্যালেঞ্জ। এই অল্প সময়ের মধ্যে পুরো জাহাজ এবং স্টেটরুমগুলো পরিস্কারপরিচ্ছন্ন করা, শতশত টন খাবার ও জ্বালানি লোড করা, সমস্ত নিরাপত্তা পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য ক্রু-দের কর্মদক্ষতা এবং নিখুঁত সমন্বয় প্রয়োজন হয়। তাই সকালে আসা নতুন গেস্টদের বোর্ডিং দিলেও দুপুর ২টার আগে কেবিন দেয়া সম্ভব হয় না।'

কথা প্রসঙ্গে জানলাম, রাজেশ 'ভাইকিং সি ওয়াল্ড ক্যাফে'র ম্যানেজার। বলাবাহুল্য এটি একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট।অনেক দায়দায়িত্বতো বটেই।বললাম, 'এই-যে, প্রতিদিন এতো-এতো মানুষের সাথে আপনার পরিচয় হয়, তারপর তারা চলে যান। এটা কেমন লাগে? ক'জনের কথা আপনার মনে থাকে?'

রাজেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর উদাসভাবে হাসলেন। রাজেশের অভিব্যক্তিটা যেনো রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের শেষ লাইনটার মতো—"জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ভাবিয়া (ফিরিয়া) ফল কি। পৃথিবীতে কে কাহার।"

মানুষের জীবন কোনো সরলরেখা ধরে এগোয় না। জীবনের ক্যানভাসে কখনও কখনও এমন তীব্র অন্ধকার রং আছড়ে পড়ে, যা যে কাউকেই পুরোপুরি দিশাহারা করে দিতে পারে। কিন্তু কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা সেই শূন্যতা ও চরম প্রতিকূলতাকেই শক্তিতে রূপান্তর করেন; চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নিজের মেধা, প্রজ্ঞা আর অদম্য সাহসে নতুন এক দিগন্তের সূচনা ঘটান। এমনই এক অপরাজেয় ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব জেমি খান। শৈশবের গভীর পারিবারিক ট্র্যাজেডি, বিদেশের মাটিতে আর্থিক মন্দার অভিঘাত আর জীবনের নানা বাস্তবতাকে জয় করে তিনি আজ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ডালাস শহরের তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ হাউজিং মার্কেটে নিজের এক উজ্জ্বল ও অনন্য অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন। 'জি ম্যাগাজিন'-এর প্রচ্ছদ স্বীকৃতি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন গণমাধ্যম 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর নজর কাড়া এই বাঙালি নারী উদ্যোক্তা একদিকে যেমন বিদেশের মূলধারার করপোরেট জগতে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনি নিজের শিকড়, ঐতিহ্য ও বাঙালি সংস্কৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করে পরম আস্থায় সেবা দিয়ে যাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের। শূন্য থেকে শুরু করে আজ প্রায় এক হাজার ক্লায়েন্টের ভরসার প্রতীক হয়ে ওঠার পেছনের যে দীর্ঘ লড়াই, আত্মবিশ্বাস ও সাফল্যের আখ্যান—উত্তর আমেরিকা 'প্রথম আলো'র 'শিল্পঘর' পাতার পাঠকদের জন্য জেমি খানের সেই অনুপ্রেরণাদায়ী জীবনগাথা নিয়ে এই বিশেষ আয়োজন। ডালাস তথা টেক্সাসের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাঁর এই রূপান্তরের ইতিবৃত্ত তুলে এনেছেন **রোকেয়া দীপা**

জীবনের ক্যানভাসে সাফল্যের সিঁড়ি রিয়েলটর জেমি খান

প্রতিটি সফল মানুষের জীবনের মঞ্চের পেছনে থাকে এক অশ্রুসিক্ত সংগ্রামের ইতিহাস। জেমি খানের শুরুর গল্পটাও কোনো সাজানো রূপকথার মতো মসৃণ ছিল না; বরং জীবনের সূচনালগ্নেই তাঁর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল এক প্রলয়ংকরী ঝড়। তাঁর বাবা তখন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করতেন। সেখানে হঠাৎ ঘটে যাওয়া এক নির্মম সহিংস বন্দুক হামলায় তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আকস্মিকভাবে প্রাণ হারান। জেমি ও তাঁর বড় বোন তখন বয়সে এতটাই ছোট ছিলেন যে মৃত্যু আসলে কী, কিংবা একজন অভিভাবককে চিরতরে হারানোর গভীর শূন্যতা একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ কতটা অনিশ্চিত করে দিতে পারে, সেই বাস্তবতাবোধটুকু তখন তাঁদের তৈরি হয়নি। বাবার এই অকালপ্রয়াণের পর পরিবারে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার আর এক চরম সংকট। আর ঠিক সেই বিপর্যয়ের মুহূর্তে শুরু হয় সম্পত্তি, ব্যবসা ও টাকাপয়সা নিয়ে এক তিক্ত পারিবারিক রাজনীতি। প্রবাসে বা দেশে অনেক পরিবারেই সংকটের মুহূর্তে যে ধরনের স্বার্থের সংঘাত দেখা যায়, তাঁদের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তবে গভীর বিশ্বাস আর পরম করুণাময়ের কৃপায় সেই চরম বিপদের দিনগুলোতেও প্রতিকূলতা তাঁদের থামিয়ে দিতে পারেনি। এই কঠিন সময়ে জেমির বড় বোন, যিনি বয়সে মাত্র চার বছরের বড় ছিলেন, সেই শৈশবেই নিজের সব শঙ্কা দূরে সরিয়ে ছোট বোনের জন্য এক দুর্ভেদ্য ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বোনের সেই নিঃস্বার্থ সুরক্ষার কারণেই জেমি পারিবারিক কোন্দল ও তিক্ততার আঁচ থেকে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত রাখার সুযোগ পান। তিনি পরম নিশ্চিন্তে মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন নিজের পড়াশোনা ও আত্মগঠনে। নিউইয়র্কের গতিশীল শিক্ষাঙ্গনে তিনি মিডল স্কুল ও হাই স্কুলের গণ্ডি সফলতার সাথে অতিক্রম করেন। প্রতিকূলতার মাঝেও কীভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হয়, সেই শিক্ষা তিনি বোনের স্নেহছায়ায় বসেই পেয়েছিলেন। হাই স্কুল শেষ করার পর বোনের হাত ধরেই তিনি টেক্সাসে পাড়ি জমান, যেখানে তাঁর সামনে উন্মোচিত হয় এক সম্পূর্ণ নতুন জগৎ এবং শুরু হয় তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বের অবিরাম পথচলা।

দীর্ঘদিন বিদেশে বসবাস, পশ্চিমা জীবনের ব্যস্ততা এবং করপোরেট দুনিয়ার অবিশ্রান্ত দৌড়ঝাঁপ সত্ত্বেও জেমি খানের মননে বাঙালি সংস্কৃতি সবসময়ই অমলিন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, মানুষ পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাক না কেন, নিজের আত্মপরিচয় ও শিকড়কে ভুলে গেলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা কখনো অর্জিত হতে পারে না। তাঁর কাছে এই শিকড়ের টান কেবল প্রদর্শনী নয়; বরং এটি তাঁর জীবনের তিনটি মজবুত স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবার, মাতৃভাষা বাংলা এবং বাঙালি সংস্কৃতির রুচিশীল পোশাক।

খাবারের সঙ্গে জেমির নাড়ির টান অত্যন্ত গভীর ও আজন্মের। পশ্চিমা ফাস্টফুড বা আন্তর্জাতিক নানা পদের ভিড়েও দেশীয় মাছ, ভাত আর খাঁটি বাঙালি মশলার সুবাসিত স্বাদ ছাড়া তাঁর একটি দিনও যেন অপূর্ণ থেকে যায়। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি প্রতিদিন নিজের হাতে পরিবারের জন্য রান্না করতে ভালোবাসেন। এই রান্নার পেছনে কেবল রসনাতৃপ্তি নয়, বরং তাঁর সন্তানের হৃদয়ে বাঙালি সংস্কৃতির আবহ গেঁথে দেওয়ার এক সযত্ন প্রয়াস জড়িয়ে রয়েছে। তিনি চান, তাঁর সন্তান প্রবাসে বড় হয়েও যেন কখনো পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির স্বাদ ও পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। পাশাপাশি দেশীয় ঐতিহ্যের পোশাকের প্রতি তাঁর রয়েছে নিবিড় অনুরাগ। বিভিন্ন সামাজিক মিলনমেলায় তিনি পরম স্বাচ্ছন্দ্যে বাঙালি পোশাক পরিধান করেন, যা বহুসংস্কৃতির ভিড়েও তাঁর নিজস্বতাকে সগৌরবে তুলে ধরে।

আর মাতৃভাষার ক্ষেত্রে জেমির রয়েছে প্রতিদিনের স্বতঃস্ফূর্ত চর্চা। রিয়েল এস্টেটের জটিল অঙ্গনে তাঁর প্রায় ৯০ শতাংশ ক্লায়েন্টই হলেন প্রবাসী বাঙালি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বয়োজ্যেষ্ঠ, যাঁদের জন্য আমেরিকান রিয়েল এস্টেট আইন ও মর্টগেজের মারপ্যাঁচ ইংরেজিতে অনুধাবন করা কিছুটা দুরূহ। জেমি পরম ধৈর্য ও আন্তরিকতায় মাতৃভাষায় তাঁদের প্রতিটি প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে বলেন, যাতে একজন ক্রেতা জীবনের বড় আর্থিক সিদ্ধান্তটি নেওয়ার সময় পূর্ণ স্বস্তি অনুভব করতে পারেন। প্রবাসে থেকেও ভাষার এই নিয়মিত চর্চা তাঁর পেশাগত দায়িত্বকে বাণিজ্যিক সম্পর্কের বাইরে নিয়ে এক পরম আত্মীয়তায় রূপান্তর করেছে।

টেক্সাসের সুবিশাল জনপদে স্থানীয় বাঙালি কমিউনিটি জেমি খানের পথচলায় এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায় হয়ে রয়েছে। বিদেশের মাটিতে নতুন ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে অনেকের অভিজ্ঞতা জটিলতায় পূর্ণ হলেও, জেমির অভিজ্ঞতা একেবারেই উষ্ণ ও ইতিবাচক। তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন, কারণ স্থানীয় সমাজ তাঁকে দুই হাত বাড়িয়ে আপন করে নিয়েছে। জেমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন, কমিউনিটিকে তিনি যতটুকু সেবা দিয়েছেন, মানুষ তার চেয়ে অন্তত দশ গুণ বেশি সম্মান ও আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে। ডালাসের বুকে বাংলাদেশিদের পারস্পরিক ঐক্য ও ব্যবসায়িক বিশ্বস্ততা তাঁর আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কমিউনিটির এই অগাধ বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে জেমি তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে সর্বোচ্চ সততা বজায় রেখেছেন।

মানুষের এই সমর্থনই তাঁকে প্রতিদিন নতুন উদ্যমে কাজ করার প্রেরণা জুগিয়েছে।

২০০৭-২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা বা 'মার্কেট ক্র্যাশ'-এর উত্তাল সময়ে জীবনের এক নতুন বাঁকে এসে দাঁড়ান জেমি খান। টেক্সাস থেকে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে পাড়ি জমিয়ে তিনি সেখানে পাঁচ বছর অবস্থান করেন। সেখানে মর্টগেজ ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত থেকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং ব্রোকার লাইসেন্সও লাভ করেন। পরবর্তীতে যখন লক্ষ্য করলেন টেক্সাসের ডালাসে আবাসন বাজার পুনরায় ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তখন তিনি নিজ উদ্যোগে টেক্সাসে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর চাকরি নিশ্চিত করে তিনি নিজের জন্য প্রথম আবাসন কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেন। কিন্তু নিজের বাড়ি কেনার সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটি জেমির জন্য ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক ও তিক্ত।

সে সময় এজেন্টের কার্যপদ্ধতি, দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ, ক্লায়েন্টকে তথ্য বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে চরম অস্বচ্ছতা, অপেশাদার মনোভাব এবং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার ঘাটতি জেমিকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি লক্ষ্য করলেন, অনেক ক্ষেত্রে এজেন্টরা ক্লায়েন্টের সাথে পেশাদারি সীমারেখা রক্ষা করতে পারেন না, যা ক্রেতাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। ঠিক সেই অসন্তোষের মুহূর্তেই তাঁর ভেতরে এক নতুন প্রত্যয়ের জন্ম নেয়। তিনি উপলব্ধি করেন, এই অপেশাদার কাঠামোর ইতিবাচক পরিবর্তন প্রয়োজন। মর্টগেজ খাতের পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা, মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার ক্ষমতা এবং বলিষ্ঠ দরকষাকষির দক্ষতাকে মূলধন করে জেমি নিজেই এই পেশায় নামার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। লক্ষ্য ছিল একটাই—প্রথমবার যাঁরা প্রবাসে কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে স্বপ্নের বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন, তাঁরা যেন বিভ্রান্ত না হন; বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় যেন পান সর্বোচ্চ পেশাদার, শতভাগ স্বচ্ছ ও কঠোর গোপনীয়তাযুক্ত বিশ্বস্ত সেবা।

সাফল্যের এই সুউচ্চ শিখরে দাঁড়িয়েও জেমি খান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, কোনো স্বীকৃতিই মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য হতে পারে না;

টেক্সাসের তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ হাউজিং মার্কেটে নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করা সহজসাধ্য ছিল না। তবে এই কঠিন যাত্রায় জেমির সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনি নিজেই। বাইরে থেকে আসা কোনো বাধা তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি; তাঁর আসল সংগ্রাম ছিল নিজের ভেতরের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ভয় ও ক্লান্তির বিরুদ্ধে। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আজ শত শত পরিবারের বিশ্বস্ত আশ্রয় ও ভরসার ঠিকানা হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে তাঁর প্রতিটি মুহূর্তের কঠোর মানসিক প্রস্তুতি। রিয়েল এস্টেটের জটিল লেনদেনে সামান্য অসতর্কতায় দীর্ঘদিনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা হাতছাড়া হতে পারে। এমন বহু দিন গেছে যখন গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেছে, মানসিক অবসাদ কিংবা শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। কিন্তু কোনো প্রতিকূলতাই জেমিকে থামাতে পারেনি। তিনি প্রতিটি ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন, নিজেকে প্রতিনিয়ত দক্ষ করেছেন এবং পরদিন সকালে দ্বিগুণ প্রত্যয় নিয়ে আবার কাজের টেবিলে ফিরে এসেছেন। দীর্ঘ আঠারো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পেশায় কাজ করেও তিনি নিজেকে আজীবন শিক্ষার্থী মনে করেন। তাঁর স্পষ্ট দর্শন—অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে প্রতিদিন আরও একটু পরিণত করে তোলাই একজন মানুষের আসল সাফল্য।

রিয়েল এস্টেট জগতে জেমি খানের টেকসই সাফল্যের অন্যতম মূল ভিত্তি হলো তাঁর আপসহীন পেশাদারিত্ব ও তথ্যের কঠোর গোপনীয়তা রক্ষার নীতি। ব্যক্তিগত সম্পর্ক আর পেশাগত দায়িত্বের মাঝখানে তিনি সবসময় একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা বজায় রেখে চলেন। ক্লায়েন্টের আর্থিক সক্ষমতা, ব্যক্তিগত বাজেট, পারিবারিক সিদ্ধান্ত কিংবা লেনদেনের সংবেদনশীল যাবতীয় তথ্য তাঁর কাছে সবসময় এক পবিত্র আমানতের মতো সুরক্ষিত থাকে। কারও সাথে ব্যক্তিগত মতপার্থক্য তৈরি হলেও তিনি কখনোই তা পেশাগত দায়িত্বে প্রভাব ফেলতে দেন না। এই গভীর সততা ও কর্মনিষ্ঠার কারণেই কেবল প্রবাসী সমাজ নয়, মূলধারার শীর্ষ আমেরিকান রিয়েল এস্টেট প্রডিউসার এবং করপোরেট পরিমণ্ডলেও তিনি সমানভাবে সমাদৃত ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এক নাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

কঠোর সাধনা ও মেধার স্বীকৃতি মিলতেও সময় লাগেনি। ২০১৬ সালে পেশাগত অঙ্গনে প্রথম মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে তাঁর সাফল্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে তিনি ডালাসের সেরা দশ রিয়েলটরের তালিকায় নিজের স্থান সুসংহত করেন এবং অর্জন করেন শীর্ষস্থানীয় নানা প্রাতিষ্ঠানিক সম্মাননা। তাঁর এই অনুপ্রেরণাদায়ী জীবনসংগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পায় যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ প্রকাশনা 'ডি ম্যাগাজিন'-এর বিশেষ প্রচ্ছদে ও ফিচারে। ক্লায়েন্টদের সন্তুষ্টি ও সহকর্মীদের প্রত্যক্ষ মূল্যায়নে তিনি নির্বাচিত হন সেরা রিয়েল এস্টেট প্রডিউসার হিসেবে।

শুধু তাই নয়, তাঁর এই ধারাবাহিক ব্যবসায়িক সাফল্য ও বিচক্ষণ বাজার বিশ্লেষণের ভূয়সী প্রশংসা করেছে বিশ্বখ্যাত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল', যাদের রিয়েল এস্টেট বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদনেও এসেছে তাঁর সাফল্যের কথা। একক পরিবারের আবাসন পেরিয়ে জেমি খান আজ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছেন কোটি কোটি ডলারের মাল্টিমিলিয়ন ও মাল্টিফ্যামিলি বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট প্রকল্প।

সাফল্যের এই সুউচ্চ শিখরে দাঁড়িয়েও জেমি খান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, কোনো স্বীকৃতিই মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য হতে পারে না; বরং প্রতিটি অর্জন মানুষের সামাজিক ও পেশাগত দায়বদ্ধতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই তিনি এক মুহূর্তের জন্যও থেমে যাননি। আগামী দিনে তিনি নতুন প্রজন্মের জন্য আবাসন সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রবাসীদের জন্য বৃহৎ বাণিজ্যিক বিনিয়োগের নিরাপদ ক্ষেত্র তৈরি এবং বিদেশের মাটিতে করপোরেট ও ব্যবসা জগতে আগ্রহী নতুন নারী উদ্যোক্তাদের সঠিক মেন্টরিং ও পরামর্শ প্রদানে আরও বড় পরিসরে কাজ করে যেতে চান।

শৈশবে বাবাকে হারানোর চরম শূন্যতা, স্বজনদের স্বার্থপর রাজনীতি আর আর্থিক মন্দার তীব্র সংকট পেরিয়ে বিদেশের মাটিতে আজকের এই সাফল্য—জেমি খানের এই জীবনগাথা কেবল একজন রিয়েলটরের বাণিজ্যিক অর্জনের ইতিবৃত্ত নয়; এটি প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকা এক আত্মপ্রত্যয়ী বাঙালি নারীর অনন্য বিজয়গাথা। জীবনের ক্যানভাসে রঙের টান যতই বৈরী ও এলোমেলো হোক না কেন, নিজের ওপর বিশ্বাস, সততা আর অবিচল নিষ্ঠার তুলি থাকলে যে সেখানে সাফল্যের অসাধারণ শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলা যায়—জেমি খান আজ বিশ্বদরবারে তারই এক জীবন্ত, অনুপ্রেরণাদায়ী ও অম্লান প্রতীক।

মস্তিষ্ক

পারমিতা

মাথার ভেতরে ঘর্ঘর
রোজ ছোটে বুদ্ধির রথ
হলুদ তরলে দোলে মন
বিমনা দেবতা জাগে রাত!

মাথার ভেতরে কড়ানাড়া ভেবেছ ধরেনি
তাতে জং?
নির্ভয় নিবাত জীবন?
মধুগ্যাছে, ফেলে ফিকে রঙ!

ভুল সুরে ভুল গান সাধা
মাথা একা জাগে দিনে রাতে
দু'হাতে সাপটে বিভ্রম
ছেড়েছি যেহাত ছিল হাতে !!

আর কবে

ভজন দত্ত

নিঃশব্দে মচকাচ্ছে রাত
তবুও ভাঙে না জল
ঈশান কোণে ভাঙা ভাঙা লাল
লালা হয়ে ঝরে পড়ার আগে
চেখে নিচ্ছে চাঁদের স্বাদ

সূর্য সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আগেই
পৃথিবীর ফাটলে ফাটলে
পৌঁছে যাচ্ছে আলো

আর আমরা পড়ে আছি
নীল-সাদা-লাল-গেরুয়া সন্ত্রাসে!

আর কবে সশব্দে ভাঙবো
নিঃশব্দে দিন বদলের জন্য

এখন শুধু চোখ আছে জল নেই
শব-মুখেও আঁটা মুখোশ...

নেমেসিস কাব্য

কাকন রেজা

কুয়াশা ঘিরেছে চারিদিক
অথচ শীত আসতে রয়েছে বাকি ঢের;
জমে যাচ্ছে মানুষ, বরফ ঠোঁট
আঙুল শাসায় চুপ, এই সংকেত কিসের?

কবিতার জন্য খুলে যায় শিরস্ত্রাণ
কবির শিরচ্ছেদ ঘোষণা হয়;
দিগন্তজোড়া সশব্দ কুয়াশার ভিড়ে
শোষক খুলিতে জাগে নেমেসিস ভয়।

জানি তো, নেমেসিস নেমেছে পথে
পথ কাঁপে গর্বের সে ভারে;
সব আবর্জনা শলা করে, যন্তর-মন্তর ঘর
কার জায়গা হবে কত দূরের ভাগাড়ে।

ভুল করে ফুল ছিঁড়ো না

দেওয়ান নাসের রাজা

ভুল করে ফুল ছিঁড়ো না,
কখন যে পাপড়ি ঝরে যায়
তখন শব্দের ঝড় আছড়ে পড়ে
কবির বুকে।

রাতের তারা হয়ে দূরেই থাকো
ফুলকে ছুঁয়ো না
কবি তো শিশির ফোঁটা
সবুজ পাতায় কেবল গড়ায়।

দেওয়ান বাড়ির ঘাটে
তুমি বসে আছো
আমার ঘরের চড়ুই
তার চোখে বিশ্বাস।

এমন সময় ডাক দিয়েছ
নিঝুম সন্ধ্যায়
হাওয়ারা বয়ে যায়।

দূরেই থাক রাতের তারা
রেলের চাকার মতো
রেললাইন ক্লান্তিহীন চলে
আজীবন
দুটি তারা জ্বলে কাছাকাছি
বন্ধু যেমন।

বিপ্রতীপ

মৌসুমী পুলেন

বিকেলের ক্লান্ত সূর্য,
মেরুন-জাফরান বাতাসের আলিঙ্গনে বিস্ফারিত হয়
এক ঐশ্বরিক সৌন্দর্য।
সরল ইরানি রমণীর মার্বেল চোখে অপঠিত শব্দের কোরাসে
অদ্ভুত দ্যুতি খেলে যায়।

দেখেছি কীভাবে তরুণ ডুবে যায় প্রাচীন থেকে প্রাচীনে,
আলোর মুখোমুখি বসে নির্ভুল আওড়ায় অব্যবহৃত সংলাপ!
হিম তমসার ফ্যাকাশে রঙ—
কোন গ্রহণ গিলে খাচ্ছে এসব তারুণ্য?
দৃষ্টি থেকে মুছে গেছে বুনো হাতি, যে অনুসরণ করে
সত্যের শক্তি!

আমার তন্দ্রায় ভেসে ওঠে এথেন্সের কোনো নগরী;
হলুদ বৃক্ষ, অকৃপণ আকাশ দাঁড়িয়ে থাকে—
আমি কী যেন খুঁজছি
ভিড়ের বৃন্তে।

মানুষেরা ঝিনুকের মুক্তো নিয়ে রেখে যায় নীরব দহন,
আলো আসে কেবল সমুদ্রজুড়ে,
প্রতিটি ঢেউ ধারণ করে সূর্য ও সমুদ্রকে!

প্রকৃতির রঙে

ড. আব্দুস সাত্তার

নদীর বুকে পাহাড়ের ছায়া, আকাশজুড়ে মেঘাবেশ,
প্রকৃতির এই নীরবতায় জাগে ভালোবাসার আবেশ।
দূর পাহাড়ের গায়ে যেন রোদ্দুর লিখে যায় প্রিয় গান,
নদীর ঢেউয়ে ভেসে আসে তোমারই প্রেমজ অভিমান।

নীল আকাশের মায়াবী চাদর জড়ায় বিস্তীর্ণ বনভূমি,
শিউলি ফুলের গন্ধে ভরে ওঠে শরতের নীরব ভূমি।
পাখির ডানায় ভোরের আলো ছুঁয়ে যায় দুজনার মন,
বহতা নদীর কাছে বসে শুনি হৃদয়েরই গোপন অনুক্ষণ।

তুমি পাশে থাকলে স্রোতস্বিনী নদী হয়ে যায় এ প্রাণ,
পাহাড় হয়ে আগলে রাখি তোমার সকল অভিমান।
আকাশজুড়ে যত তারা, সবই যেন প্রেমের ভাষা—
প্রকৃতির প্রতিটি রঙে তোমাকেই খুঁজি, হে ভালোবাসা!

এই আছি এই নাই

মহসিন আলম মুহিন

ছিলাম না, আছি, থাকব না—
জীবন এত ক্ষুদ্র কেন, বুঝি না!

কত রঙ-বেরঙের স্বপ্ন চোখজুড়ে,
কত আশা, কত ভালোবাসা অন্তরে!

ঘর-সংসার থেকে সমাজ হয়ে দেশ,
কখনো মনের ভেতর জাগে বিদেশ!

সময় নেই কারো দিকে তাকাবার,
বড় হওয়ার দৌড়ে ব্যস্ত জীবন পার।

আশার সীমানা বড় অন্তহীন,
কিছু ধরা পড়ে, আর বাকিরা মলিন।

চারপাশের কাজ শেষ না হতেই
ঘণ্টা যে বেজে ওঠে মাঝপথেই!

সবই পড়ে রবে, মিছে খাই-খাই,
হারিয়ে যাব যখন-তখন—এই আছি, এই নাই!

মেয়েদের কোনো বাড়ি নাই

অমিত মামুন

আমার মায়ে মাঝে মাঝে কইত,
“তাঁর কোনো বাড়ি নাই।”
জন্মসূত্রে একটা বাড়ি পাইছিলেন বটে,
বিয়ের পরে সেই বাড়িও তাঁর কপালে জোটে নাই।
মাইনসে বলাবলি করছিল, স্বামীর বাড়িই তাঁর বাড়ি।
আমার বাপ মরে যাওয়ার পরও
মাইনসে বলাবলি করছিল, স্বামীর বাড়িই তাঁর বাড়ি—
একবারও কেউ বলে নাই, এটাই তাঁর বাড়ি।

স্বামীর বাড়িতেই মায়ের জায়গা হইছিল,
মাইনসে বলাবলি করছিল, অবশেষে বউডা বাড়ি পাইছে।
কিন্তু ক্রিয়েটিনের মাত্রা বেড়ে গিয়ে কিডনির বিকলতায়
সেই বাড়ির অধিকারও চলে গেছে!
এখন হাসপাতালের বিছানায় চলে মায়ের যৌথ পরিবার।
হাসপাতালের বিছানায় গোঙাতে থাকা মায়ের মুখে
অস্ফুট শোনা যায় সেই আগের কথাগুলোই—
“মেয়েদের কোনো বাড়ি নাই,
সাড়ে তিন হাত মাটি ছাড়া
মেয়েদের কোনো বাড়িই নাই।”

কবিতার কাব্যকলা কিছুটা পড়েছি ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করার সময়। কাব্যকলা পড়া থাকায় কবিতা লিখতে ভয় পাই বেশি। ওই যে একটা গল্প আছে—একজন নরসুন্দর ক্ষুর চালিয়ে মানুষের শরীরের শল্যচিকিৎসা করে খাচ্ছিলেন দিব্যি। যখন তাঁকে এ বিষয়ে একটু গভীর জ্ঞান দেওয়া হলো, হিতে বিপরীত! ক্ষুর চালাতে হাত কাঁপে। আপনি যখন জেনে যাবেন কবিতা গদ্যের মতো নয়, কবিতা শুধু অন্তমিল নয়, তখন কবিতা লেখা কঠিন হয়ে যায়।

কবিতার সাথে ঘর-গেরস্থালি করতে হলে বেশ কিছু বিষয় জানতে হয়। ন্যূনতম আপনাকে জানতে হবে কয়েকটি বিষয়—রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, প্রতীক, অনুপ্রাস, ছন্দ। শুধু জানলেই হবে না, এর ব্যবহারও জানতে হবে। শব্দভাণ্ডারে থাকতে হবে “বিবিধ রতন” এবং অজস্র শব্দ। কাব্যকলা জেনেও কি কবিতা লেখা সম্ভব? কবিতার জন্য কাব্যভূমি চাই। জমিতে বীজ ফেলার আগে জমি প্রস্তুত করতে হয়; কবিতার কাব্যভূমি হলো মন। মন প্রস্তুত থাকলে কবিতার ঘোর কবিকে পেয়ে বসে। কবিতার মনোভূমি তৈরির জন্য চাই অজস্র কবিতা পাঠ। দেশ-বিদেশের ধ্রুপদী, আধুনিক, উত্তর-াধুনিক কবিতায় মনোনিবেশ না করলে কবিতার স্রোত মস্তিষ্কে কিংবা হৃদয়ে আসবে না।

কবিতার ঘোর কখনো আচ্ছন্ন করে ফেলে। কবিতায় পেয়ে গেলে অন্য কিছু আর লিখতে ইচ্ছা করে না। আমরা ছোটবেলায় শুনতাম, ওই মেয়েটিকে ভূতে পেয়েছে। মেয়েদেরকেই কেন ভূতে পেত জানি না। ভূতে পাওয়ার উদাহরণ দিলাম, কেউ ভুল বুঝবেন না। কবিতায় ডুবে যাওয়াকে আমি বলি ‘ঘোর’ সৃষ্টি হওয়া। ঘোর এলে কবিতা আসে; ঘোর না এলে কবিতা লেখা যায় না। কবিতা নির্মাণ করতে হয়, আবার কবিতা নির্মিত হয়েও যায়। যে কবিতা পরিশুদ্ধভাবে নির্মিত হয়ে যায়, সেটিকে মৌলিক কবিতা বলতে পারি আমরা। বিশ্বসাহিত্যে মৌলিক কবিতার সংখ্যা খুব সীমিত। নজরুলের “বিদ্রোহী” আমার কাছে মৌলিক কবিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবিতা নিয়ে এত কথা বলে কেন কবি? কবি যখন প্রবলভাবে কবিতাক্রান্ত হয়ে পড়েন, তখন কবিতায় ছেয়ে যায় হৃদয়। কবিতায় পেয়ে যায় কবির সমস্ত ইন্দ্রিয়। কবিতার মান যাই হোক, কবিতায় ডুবে যাওয়া কিংবা ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করার মধ্যে আনন্দ আছে ভিন্ন—অন্য রকম।

কবিতা নিয়ে রোমান্টিক যুগের কবি মহামতি ওয়ার্ডসওয়ার্থ খুব সুন্দর কথা বলেছেন। কথাটি হলো: “Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings; it takes its origin from emotion recollected in tranquility”। অর্থাৎ কবিতা হলো গভীর অনুভূতির তীব্র বহিঃপ্রকাশ; প্রশান্ত মননে রোমন্থিত আবেগ থেকে কবিতার জন্ম। অনুবাদের বাংলাটি একটু কঠিন হয়ে গেল বলে মনে হয়। আরও সহজ, আরও বোধগম্য বাংলা করতে পারলে ভালো লাগত— “এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু।”

এই যে প্রশান্ত মন, সেখানেই ঘোর তৈরি হয়। এ কারণে আমার মনে হয় কবিতার ঘোর থেকে বের হয়ে গদ্য লেখা বড় কঠিন। আবার দীর্ঘ সময় গদ্যে মনোযোগী থাকলে কবিতার ঘোরে প্রবেশ করা সহজ নয়। লেখক আনিসুল হক কবিতা, উপন্যাস, গদ্য, কার্টুনসহ অনেক কিছু লিখে সাফল্য অর্জন করেছেন। আনিসুল হক রংপুর থেকে ঢাকা এসেছিলেন কবি হতে, যদিও তিনি বুয়েটের শিক্ষার্থী ছিলেন। কবিতা তাঁকে প্রকৌশল জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তিনি যখন ঢাকায় আসেন, আমার ধারণা আশির দশকে। আনিসুল হক আরও ভালো কবিতা লেখার জন্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কবিদের কাছে পরামর্শ নিতে শুরু করেন। তারা পরামর্শ দিতেন, “কবিতা লিখতে হলে কবিতায় মনোনিবেশ করো। গদ্যের কাছাকাছি যেয়ো না। কবিতার ঘোর, কবিতার ভাবের সামনে গদ্য বাঁধের মতো দাঁড়িয়ে যাবে।”

এসব বিষয়ে উপসংহারে পৌঁছানো বড় কঠিন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সৈয়দ হক পর্যন্ত অগণন লেখক আছেন যারা সব্যসাচী—দুহাত ভরে সবকিছু লিখেছেন।

মরমী কবিরা যেমন সারাজীবন কাটান অন্য একটি জগতে, কবিরাও অন্তত কবিতা লেখার সময় কিছুটা হলেও ধ্যানমগ্ন থাকেন। কবিরাও কিছুটা ‘সাঁইজি’ ভাবধারা দ্বারা আক্রান্ত। কবিতা লেখা আমার কাছে খুব কঠিন কাজ। অনেকেই মনে করেন কবিতা বুঝি শুধুমাত্র আবেগে পরিপূর্ণ শিল্প। কবিতায় আবেগ থাকে; কিন্তু সাথে যুক্তি, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কসহ তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কবিতাতে স্থিত হওয়া বড় কঠিন।

কবিতার আকাশ বিস্তৃত হোক। পরিশুদ্ধ মানুষ প্রশান্ত মনের কবিতা পড়ুক। পৃথিবী কবিতাময় হয়ে উঠুক।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2026
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৬
নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬
আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর আরও অগ্রগতি, আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
B1
B4
সেলিম-আলী পরিষদের
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL
মেশিনের দ্বিতীয় সারিতে সেলিম-আলী পরিষদে (B1 থেকে B21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
B16
মো: উজ্জল বিপুল
PLEASE VOTE FOR MD. UZZAL BIPUL EXECUTIVE MEMBER
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B17
B18
B19
B20
B21
সেলিম- আলী পরিষদ
আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারেঃ সেলিম-আলী পরিচালনা কমিটি

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

Karnafully Tax Service
এর আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
FULL CARE HOME CARE
(ফুল কেয়ার হোম কেয়ার)
PCA | HHA
Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)
Mohammed Hasem, EA, MBA
President & CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
WE ARE A LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
NYS Department of Health Licensed Home Care Services Agency (LHCSAs)
OUR SERVICES
PCA
(Personal Care Assistant)
HHA
(Home Health Aide)
WE SERVE
Queens
Nassau
Suffolk
Queens Office
37-20 74th Street, 2nd Floor
Jackson Heights, NY 11372
Long Island Office
189 Sunrise Hwy, Suite 205
Rockville Centre, NY 11570
347-621-6640
CALL US TODAY
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax:
347-338-6799

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 15 October 2026, 10th Year, Issue 500
বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ৩০ আশ্বিন ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৫০০

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়িয়েছি, এখন বাড়তি সহায়তা পাওয়া উচিত

অর্থমন্ত্রী খসরুর মন্তব্য

ঢাকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নয়ন ও দেশটি থেকে বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আরও সহায়তা পাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

বুধবার ব্যাংককে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, বৈঠকে ঋণ ব্যবস্থাপনা, মার্কিন সহায়তা ও বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক সম্পর্ক

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

১৪ অক্টোবর বুধবার বিকেলে জামাইকার অঙ্গন পার্টি হলে অতিথিরা

প্রথম আলো পরিবারের ভিন্নধর্মী এক আয়োজন জামাইকায়

নিউইয়র্ক

বুধবার প্রবাসীদের অংশগ্রহণে ‘দেখা-সাক্ষাৎ’ শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ফরিদা ইয়াসমীন

প্রকৃতি, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যসচেতনতা নিয়ে আলোচনা, মতবিনিময় এবং প্রবাসীদের অংশগ্রহণে নিউইয়র্কের জামাইকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘দেখা-সাক্ষাৎ’ শীর্ষক এক আড্ডা ও আলোচনা অনুষ্ঠান। ১৪ অক্টোবর বুধবার বিকেল ৫টায় জামাইকার অঙ্গন পার্টি হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীপ্রেমী অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আইজিপি আনসার উদ্দিন খান পাঠান, ডা. সুমাইয়া চৌধুরীসহ অতিথিরা অংশ নেন।

ইব্রাহীম চৌধুরীর সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন কাউন্সিলওম্যান শিফা উদ্দিন, মনজুরুল হক, মঞ্জুর আহমেদ, নাসির খান পল, মাহবুব রহমান, জাকির হোসেন, ফকু চৌধুরী, সেলিনা উদ্দিন, সিআইপি কল্লোল আহমেদ, জেবুন্নেছা জ্যোৎস্না, ফরিদা ইয়াসমীন, রাশিদা আক্তার, সাহানা ইয়াসমিন, স্নো ফ্লেক্স শাবানা, মনিষা দত্ত, ভায়লা সালিনা, শেলী জামান খান, রূপা খানম, সেমু আফরোজা, এলমা সিদ্দিকী, মাহমুদুল চৌধুরী, মিয়া মোহাম্মদ আছকীর, মইজ উদ্দীন, জহির হোসেন, কামরুল হাসান, মাহমুদুল ইসলাম কাইয়ুম, মোহাম্মদ এমন রহমান, আবু তোরাব খান, মো. নাসির, মো. জহুরুল হক, পলাশ সাহা, মো. আবু তাহের চৌধুরী, মাহফুজা চৌধুরী, আইয়ান চৌধুরী, আনোয়ার মন্ডল, হুমায়ূন কবির লিটন, ইশতেহাক চৌধুরী, মোহাম্মদ চৌধুরী, মো. আব্দুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ হোসেন, রাহাত রহমান, জেমস, শামীম চৌধুরী, সাদাত কবির, মো. মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

নাসা জয় থেকে বিশ্বমঞ্চে

টিসা খন্দকার

এআই ও গবেষণায় আলো ছড়াচ্ছেন বাংলাদেশি টিসা

রোকেয়া দীপা

বাংলাদেশের তরুণদের প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী মেধা যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারে, তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন টিসা খন্দকার। নাসা আন্তর্জাতিক স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জে বৈশ্বিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জনের মধ্য দিয়ে যে আন্তর্জাতিক যাত্রার সূচনা হয়েছিল, তা আজ বিস্তৃত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), শিক্ষা প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক গবেষণার পরিমণ্ডলে। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে তথ্যপ্রযুক্তি, ডেটা অ্যানালিটিক্স ও ম্যানেজমেন্ট এবং প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করছেন।

২০২২ সালে নাসার বিশ্বখ্যাত আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন হ্যাকাথন 'নাসা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ'-এ বাংলাদেশের দল 'টিম ডায়মন্ডস'-এর সদস্য হিসেবে "ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই" প্রকল্পের মাধ্যমে বৈশ্বিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন টিসা ও তাঁর দল। শিশু ও তরুণদের কাছে মহাকাশ এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (স্টেম) শিক্ষাকে অংশগ্রহণমূলক ও সহজবোধ্য করার ভাবনা থেকেই প্রকল্পটির বিকাশ ঘটে। পরবর্তীতে তিনি এই ধারণাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহায়ক শিক্ষা ও মানুষ-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ের (হিউম্যান-এআই কোলাবোরেশন) সাথে যুক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার এই সাফল্য টিসা খন্দকারকে বৈশ্বিক পর্যায়ে কাজ করার বিস্তৃত সুযোগ তৈরি করে দেয়। ২০২৬ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত 'বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ইয়ুথ সামিট'-এ অংশ নিয়ে তার দল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে 'অ্যাগ্রিক্রেডিট' শীর্ষক একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক ধারণা তুলে ধরে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com